জয়যাত্রা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন অগ্রযাত্রার ১৫ বছর

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন নিয়ে
জেগে উঠলো প্রাণ
নদী-মাতৃক বাংলাদেশ
এলো ডেল্টা প্ল্যান

"পানির দেশের মানুষ আমরা পানিকে বড় ভালোবাসি।"

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ হাসিনার ইনোভেশন ড্রেজিং করে নদী শাসন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

উন্নয়ন অগ্রযাত্রার ১৫ বছর

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

রাষ্ট্রপতি

মোঃ সাহাবুদ্দিন
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

২৬ আশ্বিন ১৪৩০
১১ অক্টোবর ২০২৩

বাণী

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিগত ১৫ বছরের উন্নয়ন কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন ভিত্তিক স্মরণিকা 'জয়যাত্রা' প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিকাজ, সেচ, পরিবহন, মৎস সম্পদ আহরণ, পানীয় জল এবং নগরায়ন ও শিল্পায়নের জন্য পানির সরবরাহসহ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানামুখী চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় পানির যোগান দিতে দক্ষ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। বন্যা, জলাবদ্ধতা, খরাসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে জানমাল রক্ষার ক্ষেত্রেও নদী ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। নদী ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব তুলে ধরে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'বন্যা নিয়ন্ত্রণকে অবশ্যই প্রথম কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে একটা সুসংহত ও সুষ্ঠু বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা আশু প্রয়োজন'।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পানি ব্যবস্থাপনার যে দর্শন রেখে গেছেন তারই ভিত্তিতে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত, পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ুর অভিঘাত সহনশীল দেশ গড়তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শতবর্ষী পরিকল্পনা (Bangladesh Delta Plan 2100) প্রদান করেছেন। জাতির পিতার দর্শন আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বহমান নদ-নদী, হাওড়-বাঁওড়, বিল-ঝিল, পুকুর-দিঘি, বৈচিত্র্যপূর্ণ বিপুল সংখ্যক ছোট-বড় জলাধারের পানি ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে কাজ করছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। এছাড়া বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ, নদীভাঙ্গন রোধ ও নদ-নদীর নাব্যতা রক্ষা, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, ভূমি পুনরুদ্ধার, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, হাওড়-বাঁওড়ের উন্নয়নে উদ্ভাবনী কর্মকৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে। পানি সম্পদ উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি, খাল পুনঃখনন, প্রাকৃতিক জলাধার রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন জলাধার ও ব্যারেজ নির্মাণ চলমান রয়েছে। একই সাথে নদীর তীর সংরক্ষণ, পানি অবকাঠামো সংস্কার করে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, ভূমি পুনরুদ্ধার, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। পানি ব্যবস্থাপনায় গৃহীত এ সকল উন্নয়ন কার্যক্রম জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সহিষ্ণু স্মার্ট, উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রমের ওপর প্রকাশিত স্মরণিকা 'জয়যাত্রা' প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ সাহাবুদ্দিন)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

২৬ আশ্বিন ১৪৩০
১১ অক্টোবর ২০২৩

শেখ হাসিনা এমপি
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় গত প্রায় ১৫ বছরে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় অর্জিত সাফল্যের কার্যক্রম ভিত্তিক প্রকাশনা **'জয়যাত্রা'** শীর্ষক স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এই সৃজনশীল ও প্রশংসনীয় উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'-তে লিখেছেন, "পানির দেশের মানুষ আমরা। পানিকে বড় ভালোবাসি।" জাতির পিতা আজীবন যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছেন, এই লালিত স্বপ্নকে সামনে নিয়ে নদীমাতৃক বাংলাদেশে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করাসহ শিল্প-বাণিজ্য খাতে সমৃদ্ধি আনা সম্ভব হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এ অর্জনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান অনস্বীকার্য।

আওয়ামী লীগ সরকার সময়োপযোগী, আধুনিক ও সুপরিকল্পিত পানি ব্যবস্থাপনার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে ইতিমধ্যে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' এর লক্ষ্যমাত্রা-৬ অর্জনে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা খাতে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, আন্তঃমন্ত্রণালয় ও আন্তঃবিভাগ সমন্বয় এবং সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন ও সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ঘোষিত 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' বাস্তবায়নার্থে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের মাধ্যমে পানির চাহিদা ভিত্তিক বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা অর্জন এবং বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মিটিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুরক্ষিত পানি সম্পদ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

পানি সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বহুমুখী প্রচেষ্টা, যেমন- নদীর নাব্যতা রক্ষায় নিয়মিত ড্রেজিং, প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় সক্ষম আধুনিক পানি অবকাঠামো নির্মাণ, বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা চালুকরণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পানি নিষ্কাশন, সেচ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও গুণগত মানোন্নয়ন কার্যক্রমকে আমি সাধুবাদ জানাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০৪১ সালে বাংলাদেশ উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করবে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশে পরিণত হবে।

আমি স্মরণিকা **'জয়যাত্রা'** প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শেখ হাসিনা এমপি)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

জাহিদ ফারুক, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

নদীমাতৃক বাংলাদেশকে প্রকৃতি নিজের হাতে করেছে উর্বরা সুজলা-সুফলা। বাংলার এই চিরায়ত রুপ আর আপামর জনসাধারণের স্বপ্নকে ধারণ করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান "স্বপ্নের সোনার বাংলা" নির্মাণের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা আজ আর স্বপ্ন নয়। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্ব ও সঠিক দিক নির্দেশনায় বর্তমান সরকার পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এ দেশের পানি সম্পদের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন তথা সোনার বাংলা নির্মাণের পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে।

জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় শতবর্ষব্যাপী দীর্ঘমেয়াদী বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বা ডেল্টা প্ল্যান প্রণয়ন করেছে। বদ্বীপ পরিকল্পনার বিনিয়োগ কর্মপরিকল্পনাভুক্ত ৮০টি কার্যক্রমের মধ্যে ৫৯টি (৪৫টি সরাসরি ও ১৪টি ক্রসকাটিং) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও বর্তমান উন্নয়ন বান্ধব সরকার পানি সম্পদ খাতে বিগত ১৫ বছরে (জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রায় ৫৩,৫৪৪ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। এ সময়কালে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২৭৭টি (নদীতীর সংরক্ষণধর্মী ১১৯টি, সেচধর্মী ৩৪টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ/নিষ্কাশনধর্মী ৫৬টি, সমীক্ষাধর্মী ৪৯ টি, ভূমি পুনরুদ্ধারধর্মী ২টি ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের ১৬টি) প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর ম্যান্ডেটভুক্ত কার্যক্রম অবকাঠামো উন্নয়ন ছাড়াও সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ নদীতীর ভাঙনরোধে জেলা, উপজেলা, পৌর, শহর বাজার, হাট এবং ঐতিহাসিক ও জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিগত ১৫ (জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত) বছরে প্রায় ৯৯০ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১৭টি জেলা শহরকে প্রত্যক্ষভাবে নদী ভাঙ্গন হতে সুরক্ষা প্রদান করেছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে ২০০৯-২০২৩ সময়কালে ৫৬টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা ৫.৬৪ লক্ষ হেক্টর সম্প্রসারিত হয়েছে এবং নদী ড্রেজিং/ পুনঃখননকালে প্রাপ্ত ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল/খননকৃত মাটির পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নদীবক্ষ/মোহনা হতে ৩৪.১৭ বর্গকিলোমিটার ভূমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমি পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের ধারণা বাস্তবে রূপায়নের উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে "উন্নয়ন প্রশাসন" ক্যাটাগরিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় "বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২" লাভ করে।

বর্তমান সরকারের আমলে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা বিস্ময়কর। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর 'জয়যাত্রা' শীর্ষক স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ প্রকাশনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি ও রুপান্তরের চিত্র প্রকাশ পাবে বলে আমি আশা করছি। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে নেয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশের মর্যাদা অর্জনে সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এ স্মরণিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(জাহিদ ফারুক, এমপি)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

এ কে এম এনামুল হক শামীম, এমপি
উপমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

গাংগেয় অববাহিকার পলি মাটিতে গড়ে উঠা বাংলাদেশের মানুষের জীবন যাপন ও তার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত মূলতঃ নদী ও পানি কেন্দ্রিক। এর নদীর গঠন ও ধরন ভিন্ন, এর মাটি ও পলিমাটির ধরণ-গঠন ভিন্ন। এর নদীজলের উৎস ও প্রবাহ প্রবল-প্রচন্ড আবার ঋতুভেদে তা সরল ও শান্ত। তাই নদীমাতৃক বাংলাদেশের বড় চ্যালেঞ্জ হ'লো এর পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে জন সাধারণের জীবনমানের উন্নয়ন করা। কৃষি নির্ভর আমাদের অর্থনীতির জন্যে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, এ বিষয়ে গবেষণা, নদীতীর রক্ষা, ড্রেজিং, সেচ, নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সামগ্রিক বিষয়ে একটা সমন্বিত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা, সরকারের রাজনৈতিক ইশতেহারের সাথে সমন্বয় করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বাঙ্গালির আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টি ছিল জাতির পিতার স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন পূরণে তিনি কাজ শুরু করেছিলেন কিন্তু ১৯৭৫ সালের আগস্টে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যার মাধ্যমে সেই অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার চেষ্টা করা হয়। যুদ্ধের পর তিনি এ দেশ গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, তা বাস্তবায়ন হলে আমরা অনেক আগেই উন্নত হতে পারতাম।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য উন্নত-সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে। উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্বের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে।

এদেশের ভূ-প্রকৃতি, বৈশ্বিক মাত্রায় জলবায়ু-পরিবেশের পরিবর্তনজনিত অভিঘাত বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশের আগামী বাস্তবতাকে উন্নত সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দীর্ঘমেয়াদি শতবর্ষী ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণীত হয়েছে। এর সাথে আরও কিছু দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনাও নেয়া হয়েছে। যেমন ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা। বাংলাদেশ আজকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে। এটা ধরে রেখে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম যেন নিরাপদে সুন্দরভাবে বাস করতে পারে তার পরিকল্পনা নিয়েই জলবায়ুর অভিঘাত থেকে আমাদের এই ব-দ্বীপ অর্থাৎ বাংলাদেশকে রক্ষা করা এবং আমাদের দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকারের ২০০৯-২০২৩ ধারাবাহিক সময়কালে ৫৬টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৫.৬৪ লক্ষ হেক্টরে সেচ ও নিষ্কাশন এলাকা সম্প্রসারিত করেছে। এ সময়কালে ১৫৪৪ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মিত হয়েছে এবং ১২০৪৬ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত ও পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়াও, ১৮৭৩ টি পানি কাঠামো নির্মাণ, ৪৯৯ কিঃমিঃ নিষ্কাশন খাল খনন ও ৬৬১৭ কিঃমিঃ নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতা নিরসন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নে পাম্প হাউজ নির্মাণ করেছে এবং কিছু এখনও নির্মাণাধীন রয়েছে। বিগত ১৪ বছরে প্রায় ৯৮৩ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে ১৭টি জেলা শহরকে প্রত্যক্ষভাবে নদী ভাঙন হতে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব তথা দূর্যোগ মোকাবেলায় ষাটের দশকে নির্মিত জোয়ার-ভাটা সহিষ্ণু বাঁধসমূহকে ঘূর্ণিঝড় সহনশীল করার উদ্যোগ হিসেবে ১৪৭টি পোল্ডারের মধ্যে ৭৩টি পোল্ডারে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। হাওর এলাকায় কাবিটা প্রকল্পের মাধ্যমে বাঁধের রুটিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজসমূহ জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০০৮ ও ২০১৪ সালের ন্যায় সরকারের ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমি আশা করি আগামীতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমাপ্তকৃত ৮০টি প্রকল্প ও ৪৩০টি ছোট নদী- খালের শুভ উদ্বোধন এবং নতুন অনুমোদিত ২০টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান আয়োজনের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে স্যুভেনির প্রকাশের উদ্যোগ যারা নিয়েছেন তাঁদের সকলকে সাধুবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(এ কে এম এনামুল হক শামীম, এমপি)

রমেশ চন্দ্র সেন, এমপি
সভাপতি
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

শুভেচ্ছা বাণী

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়ন, যথাযথ ব্যবহার, সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়ন করেছে। এর আলোকে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও সমীক্ষা সম্পাদনের মাধ্যমে নদী খনন, নদীতীর সংরক্ষণ, সেচ ও নিষ্কাশন, খাল খনন এবং পুনঃখনন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, উপকূলীয় ও ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ এবং পুনঃনির্মাণসহ উপকূলীয় ভূমি পুনরুদ্ধারের কাজ সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এ মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে অবহিত। মাঠ পর্যায়ের চাহিদাভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ ও তার মানসম্মত বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়নে কমিটি ইতিবাচক পরামর্শ প্রদান করে আসছে।

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ উন্নয়ন প্রশাসন ক্যাটাগরিতে 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২' লাভ করেছে।

পানি সম্পদের টেকসই সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমাপ্তকৃত ৮০টি প্রকল্প ৪৩০টি ছোট নদী/খালের শুভ উদ্বোধন এবং নতুন অনুমোদিত ২০টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। যা এই মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কার্যক্রমকে গতিশীল করবে এবং সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এ উপলক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্যুভেনির **'জয়যাত্রা'** প্রকাশনার উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

দেশের সার্বিক উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা আরো জোরদার হোক এ কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

২২/০৯/২০২৩

(রমেশ চন্দ্র সেন, এমপি)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

নাজমুল আহসান

সচিব

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশের নদ-নদী, জলাভূমি, হাওর-বাঁওড়সহ দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, এর গবেষণা, নদীতীর রক্ষা, ড্রেজিং, সেচ, নিষ্কাশনসহ সামগ্রিক বিষয়ে সমন্বিত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ সমন্বিত কাজের মধ্যে আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা এবং সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিফলন ঘটেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়িত ৮০টি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ২০টি নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে একটি স্যুভেনির প্রকাশনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ নদীতীর ভাঙনরোধ করা। সরকার দেশের বিভিন্ন নদীর ভাঙন হতে জেলা, উপজেলা, পৌর শহর, হাট-বাজার এবং ঐতিহাসিক জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থান/স্থাপনাসমূহ রক্ষার্থে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে ২০০৯-২০২৩ সময়কালে ৫৬টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা ৫.৬৪ লক্ষ হেক্টরে সম্প্রসারিত হয়েছে। এ সময়কালে ১৫৪৪ কিঃমিঃ বাঁধ (উপকূলীয়, ডুবন্ত ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ) নির্মিত হয়েছে এবং ১২০৪৬ কিঃমিঃ বাঁধ (উপকূলীয়, ডুবন্ত ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ) মেরামত ও পুনর্বাসন করা হয়েছে। একই সময়ে প্রায় ৫০৩০ কিঃমিঃ নদী ড্রেজিং এবং ৯৮৩ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১৭টি জেলা শহরকে প্রত্যক্ষভাবে নদী ভাঙন হতে সুরক্ষা দেয়া হয়েছে। নদী ড্রেজিং থেকে পাওয়া ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নদী এবং মোহনা হতে ৩৪.১৭ বর্গকিলোমিটার ভূমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমি পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের ধারণা বাস্তবে রূপায়নের স্বীকৃতি স্বরূপ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় "বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক-২০২২" লাভ করেছে। বন্যার তাৎক্ষণিক তথ্য ও বন্যা পূর্বাভাস সম্বলিত প্লাবন মানচিত্র এবং আগাম সতর্কবার্তা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর স্বীকৃতি স্বরূপ "ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার-২০২১" এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের অনলাইন ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণে Scheme Information Management System সফ্‌টওয়্যারের জন্য "ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার-২০২২" অর্জন করেছে। এই সাফল্যে আমি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে চাই।

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব তথা দুর্যোগ মোকাবেলায় ষাটের দশকে নির্মিত জোয়ার-ভাটা সহিষ্ণু বাঁধসমূহকে ঘূর্ণিঝড় সহনশীল করার লক্ষ্যে ১৩৯টি পোল্ডারের মধ্যে ৭৩টি পোল্ডারে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। হাওর এলাকায় কাবিটা প্রকল্পের মাধ্যমে বাঁধের নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজসমূহ জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কাজে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও জনপ্রতিনিধিরা সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ায় কাজ বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, সাম্প্রতিক সময়ে আগাম আকস্মিক বন্যা হতে হাওর অঞ্চলের বোরো ফসল প্রায় সবটাই রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ একটি ব-দ্বীপ অঞ্চল, যা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য নিরাপদ, জলবায়ুর অভিঘাত সহিষ্ণু, টেকসই ও সমৃদ্ধশালী করা একান্ত প্রয়োজন। আর সেই লক্ষ্য নিয়েই বর্তমান সরকার "বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০" প্রণয়ন করেছে এবং এর সাথে আরও কিছু দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল বাঙ্গালির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক মুক্তি। জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নির্দেশনায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় অবিরাম কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সমাপ্তকৃত ৮০টি প্রকল্প ও ৪৩০টি ছোট নদী/খালের শুভ উদ্বোধন এবং নতুন অনুমোদিত ২০টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে স্যুভেনির **'জয়যাত্রা'** প্রকাশনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

আমি **'জয়যাত্রা'** প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(নাজমুল আহসান)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

এস, এম, শহিদুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

শুভেচ্ছা বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে পানির সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদে দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা করা এবং দীর্ঘ মেয়াদে দেশের প্রতি ইঞ্চি জমি মানুষের জীবন, জীবিকা ও বিনিয়োগ নিরাপদ করার স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রধান সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সাফল্যের সাথে গত ৫০ বছর ধরে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। বিগত ১৫ বছরে দেশের পানি সম্পদ খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৫৩,৫৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ের মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২৭৭টি প্রকল্পের মাঝে ১১৯টি নদীতীর সংরক্ষণধর্মী, ৩৪টি সেচধর্মী, ৫৬টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ/নিষ্কাশন সংক্রান্ত ও ৪৯টি সমীক্ষাধর্মীসহ মোট ২৬১টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন করেছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং বর্তমানে ৯০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

দেশের নদ-নদীসমূহ এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ছাড়া দেশের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয় এই উপলব্ধি থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০"। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনার ৮০টি কার্যক্রমের মধ্যে ৫৯টি (৪৫টি সরাসরি ও ১৪টি ক্রসকাটিং) বাস্তবায়ন করবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড তথা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে বাস্তবায়নাধীন ৫৭টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬টি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলোর মাঝে বাস্তবায়নযোগ্য মোট ৫০টি প্রতিশ্রুতির ৪৩টিই বাস্তবায়ন হয়েছে; বর্তমানে ৫টি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে ও ২টি প্রক্রিয়াধীন ও অপর একটি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন। বিভিন্ন সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহের মধ্যে প্রতিপালনযোগ্য মোট ২০টি নির্দেশনার ১১টিই বাস্তবায়ন হয়েছে ও বর্তমানে বাকি ১১টি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে ১৫ বছরে প্রায় ৯৯০ কি.মি. নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১৭টি জেলা শহরকে প্রত্যক্ষভাবে নদী ভাঙন হতে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে। নদী ভাঙন হতে ১৫ বছরে সুরক্ষিত জেলা শহরগুলোর মধ্যে ফরিদপুর, ভোলা, চাঁদপুর, নরসিংদী, রাজবাড়ী, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, খুলনা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুষ্টিয়া, গাইবান্ধা, রাজশাহী ও সুনামগঞ্জ অন্যতম।

দেশের জলপথের নাব্যতা বৃদ্ধি ও নদী বাঁচাতে গত ১৫ বছরে ৫০৩৩ কি.মি. নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনার আওতায় গৃহীত ৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে ১০৯টি ছোট নদী, ২৯টি জলাশয় ও ৫৩৩টি খাল পুনঃখননের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ড্রেজিং সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ১০টি ড্রেজার ক্রয় করা হয়েছে। নদীবক্ষ/মোহনা হতে নদী ড্রেজিং/পুনঃখননকালে উপজাত হিসেবে প্রাপ্ত মাটির পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৩৪.১৭ বর্গকিলোমিটার ও ক্রসবার/ ক্রসড্যামের মাধ্যমে ১২.০১ বর্গকিলোমিটার ভূমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে গত ১৫ বছরে ৫৬টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা ৫.৬৪ লক্ষ হেক্টর সম্প্রসারিত হয়েছে। এসময়ে উপকূলীয়, ডুবন্ত ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ১৫৪৪ কি.মি. বাঁধ নির্মিত হয়েছে ও ১০৫৭১ কি.মি. বাঁধ মেরামত/ পুনর্বাসন/ পুনরাকৃতিকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, ১৮৭৩টি পানি কাঠামো নির্মাণ, ৪৯৯ কি.মি. নিষ্কাশন খাল খনন ও ৭৩০২ কি.মি. নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন করা হয়েছে। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য গোড়ান চটবাড়ীতে ২টি পাম্প হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে এবং ডিএনডি এলাকায় ২টি পাম্প হাউজ ও ৩টি পাম্পিং স্টেশন নির্মাণাধীন রয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় সিডর এর ক্ষয়ক্ষতি পুর্নবাসনসহ আইলা, মহাসেন, রোয়ানু, মোরা, ফনী, আম্পান, ইয়াস প্রভৃতি প্রলয়ংকারী উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় বাপাউবো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ২৪৭টি পোল্ডারের মধ্যে ৭৩টি পোল্ডারে পুনঃবাসন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। হাওর এলাকায় কাবিটা প্রকল্পের মাধ্যমে বাঁধের রুটিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাস্তবায়নে প্রকল্প সুবিধাভোগী ও জনপ্রতিনিধিরা সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ায় ২০১৭ সালের আগাম আকস্মিক বন্যার পর হতে উৎপাদিত বোরো ফসল প্রায় পুরোটাই রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

"স্মার্ট বাংলাদেশ" বিনির্মানে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাপাউবো ক্রয় প্রক্রিয়ায় ই-জিপি ব্যবহার, ই-ফাইলিং ব্যবহার, জনবল নিয়োগে অনলাইন সিস্টেম ব্যবহার, হাজিরা ব্যবস্থাপনাসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্য ডেটাবেজে সংরক্ষণ করেছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে বিগত ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থ-বছরে যথাক্রমে ৪র্থ, ৫ম, ৫ম এবং ৮ম স্থান অর্জন করে। বন্যা পূর্বাভাস সম্বলিত প্লাবন মানচিত্র এবং বন্যার আগাম সতর্কবার্তা নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ "সরকারি প্রতিষ্ঠান" হিসেবে কারিগরি ক্যাটাগরীতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় "ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২১" অর্জন করে। দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমি পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের ধারণা বাস্তবে রূপায়নে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে "উন্নয়ন প্রশাসন" ক্যাটাগরীতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় "বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২" লাভ করে। প্রকল্প বাস্তবায়নে দ্রুতগতি আনয়নের লক্ষ্যে চলমান প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি অনলাইনে তাৎক্ষণিক মনিটরিং এর জন্য Scheme Information Management System (SIMS) সফটওয়্যার তৈরি ও বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাপাউবো জাতীয় পর্যায়ে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার-২০২২' এর 'কারিগরি-সরকারি (শ্রেষ্ঠ দল)' ক্যাটাগরীতে পুরস্কার অর্জন করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অগ্রসরমান প্রযুক্তির সাহায্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা বর্তমানে দ্রুতগতিতে অগ্রসরমান বাংলাদেশের জন্যে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ সামনে রেখে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ প্রত্যয়কে ধারণ করে নিরলস কাজ করছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(এস, এম, শহিদুল ইসলাম)

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিগত ১৫ বছরে (২০০৯-২০২৩) বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সার-সংক্ষেপ

প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সাফল্যঃ

বর্তমান উন্নয়ন বান্ধব সরকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিভিন্ন মাইলফলক অতিক্রম করায় নিজ অর্থায়নে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জন করেছে। যার ফলশ্রুতিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেটের সিংহভাগই সরকারের নিজস্ব অর্থ হতে বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের পানি সম্পদ খাতে বিগত ১৫ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৫৩,৫৪৪ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। এ সময়কালে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭৭টি (নদীতীর সংরক্ষণ ১১৯টি, সেচ ৩৫টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ/নিষ্কাশন ৫৫টি, সমীক্ষা ৪৯টি, ভূমি পুনরুদ্ধার ২টি, ভবন নির্মাণ ১টি ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্যতীত অন্যান্য সংস্থাসমূহের ১৬টি) প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানে ৯৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তন্মধ্যে জুন ২০২৪ নাগাদ ৪২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। ইতোমধ্যে, ১৬টি নতুন প্রকল্প অনুমোদন লাভ করেছে। ২০০৮-০৯ অর্থ-বছরের তুলনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রায় ১০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০০৯ সালে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে, যার আওতায় গৃহীত ১৩৬টি প্রকল্পের ১৩০টির বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ম্যান্ডেটভুক্ত কার্যক্রম ছাড়াও সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ফলশ্রুতিতে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সরকারের ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে বিগত ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থ-বছরে যথাক্রমে ৪র্থ, ৫ম, ৫ম এবং ৮ম স্থান অর্জন করে। এছাড়া দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমি পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের ধারণা বাস্তবে রূপায়নে উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে "উন্নয়ন প্রশাসন" ক্যাটেগরীতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় "বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২" লাভ করে। প্রকল্প বাস্তবায়নে দ্রুতগতি আনয়নের লক্ষ্যে চলমান প্রকল্পসমুহের অগ্রগতি অনলাইনে মনিটরিং এর জন্য Scheme Information Management System (SIMS) সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড জাতীয় পর্যায়ে **'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার-২০২২'** এর 'কারিগরি- সরকারি (শ্রেষ্ঠ দল)' ক্যাটেগরীতে পুরস্কার অর্জন করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নঃ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মোট ৫০টি প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তন্মধ্যে, ১টি ২০০৮ সালে নির্বাচনী প্রচারণাকালে, ৪৬টি ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে এবং ৩টি ২০১৪-২০১৮ মেয়াদে প্রদত্ত। ইতোমধ্যে ৪৩টি প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে; যার মধ্যে ১টি ২০০৮ সালে নির্বাচনী প্রচারণাকালে, ৪০টি ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে এবং ২টি ২০১৪-২০১৮ মেয়াদে প্রদত্ত। বর্তমানে ৫টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, ১টি প্রতিশ্রুতির আলোকে প্রকল্প প্রণয়নাধীন এবং অবশিষ্ট প্রতিশ্রুতিটি অপর ১টি প্রতিশ্রুতির আলোকে গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়নের পরবর্তী প্রভাব বিশ্লেষণ ও তৎপরবর্তী সম্ভাব্যতা যাচাই এর ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনার বাস্তবায়নঃ

বিভিন্ন সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিপালনের জন্য মোট ২০টি নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে, ১টি ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে, ১৮টি ২০১৪-২০১৮ মেয়াদে এবং ১টি ২০১৯-বর্তমান মেয়াদে প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে ৬টি নির্দেশনার বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে এবং ১০টি নির্দেশনার বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। ২টি নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়নাধীন এবং ২টি নির্দেশনা যৌথ নদী, বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য।

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের বাস্তবায়নঃ

২০০৮ ও ২০১৪ সালের ন্যায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর বাস্তবায়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ৩টি অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে। নির্বাচনী ইশতেহারের অনুচ্ছেদ ৩.১৪: কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন নিশ্চয়তায় উল্লেখিত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যথেষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। বিগত ৫ বছরে ৪০৩ কি.মি. নদীতীর সংরক্ষণ, ৪৯৭ কি.মি. বাঁধ নির্মাণ, ৬৯১০ কি.মি. বাঁধ পুনর্বাসন/ পুনরাকৃতিকরণ, ৪০০১ কি.মি. নদী ড্রেজিং/ পুনঃখনন, ৫২২৬ কি.মি. খাল পুনঃখনন, ১২০৫ কি.মি. সেচ খাল পুন:খনন, ৮১৮টি পানি কাঠামো নির্মাণ, ১৭৯৬ টি পানি কাঠামো পুনর্বাসন/ মেরামত করা হয়েছে। এ সকল অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা ১.৭৫ লক্ষ হেক্টর এবং সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা ০.৪২ লক্ষ হেক্টরে প্রসারিত হয়েছে। কৃষি জমি নদী ভাঙন হতে রক্ষা পেয়েছে। এছাড়া, অনুচ্ছেদ ৩.২০: যোগাযোগ-(নৌপথ ও বন্দর) এ উল্লেখিত "ব্যাপক খননের পরিকল্পনা হিসেবে আগামী মেয়াদে প্রায় ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ পুনরুদ্ধার করা" ইশতেহার প্রতিপালন চলমান রয়েছে। বিগত ৪ বছরে ৪০০১ কি.মি. নদী ড্রেজিং/ পুন:খনন ও ৫২২৬ কি.মি. খাল পুন:খনন করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, খননকৃত নদী/খালসমূহে নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে।

দেশের নদ-নদীসমূহ এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ছাড়া দেশের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয় এই উপলব্ধি থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃতি ***"আগামী ১০০ বছরে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাই বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০। ২১০০ সালে বাংলাদেশকে যেভাবে গড়তে চাই সেভাবেই আমরা ব-দ্বীপ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি"***। ব-দ্বীপ পরিকল্পনার বিনিয়োগ কর্মপরিকল্পনাভুক্ত ৮০টি কার্যক্রমের মধ্যে ৫৯টি (৪৫টি সরাসরি ও ১৪টি ক্রসকাটিং) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাপাউবো বাস্তবায়ন করবে। ইতোমধ্যে বাস্তবায়নাধীন ৫৯টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৮টি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও, চলমান ও সমাপ্ত অন্যান্য প্রকল্পের অধীন অবকাঠামোগত উন্নয়ন ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করছে।

নদী ভাঙন হতে দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর, জনপদ, স্থাপনা ও কৃষি জমি রক্ষাঃ

নদীমার্তৃক বাংলাদেশে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ নদীতীর ভাঙনরোধ করা। দেশের বিভিন্ন নদীর ভাঙন হতে জেলা, উপজেলা, পৌর এলাকা, বাজার, হাট এবং ঐতিহাসিক জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ রক্ষার্থে অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিগত ১৫ বছরে ৯৯০ কি.মি. নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১৭টি জেলা শহরকে প্রত্যক্ষভাবে নদী ভাঙন হতে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে। নদী ভাঙন হতে সুরক্ষিত জেলা শহরগুলোর মধ্যে ফরিদপুর, ভোলা, চাঁদপুর, নরসিংদী, রাজবাড়ী, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, খুলনা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুষ্টিয়া, গাইবান্ধা, রাজশাহী ও সুনামগঞ্জ অন্যতম। নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নদী তীরবর্তী এলাকার জনগণ ও জনপদ উপকৃত হয়, সরকারি- বেসরকারি এবং ঐতিহাসিক স্থাপনাসহ ফসলী জমি নদী ভাঙন হতে রক্ষা পায়। ১৫ বছরে নদী ভাঙন হতে সুরক্ষিত এলাকা/ স্থাপনাসমূহের মধ্যে- পঞ্চগড় জেলায় সাবেক নাজিরগঞ্জ ও দইখাতা ছিটমহল, লালমনিরহাট জেলায় সাবেক বাঁশকাটা ছিটমহল, বান্দরবান জেলার আলিকদম উপজেলা সেনানিবাস, খুলনায় বিএনএস তিতুমীর নৌঘাটি, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, কুষ্টিয়ায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি, চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলা কোস্টগার্ড স্টেশন, মুন্সীগঞ্জ জেলায় লৌহজং উপজেলা কমপ্লেক্স, নাটোর জেলায় সিংড়া পৌর শহর, ভোলা জেলায় রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট, ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট, বাবুগঞ্জ লঞ্চঘাট, বকশী লঞ্চঘাট, তজুমুদ্দিন লঞ্চঘাট, ইলিশা ফেরীঘাট, নোয়াখালী জেলার স্বর্ণদ্বীপে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্থাপনাসমূহ, গাইবান্ধা সদর উপজেলার গণকবর, খুলনা জেলা শহরস্থ বিভাগীয় কমিশনারের বাসভবন উল্লেখযোগ্য।

দেশের নদ-নদী ও খাল-বিলের নাব্যতা বৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ড্রেজিং/পুন:খননঃ

নদী ড্রেজিং/পুন:খননের ফলে নদ-নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা তথা নাব্যতা বৃদ্ধি পায়। নদীর খননকৃত গতিপথে পানি দ্রুত নিষ্কাশন হওয়ায় তা নদী তীরবর্তী এলাকাসমূহকে বন্যা ও নদী ভাঙনের ঝুঁকি হ্রাস করে। ফলে নদী তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকার জনগণ ও জনজীবন উপকৃত হয়। ফসলী জমি নদী ভাঙন ও বন্যার

ঝুঁকিমুক্ত হয়। ২০০৯ সালের পূর্ববর্তী সময়কালে কেবলমাত্র গড়াই নদী ২০ কি.মি. ড্রেজিং করা হলেও ২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত ৫০৩০ কি.মি. নদী ড্রেজিং/পুন:খনন করা হয়েছে। সমাপ্তকৃতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- পাবনা জেলায় বাদাই নদী, খুলনা জেলায় চিত্রা, সালতা ভদ্রা ও আঠারোবাকি নদী, লালমনিরহাট জেলায় ধরলা নদী, পঞ্চগড় জেলায় করতোয়া নদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় বেমালিয়া, লংগন ও পাগলা নদী, কিশোরগঞ্জ জেলায় কালনী ও ধলেশ্বরী নদী, রাজশাহী জেলায় পদ্মা নদী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় মহানন্দা নদী, সুনামগঞ্জ জেলায় রক্তি, যাদুকাটা, পুরাতন সুরমা ও আপার বাউলাই নদী এবং মৌলভীবাজার জেলায় জুড়ি ও সোনাই নদী, গোপালগঞ্জ জেলায় কুমার নদ, ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলায় পদ্মা চন্দনা-বারাশিয়া নদী, কক্সবাজার জেলায় বাঁকখালী নদী, শরীয়তপুর জেলায় পদ্মা নদী, সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী, টাঙ্গাইল জেলায় নিউ ধলেশ্বরী, পুংলী, বংশী ও যমুনা নদী, জয়পুরহাট জেলায় তুলশীগঙ্গা, ছোট যমুনা, চিড়ি ও ফরিদপুর জেলায় কুমার ও মরা কুমার নদ, যশোর জেলায় কপোতাক্ষ, নরসিংদী জেলায় আড়িয়াল খাঁ, হাড়িদোয়া, পাহাড়িয়া, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা শাখা নদী, হারাবতি নদী, ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলায় তিতাস, যশোর জেলায় ভৈরব নদী। বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য নদী ড্রেজিং/পুন:খনন প্রকল্পসমূহ- চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় ভৈরব নদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুমিল্লা জেলায় তিতাস নদী, কুষ্টিয়া জেলায় গড়াই নদী, গাইবান্ধা, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলায় বাঙ্গালী, করতোয়া, ফুলজোড় ও হুরাসাগর নদী, সুনামগঞ্জ জেলায় সুরমা নদী, দিনাজপুর জেলায় ঢেপা ও গভেশ্বরী নদী, রাজশাহী জেলায় পদ্মা নদী, মাদারীপুর জেলায় পদ্মা নদী, নড়াইল জেলায় নবগঙ্গা নদী, হবিগঞ্জ জেলায় কুশিয়ারা নদী, চট্টগ্রাম জেলায় সাংগু ও ডলু নদী প্রভৃতি। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনার আওতায় গৃহীত ৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুন:খনন প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে ১০৯টি ছোট নদী ও ৫৩৩ টি খাল পুন:খননের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও, ড্রেজিং সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ১০ টি ড্রেজার ক্রয় করা হয়েছে।

দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার:

নদী ড্রেজিং/পুন:খননকালে উপজাত হিসেবে প্রাপ্ত মাটির পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নদীবক্ষ/ মোহনা হতে ৩৪.১৭ বর্গকিলোমিটার ভূমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। নদী ড্রেজিং ছাড়াও ক্রসবার/ ক্রসড্যাম প্রভৃতি অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে নদীবক্ষ/ মোহনা হতে ১২.০১ বর্গকিলোমিটার ভূমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। নদী ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির স্থানীয় পর্যায়ে প্রচলিত বাজার দর বিবেচনায় সম্ভাব্য মূল্য- ৪,৭৬৩.৮২ কোটি টাকা। নদী ড্রেজিং ব্যতীত অন্যান্য পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির স্থানীয় পর্যায়ে প্রচলিত বাজার দর বিবেচনায় সম্ভাব্য মূল্য- ২৪৪.০৪ কোটি টাকা।

বন্যা ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা:

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে ২০০৯-২০২৩ সময়কালে ৫৬টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা ৫.৬৪ লক্ষ হেক্টর সম্প্রসারিত হয়েছে। এ সময়কালে ১৫৪৪ কি.মি. বাঁধ (উপকূলীয়, ডুবন্ত ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ) নির্মিত হয়েছে এবং ১০৫৭১ কি.মি. বাঁধ (উপকূলীয়, ডুবন্ত ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ) মেরামত/ পুনর্বাসন/ পুনরাকৃতিকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, ১৮৭৩টি পানি কাঠামো নির্মাণ, ৪৯৯ কি.মি. নিষ্কাশন খাল খনন ও ৭৩০২ কি.মি. নিষ্কাশন খাল পুন:খনন করা হয়েছে। ঢাকা শহরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য গোড়ান চটবাড়ীতে ২টি পাম্প হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। ডিএনডি এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে ২টি পাম্প হাউজ ও ৩টি পাম্পিং স্টেশন নির্মাণাধীন রয়েছে।

২০০৭ সালে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় সিডর এর ক্ষয়ক্ষতি পুর্নবাসনসহ আইলা (২০০৯), মহাসেন (২০১৩), রোয়ানু (২০১৬), মোরা (২০১৭), ফনী (২০১৯), আম্পান (২০২০), ইয়াস (২০২১) প্রভৃতি প্রলয়ংকারী উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব তথা দূর্যোগ মোকাবেলায় ষাটের দশকে নির্মিত জোয়ার-ভাটা সহিষ্ণু বাঁধসমূহকে ঘূর্ণিঝড় সহনশীল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে ১৩৯টি পোল্ডারের মধ্যে ৭৩টি পোল্ডার পুনর্বাসন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছর থেকে হাওর এলাকায় কাবিটা প্রকল্পের মাধ্যমে বাঁধের রুটিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজসমূহ জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কাজ বাস্তবায়নে প্রকল্প সুবিধাভোগী ও জনপ্রতিনিধিরা সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ায় কাজ বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে।

ফলে ২০১৭ সালের আকস্মিক বন্যার পর হতে উৎপাদিত বোরো ফসল প্রায় পুরোটাই রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

"ডিজিটাল বাংলাদেশ" বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ক্রয় প্রক্রিয়ায় ই-জিপি, ই-ফাইলিং, জনবল নিয়োগে অনলাইন সিস্টেম ব্যবহার এবং হাজিরা ব্যবস্থাপনাসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্য ডেটাবেজে সংরক্ষণ করেছে। মাঠ পর্যায়ে অনলাইন ক্যামেরার মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম ই-মনিটরিং করার একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ চালু করা হয়েছে। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়নের ফলে দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীসমূহের ৫৪টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ৫-দিনের আগাম বন্যা পূর্বাভাস এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ৩৮টি পয়েন্টে ১০-দিনের আগাম বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের ফলে সাম্প্রতিক বছরসমূহে প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে দেশের যে কোন প্রান্ত হতে যে কোন মোবাইল অপারেটর হতে ১০৯০ তে ডায়াল করে নদ-নদীর পানি সমতল এবং বন্যা পূর্বাভাস সম্পর্কিত তথ্য জানা যাচ্ছে। ২০২০ সাল থেকে বন্যাকালীন সময়ে দেশের ৩১টি জেলার ৫৫টি উপজেলার ৬১টি পয়েন্টে Google Map এ Google Flood Alert Service এর মাধ্যমে উপজেলা পর্যন্ত বন্যার তাৎক্ষণিক তথ্য ও বন্যা পূর্বাভাস সম্বলিত প্লাবন মানচিত্র এবং আগাম সতর্কবার্তা জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। **এ অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কারিগরি ক্যাটাগরিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় "ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২১" অর্জন করে।**

সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কৃষি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিঃ

সেচধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার সুষম, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে গত ১৫ বছরে ৩৫টি সেচধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়নে সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা ২.৩৪ লক্ষ হেক্টর সম্প্রসারিত হয়েছে। এ সময়কালে ১৮১.০০ কি.মি. সেচ খাল খনন ও ১৯৩২.০০ কি.মি. সেচ খাল পুন:খনন করা হয়েছে। তিস্তা ব্যারেজের অটোমশেন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির কমান্ড এরিয়া বর্ধিতকরণের জন্য গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মৌলভীবাজার জেলায় কাশিমপুর পাম্প হাউজের পুনর্বাসন করা হয়েছে। সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নে পাবনা জেলায় তালিমনগর ও সিলেট জেলায় রহিমপুর পাম্প হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। ফেনী জেলায় মুহুরী সেচ প্রকল্পের আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। নীলফামারী জেলায় বুড়িতিস্তা প্রকল্প পুনর্বাসন চলমান রয়েছে। এসকল প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রতি বছর প্রকল্পপূর্ব অবস্থা অপেক্ষা প্রায় ১১১.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হচ্ছে। ১৫ বছরে বাস্তবায়িত/পুর্ণবাসনকৃত উল্লেখযোগ্য সেচ প্রকল্পসমূহের মধ্যে তিস্তা ব্যারেজ (২য় পর্যায়-১ম ইউনিট), চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন মালিয়ারা- বাকখাইন-ভান্ডারগাঁও সেচ প্রকল্প, দিনাজপুর জেলায় করতোয়া নদীর ডানতীর প্রকল্প এবং গৌরীপুর সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো প্রকল্প, সিলেট জেলায় সুরমা নদীর ডানতীর প্রকল্প, মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়), মুহুরী কহুয়া প্রকল্প, নওগাঁ জেলায় জবাই বিল প্রকল্প, পাবনা জেলায় গাজনার বিল প্রকল্প উল্লেখযোগ্য।

এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প এলাকায় ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প এলাকায় উৎপাদিত ফসল দেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পসমূহের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষনকল্পে প্রকল্প সুবিধা ভোগীদের অংশগ্রহণে দেশব্যাপী ৩,৬৫৩টি পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন করা হয়েছে। গঠনকৃত সংগঠনসমূহের সদস্য সংখ্যা ৫,৯২,৪৯৭ জন; যার মধ্যে পুরুষ সদস্য সংখ্যা ৩,৮৫,৯১৫ জন ও মহিলা সদস্য সংখ্যা ২,০৬,৫৮২ জন। প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষনে প্রকল্প সুবিধাভোগীরা প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশ গঠনে অনবদ্য ভূমিকা পালন করছে।

২০১৭-১৮ থেকে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রকল্পসমূহের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর সাথে সামঞ্জস্য:

☛ বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর নিম্নোক্ত অভীষ্টগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ

অভীষ্ট ১: বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
অভীষ্ট ২: পানির নিরাপত্তা এবং পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
অভীষ্ট ৩: সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;
অভীষ্ট ৪: জলাভূমি এবং বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং তাদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা;
অভীষ্ট ৫: অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন গড়ে তোলা;
অভীষ্ট ৬: ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা;

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর সাথে সামঞ্জস্য:

অভীষ্ট-১: সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান;
অভীষ্ট-২: ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার;
অভীষ্ট-৫: জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন;
অভীষ্ট-৬: সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা;
৬.৫.১: সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা
অভীষ্ট-৮: সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন;
অভীষ্ট-১০: অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা;
অভীষ্ট-১১: অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাত সহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা;
অভীষ্ট-১৩: জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ;
অভীষ্ট-১৪: টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার;
অভীষ্ট-১৭: টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা;

উন্নয়ন অগ্রযাত্রার ১৫ বছরের (২০০৯ থেকে ২০২৩) সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহের সারসংক্ষেপ

পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের অধীন সকল সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা : ২৭৭টি (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-২৬১টি, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা-৪টি, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট-৬টি, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি অধিদপ্তর-৬টি)

মোট ডিপিপি ব্যয় : ৩৮১০৯.১৭ কোটি টাকা

মোট প্রকৃত ব্যয় : ৩৪৪৮০.০০ কোটি টাকা

এক নজরে ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত অবকাঠামো/উন্নয়ন এবং বিবিধ কার্যক্রমের বিবরণ

বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা- ২৬১টি

ধরণ	সংখ্যা	পরিমাণ
সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা	-	৫.৬৪ লক্ষ হেক্টর
সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা	-	২.৩৪ লক্ষ হেক্টর
ভূমি সৃজন/পুনরুদ্ধার	-	৪৬.১৮ বর্গ কিলোমিটার
নদী ভাঙন হতে সংরক্ষিত জেলা শহর	১৭টি	-
নদী ভাঙনরোধে তীর প্রতিরক্ষা কাজ	-	৯৯০ কিলোমিটার
বাঁধ পুন:নির্মাণ/মেরামত/পুনরাকৃতিকরণ	-	১০৫৭১ কিলোমিটার
বাঁধ নির্মাণ	-	১৫৪৪ কিলোমিটার
সড়ক (পাকা ও কাঁচা)	-	১০৫ কিলোমিটার
সেচ খাল খনন	-	১৮১ কিলোমিটার
নিষ্কাশন খাল খনন	-	৪৯৯ কিলোমিটার
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার	১৮৭৩টি	-
পাম্প হাউজের সংখ্যা	৪টি	-
ব্রীজ/কালভার্ট	২১১টি	-
রাবার ড্যাম	৩টি	-
ড্রেজার সংখ্যা	১১ সেট	-
নদী ড্রেজিং/পুন:খনন	-	৫০৩০ কিলোমিটার

উন্নয়ন অগ্রযাত্রার ১৫ বছর
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

সূচিপত্র

২০২২-২৩ অর্থ-বছর	০১
২০২১-২২ অর্থ-বছর	১৯
২০২০-২১ অর্থ-বছর	৪৩
২০১৯-২০ অর্থ-বছর	৭১
২০১৮-১৯ অর্থ-বছর	৭৯
২০১৭-১৮ অর্থ-বছর	৯৯
২০১৬-১৭ অর্থ-বছর	১১৫
২০১৫-১৬ অর্থ-বছর	১৩৫
২০১৪-১৫ অর্থ-বছর	১৪৫
২০১৩-১৪ অর্থ-বছর	১৫৭
২০১২-১৩ অর্থ-বছর	১৬১
২০১১-১২ অর্থ-বছর	১৬৫
২০১০-১১ অর্থ-বছর	১৭৫
২০০৯-১০ অর্থ-বছর	১৮১

২০২২-২৩ অর্থ-বছরে
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক
সমাপ্তকৃত প্রকল্প

সমাপ্তকৃত প্রকল্প সংখ্যা : ১৭টি
সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের ব্যয় : ৫২৪৪.৯৯ কোটি টাকা

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের অবস্থান:

ক্রমিক	অবস্থান	সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা	২
২	পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, কুমিল্লা	৫
৩	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, চট্টগ্রাম	২
৪	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, রাজশাহী	১
৫	পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, ফরিদপুর	৩
৬	দক্ষিণাঞ্চল, বাপাউবো, বরিশাল	২
৭	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, খুলনা	১
৮	বৈদেশিক ঋণ সহায়তা প্রকল্প	১

প্রকল্পের নাম: মানিকগঞ্জ জেলার বাচামারা, বাহাদুরপুর ও ধুলসুরা এলাকা নদী ভাঙন হতে রক্ষাকরণ (১ম সংশোধিত)
বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত; **প্রকল্প এলাকা:** দৌলতপুর ও হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ, ঢাকা
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৫৫১.২১ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৫৫১১.২১ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বামতীরে বাচামারা বাজার এবং পদ্মা নদীর বামতীরে হরিরামপুর উপজেলাধীন বাহাদুরপুর, রামকৃষ্ণপুর ও ধূলসুরা ইউনিয়ন এলাকায় নদীর তীর প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে এলাকাসমূহের ভাঙন রোধকরণ;
- প্রকল্প এলাকাসমূহে ভাঙনের ঝুঁকি কমিয়ে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার (স্কুল, কলেজ, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, মসজিদ, কবরস্থান, সাইক্লোন সেল্টার, বাজার ইত্যাদি) সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান;
- প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণের ঘর-বাড়ী, কৃষি-অকৃষি জমি, বনজ বাগান, ফসলাদি ইত্যাদি রক্ষাসহ প্রায় ১২৯৫১.০০ লক্ষ টাকার সম্পদ রক্ষা পেয়েছে;

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ প্রকল্পের আওতায় মানিকগঞ্জ জেলার ০৩ টি স্থানে যমুনা ও পদ্মা নদীর বামতীরে মোট ৪.০৭৫ কি.মি. নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে;

উপকৃত এলাকা: ১২০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ০.৭৫ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

বাচামারা, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ

প্রকল্পের নাম: নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়ালখাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুন:খনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩; **প্রকল্প এলাকা:** নরসিংদী; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৯০৩৪১.৭৬ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৮৬০৮৩.৮২ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় নদী ভাঙনরোধ এবং বন্যা হতে প্রতিরক্ষার সংস্থান করা;
- পুন:খননের মাধ্যমে আড়িয়ালখাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ (নরসিংদীর অংশ), পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ এবং ব্রহ্মপুত্র নদ (নারায়ণগঞ্জের অংশ) নদীসমূহের নৌ-চলাচলের সুযোগ-সুবিধা সংস্থান করা;
- প্রকল্পটি নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় টেকসই আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে;
- জন সাধারণের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই ও অংশগ্রহণমূলক অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করা এবং এলাকার অধিবাসীদের আয় বৃদ্ধি করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ নদী পুন:খনন (ড্রেজিং কাজ); নদী পুন:খনন (এক্সক্যাভেশন); নদীর তীর প্রতিরক্ষা কাজ; ঢেউয়ের আঘাত হতে নদীর তীর রক্ষা কাজ; ব্রীজ ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট

উপকৃত এলাকা: ২৫০.০০ বর্গ কি.মি.

উপকৃত জনগণ: ১৮.০০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

শুটকিকান্দি নামক স্থানে মেঘনা নদীর (মেঘনা শাখা নদী) ডানতীরে নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ

প্রকল্পের নাম: নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ, চাটখিল, সেনবাগ ও সোনাইমুড়ি উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে খাল পুন:খনন (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩; **প্রকল্প এলাকা:** নোয়াখালী;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬১১৭.৮১ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ৪৫২১.৩৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি যথাযথ ড্রেইনেজ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা সমস্যা দূরীকরণ;
- খাল পুন:খননের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার আওতায় প্রায় ৪৩,০০০ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা সৃষ্টি করা;
- প্রকল্প এলাকায় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- খাল পুন:খনন- ২৯৭.১০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৪৯৮০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ৭.৫০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

মহেন্দ্র খাল, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী

প্রকল্পের নাম: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুন:খনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৩ (প্রস্তাবিত); **প্রকল্প এলাকা:** ব্রাহ্মণবাড়িয়া;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩৫০০.৩৭ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ১০৩৬৬.৮৩ লক্ষ টাকা (এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত)।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ৫৭৯৮৪ হেক্টর জমিতে বিকল্প সেচ সুবিধা প্রদান করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- নৌ চলাচল সুবিধা প্রদান করা;
- পানি নিষ্কাশন সুবিধা প্রদান করা ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ;
- মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- পরিবেশের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করা;
- প্রকল্প এলাকায় দারিদ্র্য দূরীকরণ।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ তিতাস নদী পুন:খনন- ১০৩.২ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৬৩৯৮৪ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ২০.০০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

তিতাস নদী খনন প্রকল্প কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

প্রকল্পের নাম: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় রাজাপুর নামক স্থানে মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩; **প্রকল্প এলাকা:** সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৫৬৫.৬০ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ২৫৪৭.৩৬ লক্ষ টাকা (এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত)।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- নদী ভাঙন হতে মূল্যবান আবাদী জমি রক্ষা করা;
- মূল্যবান স্থাপনা যেমন: হাট-বাজার, স্কুল মাদ্রাসা, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রাস্তা, বাড়ীঘর, মসজিদ ইত্যাদি ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা;
- নদী ভাঙন হতে জনসাধারণের জানমালের সুরক্ষা নিশ্চিত করা;
- বন্যার হাত থেকে ফসল রক্ষা ও বন্যার প্রকোপ হ্রাস করা;
- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- নদী তীর সংরক্ষণ- ১.২০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৫০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ০.২৫ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

রাজাপুর, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

প্রকল্পের নাম: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বড়িকান্দি হতে ধরাভাঙ্গা এমপি বাঁধ পর্যন্ত মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
বাস্তবায়নকাল: অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩;
প্রকল্প এলাকা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭২১১.১৩ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ৫৪৯৬.০২ লক্ষ টাকা (এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত)।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকার মেঘনা নদীর বামতীরে বড়িকান্দি হতে ধরাভাঙ্গা এমপি বাঁধ পর্যন্ত সংলগ্ন ভুখন্ড ভাঙন হতে জনপদ, ঘরবাড়ি, বসতভিটা, গ্রাম, রাস্তাঘাট, স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, হাট বাজার, সরকারি-বেসরকারি আবাদি জমি, পাকা রাস্তা, সেতু ইত্যাদি স্থায়ীভাবে রক্ষা করা। কৃষি ও অকৃষি খাতে উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও আনুমানিক ৩৭৩৫.০০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রক্ষা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- নদী তীর সংরক্ষণ- ২.১৬৫ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৪২৫ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ০.১৯ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

প্রকল্পের নাম: মেঘনা নদীর ভাঙন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরিঘাট এবং চরভৈরবী এলাকার কাটা খাল বাজার রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩;
প্রকল্প এলাকা: চাঁদপুর;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৯০৪৮.১৭ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ১৫৭২৭.২০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- চাঁদপুর সদর উপজেলার হরিণা-ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকা এবং হাইমচর উপজেলার কাটাখাল-চরভৈরবী এলাকা নদী ভাঙন থেকে রক্ষা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৩.৩৯০ কি.মি.
- এন্ড টার্মিনেশন- ২টি

উপকৃত এলাকা: ৬,৫০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ৩.৫০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নদীতীর সংরক্ষণ: মেঘনা নদী, হরিনা, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর

প্রকল্পের নাম: চট্টগ্রাম জেলাধীন হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলায় হালদা নদীর উভয় তীরের ভাঙন হতে বিভিন্ন এলাকা রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ (২য় সংশোধিত)
বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩;
প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৪৯৭৪.৯৮ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ৩৪৯৭৪.৯৮ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- নদী ভাঙন প্রশমন;
- সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি ও প্রাকৃতি সম্পদ রক্ষা;
- টেকসই আর্থ-সামাজিক এবং টারশিয়ারী সেক্টর উন্নয়ন।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ সমূহ:

- ☛ হালদা নদীর উভয় তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ১৩.৭৪০ কি. মি.; ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ- ১.৭১৫ কি.মি.; বাঁধ নির্মাণ- ৯.৩৭৯ কি. মি.
- ☛ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ- ১৪.৪৪২ কি. মি.; বাঁধ নির্মাণসহ রাস্তা উঁচুকরণ কাজ- ১.৩০৭ কি.মি.; নিষ্কাশন কাঠামো-৫টি

উপকৃত এলাকা: ১২৫০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ১.৩৮ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

হালদা নদীর বাম তীরে বড়ুয়া পাড়া, রাউজান, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের নাম: কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলাধীন খুটাখালী ইউনিয়নের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ভাঙনরোধ (১ম সংশোধিত)
বাস্তবায়নকাল: এপ্রিল, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩; **প্রকল্প এলাকা:** চকরিয়া, কক্সবাজার;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩১৯১.২৫ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ১১৯৩.৭৭ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- খুটাখালী ইউনিয়নের বিশাল জনগোষ্ঠী তথা ২২০০০ একর ক্যাচমেন্ট এরিয়ার জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা দূরীকরণ, সেচ সুবিধা প্রদান করা ও পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা;
- ভরাট হয়ে যাওয়া খাল পুনঃখনন এর মাধ্যমে দ্রুত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করাসহ পরিবেশের ভারসাম্য পুনরুজ্জীবিত করা;
- বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে বিদ্যমান কৃষি উৎপাদন নির্বিঘ্ন করা ও মৎস্য চাষের প্রভূত উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- গ্রাম্য রাস্তা বাঁধে উন্নীতকরণ- ৩.৫০০ কি.মি.; খালের তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ০.৭০০ কি.মি.,
- খাল পুন:খনন ২টি- ৪.৭০০ কি.মি.; রেগুলেটর নির্মাণ- ২টি

উপকৃত এলাকা: ৯০০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ০.৩৫ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

খুটাখালী, চকরিয়া, কক্সবাজার

প্রকল্পের নাম: সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩;

প্রকল্প এলাকা: সিরাজগঞ্জ;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬৩৮১৫.৬৩ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৬১২৪৭.৯১ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- যমুনা নদীর ভাঙন হতে ৩.০০ কি.মি. নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়নসহ বাঁধ নির্মাণ করে ক্রসবার-৩ ও ক্রসবার-৪ এর সংযোগকরণের মাধ্যমে পুনরুদ্ধারকৃত ১০.০০ বর্গকিলোমিটার ভূমি সুরক্ষিত রাখা;
- নদীতীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি, বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম গাইড বাঁধ রক্ষা, শিল্প পার্ক ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ সমূহ:

- স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৩.০০ কি.মি.
- মাটির বাঁধ নির্মাণ কাজ- ৩.০০ কি.মি.
- নদী ড্রেজিং দ্বারা পুনরুদ্ধারকৃত জমি ভরাট- ৪.৬৮ বর্গ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ২৫০০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ৭.০০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত কাজ, সিরাজগঞ্জ

প্রকল্পের নাম: শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত; **প্রকল্প এলাকা:** শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া ও জাজিরা;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৪১৭১৯.০৬ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ১২৯৮২৬.৩২ লক্ষ টাকা (৩০-০৪-২০২৩ পর্যন্ত)।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- শরিয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, ফসলী জমিসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা/সম্পদ নদী ভাঙন হতে রক্ষা;
- প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা;
- নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর প্রবাহ স্বাভাবিক ও মূল চ্যানেল বজায় রাখা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৯.৩৫০ কি.মি.
- সুরেশ্বর দরবার শরীফ সংলগ্ন এলাকায় ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত নদীতীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন- ০.৮৫০ কি.মি.
- এন্ড টার্মিনেশন- ০.১০৪ কি.মি.; নদী ড্রেজিং- ১১.৮০ কি.মি.; খেয়াঘাট নির্মাণ- ৫টি; ব্রীজ নির্মাণ- ১টি

উপকৃত এলাকা: ২৫০০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ৪.০০ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

মুলফতগঞ্জ লঞ্চঘাট, নড়িয়া, শরীয়তপুর

প্রকল্পের নাম: ফরিদপুর জেলার চরভদ্রাসন উপজেলাধীন পদ্মা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং (১ম সংশোধিত)
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩; **প্রকল্প এলাকা:** ফরিদপুর;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৩২০৯.৭২ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৩৩২০৯.৭২ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদী ভাঙনরোধ এবং বন্যার হাত থেকে জনগণকে রক্ষা;
- ফরিদপুর শহর সন্নিকটস্থ সাইনবোর্ড বাজার হতে চরভদ্রাসন উপজেলার বালিয়াডাঙ্গী পর্যন্ত এলাকায় বিদ্যমান সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, চরভদ্রাসন উপজেলা সদর, বিদ্যালয় এবং হাট-বাজার, রাস্তা ও ব্রীজ, ফসলী ও বাসযোগ্য জমি, বসবাসের বাড়ি-ঘর, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা ইত্যাদি নদী ভাঙন থেকে রক্ষা;
- নদী ড্রেজিং দ্বারা নদীর প্রবাহ/নাব্যতা স্বাভাবিক রাখা এবং নদীতীরের ভাঙন প্রশমন করা;
- আনুমানিক ২৬১৯৭৫.০০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রক্ষা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ- ৪.৯৮০ কি.মি.; চর অপসারণের জন্য ড্রেজিং- ১০.০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ১০০০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ০.২৫ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

এমপিডাঙ্গী এলাকা, চরভদ্রাসন, ফরিদপুর

প্রকল্পের নাম: কুমার নদ পুন:খনন (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩; **প্রকল্প এলাকা:** ফরিদপুর সদর, নগরকান্দা, সালথা, বোয়ালমারী ও ভাঙ্গা;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ২১৩২৪.৯১ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ২১৩২৪.৯১ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- কুমার নদ সিস্টেমের ৭৬.৬৩৮ কি.মি.; এক্সকেভেটর দ্বারা এবং ৫৩.৯৯৩ কি.মি.; ড্রেজার দ্বারা পুন:খনন কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের নেট ২৩৫৪০ হেক্টর এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন; বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নাব্যতা ব্যবস্থার উন্নয়ন; বন্যার প্রকোপ কমানো, শস্য/ সম্পদ হানি রোধ করা এবং মানুষের ভোগান্তি কমানো; ২৩৫৪০ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ৩৪১০৪ মে.টন অতিরিক্ত ধান উৎপাদন; পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের দ্বারা খামার/ভূমির উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; প্রকল্প এলাকায় দারিদ্র্যের হার কমানো।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- রেগুলেটর নির্মাণ (৬ ভেন্ট-১.৫০মি. * ১.৮০ মি.)- ১টি, কুমার নদের উৎস মুখ পুন:খনন- ১.৪২০ কি.মি., এক্সকেভেটর দ্বারা কুমার নদ পুন:খনন- ৩.৯৩৫ কি.মি., ড্রেজার দ্বারা কুমার নদ পুন:খনন- ৩৮.৮৯১ কি.মি., মান্দার তলা খাল পুন:খনন- ৯.০৯৫ কি.মি., এক্সকেভেটর দ্বারা মরা কুমার পুন:খনন- ৬২.১৮৮ কি.মি., ড্রেজার দ্বারা মরা কুমার পুন:খনন- ১৫.১০২ কি.মি., মেয়েদের পোষাক পরিবর্তনের ঘরসহ পাকা ঘাটলা- ৬১টি, তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ১৮৭৪.৫০ মিটার

উপকৃত এলাকা: ২৩৫৪০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.৫০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

বোয়ালমারী উপজেলার কাদিরদি এলাকা

প্রকল্পের নাম: আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙন হতে বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার হোসনাবাদ বাজার, লঞ্চঘাট ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষার্থে স্থায়ী নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন

বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩;

প্রকল্প এলাকা: বরিশাল;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪১৮৪.৫৫ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৩৯৫৫.৫২ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকা আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙন হতে রক্ষা করা;
- বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি অবকাঠামো শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, কৃষি-অকৃষি জমি, ফসলাদি, জন সাধারণের ঘরবাড়ি ইত্যাদি আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙন হতে রক্ষা করা;
- আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নসহ এলাকার নিরাপত্তা সাধন।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ২২৭০.০০ মিটার

উপকৃত এলাকা: ৩০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.৫০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নদীতীর সংরক্ষণ, হোসনাবাদ, গৌরনদী, বরিশাল

প্রকল্পের নাম: বরিশাল জেলার সদর উপজেলায় কীর্তনখোলা নদীর ভাঙন হতে চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩;

প্রকল্প এলাকা: বরিশাল সদর, বরিশাল;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৭০৯৮.৬২ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৩৫০৬৮.৯৫ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকার ভাঙনরোধ করা এবং সরকারি বেসরকারি সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বেলতলা সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, ২৩০ কেভি বৈদ্যুতিক সঞ্চালন লাইন, বেলতলা ফেরীঘাট এলাকা, ডক ইয়ার্ড, বাজার, প্রাথমিক/মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ভিটেমাটি, চাষাবাদযোগ্য ভূমি, সড়ক এবং অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি কীর্তনখোলা নদীর ভাঙন থেকে রক্ষা করা;
- প্রকল্প এলাকায় ৫.৬৮৭ কি.মি. নদীতীর সংরক্ষণ এবং ৫.৬০ কি.মি. কীর্তনখোলা নদী ড্রেজিং কাজ;
- নদী ভাঙন হতে আনুমানিক প্রায় ১১১৩১৫.১১ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি রক্ষা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৫.৬৮৭ কি.মি.; নদী ড্রেজিং কাজ -৫.৬০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৫৫০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ২.৫০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নদীতীর সংরক্ষণ, চরবাড়িয়া, সদর উপজেলা, বরিশাল

প্রকল্পের নাম: ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩; **প্রকল্প এলাকা:** যশোর;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৭৯১২.৭৫ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ২১২৯৩.০৬ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- পুন:খনন ও ড্রেজিং এর মাধ্যমে ভৈরব নদী ও এর সংলগ্ন খালসমূহের নিষ্কাশন ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা। ফলে চৌগাছা, যশোর সদর, বাঘারপাড়া, অভয়নগর উপজেলার ২২,০০০ হেক্টর এলাকা উপকৃত হবে;
- ভৈরব নদীর নাব্যতা পুনরুদ্ধার করা;
- মাথাভাঙ্গা ও আপার ভৈরব নদীর মধ্যে উজানের প্রবাহের সংযোগ পুন:স্থাপন করা;
- ভৈরব নদী এবং খালসমূহের পুন:খননের মাধ্যমে সম্প্রসারিত সেচ সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ভৈরব নদী ড্রেজিং- ৪.০০০ কি.মি.; ভৈরব নদী পুন:খনন- ৯২.০০০ কি.মি.; আপার ভৈরব নদী পুন:খনন- ২০.৯২৫ কি.মি.
- দাইতলা খাল- ২২.৭০০ কি.মি.; ৪টি ছোট খাল পুন:খনন (চৌগাছা খাল, শাহাবাচপুর খাল, কাচারীবাড়ি খাল এবং সত্যরাম খাল)- ৩.৮০০ কি.মি.
- ওয়ার্কওয়ে নির্মাণ- ১.৮০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৯০০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ৮.০০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

ভৈরব নদীর কি.মি. ৪২.০০ হতে কি.মি. ৪৪.৫০, বিজয়নগর, যশোর

প্রকল্পের নাম: দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প-২য় পর্যায়

বাস্তবায়নকাল: জুন, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৩; **প্রকল্প এলাকা:** ফরিদপুর, মাগুরা, রাজবাড়ি, নড়াইল, গোপালগঞ্জ;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫২১৫০ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৫২১৫০ (প্রায়) লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- সুবিধাভোগীদের সংগঠিত করে Water Management Group (WMG), Water Management Association (WMA) শীর্ষক সংগঠন তৈরী;
- প্রশিক্ষনের মাধ্যমে WMA/WMG সমূহের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি;
- হাইড্রোলজিক্যাল ইউনিটে বিভক্ত এলাকায় অংশীদারিত্বমূলক (Participatory) সমন্বিত (Integrated) পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রবর্তন;
- সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সুবিধাভোগীদের অংশীদারিত্বমূলক (Participation) বৃদ্ধি ও আয়-বর্ধনমূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;
- প্রকল্প পুনর্বাসন পরবর্তীতে এর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সুবিধাভোগীদের সংগঠন, WMA এর হাতে ন্যস্ত করে প্রকল্প হতে সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো মেরামত/পুনর্বাসন; পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ (নতুন); চেক ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ; ব্রীজ নির্মাণ
- ☛ সেচ/ড্রেনেজ ইনলেট/আউটলেট নির্মাণ; WMO ট্রেনিং সেন্টার; আর্সেনিক মুক্ত ডিপটিউবওয়েল; বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ
- ☛ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ; খাল/নদী পুন:খনন; নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ; প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর ভবন নির্মাণ
- ☛ যশোরে পরিদর্শন বাংলো নির্মাণ; বিটুমিনাস রোড কার্পেটিং/এইচবিবি

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ, গোপালগঞ্জ

২০২১-২২ অর্থ-বছরে
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক
সমাপ্তকৃত প্রকল্প

সমাপ্তকৃত প্রকল্প সংখ্যা : ২১টি
সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের ব্যয় : ৪৮২৪.৫৩ কোটি টাকা

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের অবস্থানঃ

ক্রমিক	অবস্থান	সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা	৪
২	পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, কুমিল্লা	২
৩	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, চট্টগ্রাম	৪
৪	উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর	১
৫	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, রাজশাহী	১
৬	পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, ফরিদপুর	২
৭	দক্ষিণাঞ্চল, বাপাউবো, বরিশাল	৫
৮	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, খুলনা	২

প্রকল্পের নাম: বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) প্রকল্প (২য় সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০২২; **প্রকল্প এলাকা:** ঢাকা, গাজীপুর এবং টাঙ্গাইল;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ১১২৫৫৯.৩৩ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৮৯২৪৬.৪০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- নিউ ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশাই-তুরাগ নদী খননের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে যমুনা নদী হতে পানি সরবরাহ নিয়ে বুড়িগঙ্গা নদীতে পানি প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে পানির দূষণ সহনীয় পর্যায়ে কমিয়ে আনা এবং নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা;
- বুড়িগঙ্গা নদীসহ ঢাকা মহানগরীর চারপাশের প্রবাহমান নদীগুলোতে সারা বছরব্যাপী নৌযান চলাচলের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় গভীরতা নিশ্চিত করা;
- সেচ ও মৎস্য উন্নয়ন;
- সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- সেডিমেন্ট বেসিন ও গাইড বাঁধ নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ: ৮৫ হেক্টর; গাইড বাঁধ নির্মাণ (স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ): ১.৫৩ কি.মি.
- নদী ড্রেজিং কাজ; (ম্যানুয়েল লেবার/ এক্সকেভেটর দ্বারা: ৫৫.৯১ কি.মি.; ড্রেজার দ্বারা: ৮০.২৫ কি.মি.)
- সেডিমেন্ট বেসিন নির্মাণ: ৪৩.৪০ লক্ষ ঘ.মি.; সেডিমেন্ট বেসিনের সংরক্ষণ কাজ (স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ): ১.৫০ কি.মি.
- পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন ড্রেজিং: ৫৪.৫০ কি.মি.; সেডিমেন্ট বেসিনের জন্য পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং: ৩৬.৪৭ লক্ষ ঘ.মি.

উপকৃত এলাকা: ৩০,০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ৫.০০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

গাইড বাধঁ, টাঙ্গাইল

প্রকল্পের নাম: ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন চর আলগী ইউনিয়নের চতুর্দিকে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২; **প্রকল্প এলাকা:** গফরগাঁও, ময়মনসিংহ;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫০০৫.৯১ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৪৪৮২.৭১ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- চর আলগী ইউনিয়ন রক্ষার্থে ব্রক্ষপুত্র নদের বামতীরে প্রায় ২২.৯০২ কি.মি. দৈর্ঘ্যের বেড়ীবাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকা বন্যা মুক্ত করণসহ জনমনে নিরাপত্তা বলয় তৈরী করা;
- প্রকল্প এলাকার অভ্যন্তরে বিদ্যমান নাককাটা খাল, নাককাটা মরা নদী ও চরকাটিহারী খালের প্রায় ২৮.০০ কিলোমিটার পুন:খননের মাধ্যমে এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং শুষ্ক মৌসুমে সেচ সুবিধা নিশ্চিত করে ফসল উৎপাদনে বৃদ্ধি করা;
- ১৪টি (৩-ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ- ২টি, ২-ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ- ২টি, ১টি ইনলেট ও ৯টি আউটলেট) পানি অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে পানি ধরে রেখে সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা এবং বর্ষাকালে নদীর পানি প্রকল্প এলাকায় প্রবেশ রোধ করা;
- আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, এলাকার নিরাপত্তা ও জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ বাঁধ নির্মাণ: ২১.৪০২ কি.মি.; খাল পুন:খনন: ২৮.০০০ কি.মি.; রেগুলেটর নির্মাণ: ৪টি; অন্যান্য পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ/ মেরামত: ১০টি

উপকৃত এলাকা: নান্দাইল উপজেলার চর বেতাগৈর, ত্রিশাল উপজেলার বালিপাড়া ও কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলার জিনারী ইউনিয়নের ৪৬১০ হেক্টর (গ্রস এরিয়া) এলাকার পানি নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং প্রায় ৩৮২৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

৩-ভেন্ট রেগুলেটর, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ

বেড়ী বাঁধ নির্মাণ, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ

প্রকল্পের নাম: টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার অর্জুনা নামক এলাকাকে যমুনা নদীর ভাঙন হতে রক্ষার্থে নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
বাস্তবায়নকাল: অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২; **প্রকল্প এলাকা:** টাঙ্গাইল;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩২০৮৫.৯১ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ২৬২৭৬.৩৩ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- যমুনা নদীর বামতীরে টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার অর্জুনা নামক এলাকায় কি.মি. ০.৬৪০ হতে কি.মি. ৬.৪৯ পর্যন্ত ৫.৮৫ কি.মি. তীর প্রতিরক্ষা কাজ এবং ৬.১২৫ কি.মি. ড্রেজিং কাজের মাধ্যমে ১৫০০০ হেক্টর এলাকাকে যমুনা নদীর ভাঙন হতে রক্ষা করা;
- অর্জুনা নামক এলাকায় তীর প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে ভূঞাপুর-তারাকান্দি বাঁধ কাম রাস্তাকে রক্ষা করা;
- অর্জুনা নামক এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট, বসতবাড়ি ও ফসলী জমি রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ: ৫.৮৫০ কি.মি.; নদী ড্রেজিং/পুন:খনন: ৬.১২৫ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ১৫০০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ২.১৩ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প কাজ, অর্জুনা, ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল

প্রকল্পের নাম: নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় ডিংগাপোতা হাওরের অভ্যন্তরে খাল পুন:খনন ও ফসল পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২; **প্রকল্প এলাকা:** মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৩৪৯.১৯ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৪৫১৩.৪৩ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রায় ৭০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি;
- ৬৪৬০ হেক্টর জমির বোরো, ৪০ হেক্টর জমির সরিষা, ৫০ হেক্টর জমির শীতকালীন সবজি, ৫০ হেক্টর জমির মরিচ/মিষ্টি কুমড়া ও অন্যান্য ফসল উৎপাদনের জন্য শুষ্ক মৌসুমে সেচ সুবিধা প্রদান এবং জমির ফসল যেন কৃষককুল হাওর হতে দ্রুত এবং কম খরচে নিরাপদ স্থানে আনতে পারে;
- ১০০৬০টি কৃষক পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে;
- প্রকল্প এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আগাম বন্যার কবল হতে ইরি-বোরো ফসল রক্ষা করা এবং অধিক ফসল উৎপাদন ত্বরান্বিত করা;
- প্রকল্প এলাকায় প্রতি বছর ১০৮ কোটি টাকার ফসল, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা করাসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা;
- কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ খাল পুন:খনন- ৬৫.২১৫ কি.মি.; ডুবন্ত সড়ক- ৫.২৬৭ কি.মি. (পূর্ণ), ২.৪২৩ কি.মি. (আংশিক); আরসিসি ড্রেইন- ০.৯২৬ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৭০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.১০ লক্ষ কৃষক পরিবার

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

ভেড়াখালী খাল পুন:খনন পরবর্তী স্থির চিত্র, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা

প্রকল্পের নাম: কুমিল্লা জেলার পুরাতন ডাকাতিয়া-নতুন ডাকাতিয়া নদী সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
বাস্তবায়নকাল: অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২; **প্রকল্প এলাকা:** কুমিল্লা;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৯৮৯.৪৬ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৪৩৮২.৮৫ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- পুরাতন ডাকাতিয়া ও নতুন ডাকাতিয়া নদী এবং তৎসংলগ্ন বিদ্যমান খালসমুহ পুনঃখননের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন করে জলাবদ্ধতা দূর করা এবং অনাবাদী জমিগুলো আবাদযোগ্য করা;
- ভরাট হয়ে যাওয়া নদী পুন:খনন/ড্রেজিং এর মাধ্যমে নৌ চলাচল সুবিধা সৃষ্টি করার মাধ্যেমে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা, জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ পরিবেশের ভারসাম্য পুনরুজ্জীবিত করা;
- পুরাতন ডাকাতিয়া ও নতুন ডাকাতিয়া নদী হতে সংযোগ খালসমুহের মাধ্যমে মিঠা পানি প্রকল্পের ভিতরে প্রবেশ করানো এবং ফসলী জমিতে সেচ প্রদানের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন এবং গৃহস্থালি কাজে ব্যবহার করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ০.৯৬৫ কি.মি.; বাঁধ নির্মাণ- ৪.৩০০ কি.মি.; বাঁধ পুনর্বাসন/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ- ৫.১০০ কি.মি.
- খাল পুন:খনন- ৯৭.৯৮৮ কি.মি.; ভবন নির্মাণ- ১টি

উপকৃত এলাকা: ৩০,০০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ৩.৫০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

কাকড়ী নদী, কৃষ্ণপুর, চৌদ্দগ্রাম

প্রকল্পের নাম: লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলায় রহমতখালী খাল এবং রায়পুর উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর ভাঙন রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২; **প্রকল্প এলাকা:** লক্ষ্মীপুর;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪০২৭.৭১ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৩৭৭৮.২৬ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার কালীরচর রহমত খালী খালের পাড় ও রায়পুর উপজেলার মোল্লার হাট সংলগ্ন বাজার, কৃষিজমি, স্কুল কলেজ, মাদ্রাসা, বসতবাড়ি, সরকারি ও বেসরকারি মূল্যবান অবকাঠামো রক্ষা করা;
- প্রকল্প এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- খাল পুনঃখননের মাধ্যমে দ্রুত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা, নৌ চলাচল সুবিধা সৃষ্টি করার মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি;
- প্রকল্পভুক্ত এলাকা নদী/ খালের পাড় ভাঙন হতে রক্ষা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ২.৫০০ কি.মি.; বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ/ প্রতিরক্ষা- ০.৭০০ কি.মি.
- নদী ড্রেজিং/ পুন:খনন- ১.৫০০ কি.মি.; স্পার নির্মাণ- ২৫টি (permeable)

উপকৃত এলাকা: ২২,৫০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ২.২১ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

রহমতখালী খালের ডান তীর সংরক্ষণ, লক্ষ্মীপুর

প্রকল্পের নাম: চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: মে, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২; **প্রকল্প এলাকা:** চট্টগ্রাম;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৯৩৬০.৬৯ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ২৮৩১৩.৩৫ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এলাকার পোল্ডার নং- ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর অধীনস্থ ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের স্থায়ী পুনর্বাসনের মাধ্যমে পোল্ডারসমূহকে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ত পানি অনুপ্রবেশ হতে রক্ষা করা;
- ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহ (২.০০ কি.মি. বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, ৯.৯০ কি.মি. বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ ও ঢাল সংরক্ষণ এবং ৩.৮৪৮ কি.মি. নদীতীর প্রতিরক্ষা) টেকসই করণের মাধ্যমে গ্রস ১৫৯০১ হেক্টর এবং নীট ১২৭২১ হেক্টর এলাকায় কাঙ্ক্ষিত সুবিধা প্রদান করা;
- প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৮৪৮ কি.মি.; বাঁধ পুনর্বাসন/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ- ২.০০ কি.মি.; বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ/ প্রতিরক্ষা- ৯.৯০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ১৫৯০১ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ছনুয়া, খানখানাবাদ, গন্ডামারা, বাহারছড়া, সাধনপুর ইউনিয়নের জনগণ এ প্রকল্পের ফলে সরাসরি উপকৃত হয়েছেন। পরোক্ষভাবে এ প্রকল্পের উপকারভোগী সমগ্র বাঁশখালী উপজেলাবাসী।

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ ও ঢাল সংরক্ষণ কাজ, কদমরসুল, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম

প্রকল্পের নাম: চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ এর ভাঙন প্রবণ এলাকায় স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২; **প্রকল্প এলাকা:** চট্টগ্রাম;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ২১৯৩০.৮৩ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ১৯৯১৩.৯৪ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- সমুদ্রের বুকে বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট নিম্নচাপ, জলোচ্ছ্বাস, লোনা পানি প্রবেশ রোধ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে বাপাউবো'র অবকাঠামো পোল্ডার-৭২ কে রক্ষা করা;
- সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস হতে প্রকল্প এলাকা রক্ষা করে প্রাকৃতিক সুবিধা বৃদ্ধি করে টেকসই আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা;
- মধ্যমেয়াদি পুনর্বাসন কার্যক্রম সচলকরণ।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- বাঁধ পুনর্বাসন/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ- ১১.০০০ কি.মি.
- বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ/ প্রতিরক্ষা- ৯.৮০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: পোল্ডার-৭২ এর অন্তর্গত ১৮০০০ হেক্টর এলাকা
উপকৃত জনগণ: সন্দ্বীপ উপজেলার রহমতপুর, হরিষপুর, মাইটভাঙ্গা, মগধরা, সারিকাইত ইউনিয়নের জনগণ এ প্রকল্পের ফলে সরাসরি উপকৃত হয়েছেন। পরোক্ষভাবে এ প্রকল্পের উপকারভোগী সমগ্র পোল্ডার-৭২ এর অভ্যন্তরে বসবাসরত সন্দ্বীপ উপজেলাবাসী।

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

বাঁধ পুনর্বাসন ও ঢাল সংরক্ষণ কাজ, মগধরা, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম

প্রকল্পের নাম: চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি ও হাটহাজারী উপজেলায় হালদা নদী ও ধুরং খালের তীর সংরক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প

বাস্তবায়ন কাল: অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২; **প্রকল্প এলাকা:** চট্টগ্রাম;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫৬৭৬.৯০ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ১৫২৩৩.২৩ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ফটিকছড়ি উপজেলার ফটিকছড়ি পৌরসভা, নাজিরহাট পৌরসভা ও সমিতিরহাট, রোসাংগিরী, দৌলতপুর, সুয়াবিল, সুন্দরপুর, পাইন্দং, ভুজপুর, নারায়ণহাট ও কাঞ্চনগর ইউনিয়ন এবং হাটহাজারী উপজেলার ফরহাদাবাদ ইউনিয়ন এলাকাকে হালদা নদী ও ধুরং খালের ভাঙন হতে রক্ষা করা;
- ফটিকছড়ি উপজেলার ফটিকছড়ি পৌরসভা, নাজিরহাট পৌরসভা ও সমিতিরহাট, রোসাংগিরী, দৌলতপুর, সুয়াবিল, সুন্দরপুর, পাইন্দং, ভুজপুর, নারায়ণহাট ও কাঞ্চনগর ইউনিয়ন এবং হাটহাজারী উপজেলার ফরহাদাবাদ ইউনিয়ন এলাকাকে নিরাপদ বন্যামুক্ত এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা;
- স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য কৃষি নিশ্চিত করে দারিদ্র্য দূরীকরণ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং কর্মের সুযোগ তৈরি করা;
- টেকসই নদী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নদীর গতিপথের প্রবাহ স্বাভাবিক রাখা;
- সামাজিক নিরাপত্তাসহ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৯.১৫০ কি.মি.; বাঁধ নির্মাণ- ১১.৫৭০ কি.মি.; বাঁধ পুনর্বাসন/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ- ৩৪.৬৩০ কি.মি.;

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

হালদা নদী, আরবান আলী বাড়ী, চট্টগ্রাম

প্রকল্পের নাম: কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় শাহপরীর দ্বীপের পোল্ডার-৬৮ এর বাঁধ পুন:নির্মাণ ও প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২; **প্রকল্প এলাকা:** কক্সবাজার;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫১৮৮.৯০ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ১৪৯৬৮.২৩ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত আবাদী জমিসমুহকে লোনা পানি হতে রক্ষা এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনাসমূহকে প্রতিনিয়ত জোয়ারের পানিতে নিমজ্জিত হওয়া/ ঢেউয়ের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করা। এছাড়া টেকনাফ উপজেলায় পরিকল্পিত সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সার্বিকভাবে এলাকায় কৃষি উন্নয়নসহ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ১.৫৬০ কি.মি.
- বাঁধ পুনর্বাসন/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ- ৩.০৩৫ কি.মি.
- বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ/ প্রতিরক্ষা- ২.৮৮৫ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৩৩৫০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ০.৫০ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

টেকনাফ, কক্সবাজার

প্রকল্পের নাম: যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবরসহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২; **প্রকল্প এলাকা:** গাইবান্ধা;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩১৪৯৬.৮০ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ২৬৭৩৪.৫৯ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- গাইবান্ধা সদরের বাগুড়িয়াতে ৪৩০.০০ মিটার, ফুলছড়ি উপজেলাধীন বালাসীঘাটে ভাটির অংশে ইন্ডটার্মিনেশনসহ ১৩৭৬.৪০ মিটার, রতনপুর-সিংড়িয়া-কাতলামারী এলাকায় উজান অংশে ইন্ডটার্মিনেশনসহ ২৩৫২.৮২ মিটার, ফুলছড়ি উপজেলাধীন গণকবর এলাকায় ৭০০.০০ মিটার এবং গণকবর ক্রসবারে ১০০০.০০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজসহ মোট ৫,৮৫৯ মিটার নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ সম্পাদন করে আনুমানিক ৪০০ হেক্টর আবাদী জমি রক্ষাসহ ভাঙন কবলিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা করা;
- গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীরবর্তী এলাকায় ২২.৫১ কি.মি. বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ;
- ফুলছড়ি উপজেলায় যমুনা নদীর ভাঙন হতে ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের গণকবর রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৫.৮৫৯ কি.মি.; বাঁধ পুনর্বাসন/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ- ২২.৫১০ কি.মি.; নদী ড্রেজিং/ পুন:খনন- ৬.৩২০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ২০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.৬৫ লক্ষ

প্রকল্প এলাকায় কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের স্থিরচিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

গণকবর, সদর উপজেলা, গাইবান্ধা

প্রকল্পের নাম: জয়পুরহাট জেলার তুলশীগঙ্গা, ছোট যমুনা, চিড়ি ও হারাবতি নদী পুন:খনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
বাস্তবায়নকাল: মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২; **প্রকল্প এলাকা:** জয়পুরহাট;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩৬৪৭.৪৪ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ১২৭০৮.২৩ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রায় ৫৭০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবধিা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- নদীগুলোর পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বৎসর ব্যাপি সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা;
- নদীগুলোর পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বন্যা ঝুঁকি কমিয়ে আনা;
- পুন:খননের মাধ্যমে উল্লেখিত নদীগুলো পুনরুজ্জীবিত করা;
- নদীগুলোতে নাব্যতা বৃদ্ধির দ্বারা নৌ চলাচলের মাধ্যমে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন;
- অতীতে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহকে আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ বাঁধ পুনর্বাসন/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ- ৩০.৬৭০ কি.মি.; নদী ড্রেজিং/ পুন:খনন- ১৩০.৩৫০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৫৭০০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ২.০০ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

তুলশীগঙ্গা নদী: বিলের ঘাট, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট

প্রকল্পের নাম: ফরিদপুর জেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
বাস্তবায়নকাল: মার্চ, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২; **প্রকল্প এলাকা:** ফরিদপুর জেলার সদরপুর ও ভাঙ্গা;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৩০৪৭.৫৭ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ২৯৯৯৮.৫৫ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদী ভাঙনরোধ এবং বন্যার হাত থেকে স্থানীয় জনগণকে রক্ষা করা;
- বিদ্যালয়, হাট-বাজার, রাস্তা, ফসলী জমি, বসবাসের বাড়ি-ঘর এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা ইত্যাদি নদী ভাঙন থেকে রক্ষা করা;
- প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা;
- নদী ড্রেজিং দ্বারা নদীর প্রবাহ/নাব্যতা স্বাভাবিক রাখা এবং নদীর তীরের ভাঙনরোধ।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৫.৮৩৮ কি.মি.; নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন- ৭.৭০০ কি.মি.
- ☛ ঘাট- ৫টি

উপকৃত এলাকা: ৮০০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ০.২০ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

জিক্কার মোড়, সদরপুর, ফরিদপুর

প্রকল্পের নাম: রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত)
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২;
প্রকল্প এলাকা: রাজবাড়ী;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৭৬২৮.১২ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ৩৭৫৬১.৪২ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রচন্ড ভাঙন প্রবণ নদীতীরে ৪.৫০০ কি.মি. নতুন স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ নির্মাণ এবং ২.৫০০ কি.মি. ক্ষতিগ্রস্ত কাজ মেরামতের মাধ্যমে রাজবাড়ী শহর এবং ফরিদপুর-বরিশাল এফসিডি প্রকল্প (রাজবাড়ী ইউনিট) পদ্মা নদীর ভাঙন হতে রক্ষা করা;
- ফরিদপুর-বরিশাল এফসিডি প্রকল্প (রাজবাড়ী ইফনিট) এর ক্যাচমেন্ট এলাকা ১৮০০০ হেক্টর।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৭.০০০ কি.মি.; নদী ড্রেজিং/ পুন:খনন- ৮.৩০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ১৮০০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ০.৩৫ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

রাজবাড়ী

প্রকল্পের নাম: বরিশাল জেলার সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোল্ডার পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২; **প্রকল্প এলাকা:** বরিশাল;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৫৬৯.৩৪ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৩৭৯৪.৫০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকায় উচ্চ জোয়ারের প্রভাবে সৃষ্ট বন্যা এবং লবণাক্ততা রোধ করা।
  - ☛ প্রকল্প এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যমান নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নতি করে জলাবদ্ধতা নিরসন এবং সেচ কার্যের উন্নয়নের মাধ্যমে এলাকাবাসীর জান-মাল রক্ষা, খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ সেচ অবকাঠামো পুন:নির্মাণ (ইনলটে, ৬০০ মি.মি. ডায়া)- ২৪ টি
- ☛ পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো মেরামত (ক্ষতিগ্রস্থ স্লুইস ও রেগুলেটর মেরামত)- ১৩টি
- ☛ বেড়ীবাঁধ মেরামত- ২০.০০ কি.মি.; খাল পুন:খনন- ৪৬.৪২১ কি.মি.

উপকৃত জনগণ: ২.৩০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

সাতলা বাগধা, বরিশাল

প্রকল্পের নাম: মেঘনা নদীর ভাঙন হতে বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া-গোবিন্দপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
বাস্তবায়নকাল: এপ্রিল, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২; **প্রকল্প এলাকা:** বরিশাল;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৮৪১৯.২৭ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৩৭৫৬৮.৯০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো, ৪.৫২৫ কি.মি.; নদীতীর সংরক্ষণ কাজ, ০.৮৭৫ কি.মি.; সিসিটিএফ কর্তৃক সম্পাদিত নদীতীর সংরক্ষণ কাজ শক্তিশালীকরণ, ১.৬০০ কি.মি. নদী ড্রেজিং এবং ২৯৮.০০ মি. টারমিনেশন কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত উলানিয়া, গোবিন্দপুর ও আলীগঞ্জ ইউনিয়নে অবস্থিত আনুমানিক ৩১১৭৩৭.৪০ লক্ষ টাকার সরকারি-বেসরকারি স্থাপনাসমূহ রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৪.৮২৩ কি.মি.
- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ কাজ মেরামত- ০.৮৭৫ কি.মি.
- নদী ড্রেজিং/ পুন:খনন- ১.৬০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৬৫০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ৩.৫০ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

উলানিয়া-গোবন্দিপুর, বরিশাল

প্রকল্পের নাম: পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় ভুবনেশ্বর নদী পুন:খনন এবং পোনা নদী ও ভুবনেশ্বর নদীর ভাঙন হতে বিভিন্ন স্থাপনা/সম্পদ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত);

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২; **প্রকল্প এলাকা:** পিরোজপুর;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৩৯৮.৫৬ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৩১৫৪.২৯ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- পিরোজপুর জেলাধীন ভান্ডারিয়া উপজেলার পোনা নদী ও ভুবনেশ্বর নদীর সংযোগ হতে মজিদা বেগম মহিলা কলেজ পর্যন্ত ভুবনেশ্বর নদীর উভয় প্রান্তে ৩.০০ কিমি প্রতিরক্ষামূলক কাজ;
- ভুবনেশ্বর নদীর ১৩.৩০ কি.মি. পুন: খনন/ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা ও নাব্যতা বৃদ্ধি করা;
- ভুবনেশ্বর নদী পুন:খননের মাধ্যমে ৪ টি ইউনিয়ন (ভিটাবাড়িয়া, ভান্ডারিয়া সদর ও গৌরীপুর এবং শৌলজালিয়া) এবং ভান্ডারিয়া পৌর এলাকায় নৌ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও পরিবেশের উন্নয়নসহ সেচ সুবিধা বৃদ্ধি করা;
- ২৮,৮১২.০০ লক্ষ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৩.০০০ কি.মি.
- ☛ নদী ড্রেজিং/ পুন:খনন- ১৩.৩০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৬১০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.৬১ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

ভুবনেশ্বর নদী, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর

প্রকল্পের নাম: মেঘনা নদীর ভাঙন হতে ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন লর্ডহার্ডিঞ্জ ও ধলিগৌরনগর বাজার রক্ষা প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২;

প্রকল্প এলাকা: লালমোহন, ভোলা;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৯৩৬০.০০ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ৩৪৫৭৪.৮৪ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- নদীতীর সংরক্ষণ এবং বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদী ভাঙনরোধ এবং প্রকল্প এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ;
- নদী ড্রেজিং এর মধ্যমে নদীর পানি পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি তথা নদী ভাঙনরোধ, স্বাভাবিক নাব্যতা সুরক্ষা এবং ইলিশের অভয়ারণ্য সৃষ্টি;
- প্রমত্তা মেঘনা নদীর ভয়াবহ ভাঙন হতে লালমোহন উপজেলার অসংখ্য স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা-মসজিদ, অফিস আদালত, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাটসহ স্থাপনা সুরক্ষা যার বর্তমান মূল্য প্রায় ২১৯৬১১.৭৫ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ২.৮০০ কি.মি.; পুনঃরাকৃতিকরণসহ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ২.৭০০ কি.মি.; মেঘনা নদীতে ড্রেজিং- ৭.০০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ২৫.০০ বর্গ কি.মি.

উপকৃত জনগণ: ২.৪০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

লালমোহন, ভোলা

প্রকল্পের নাম: ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙন হতে বকসী লঞ্চঘাট হতে বাবুরহাট লঞ্চঘাট পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ও ড্রেজিং এবং কুকরী-মুকরী দ্বীপ বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২; **প্রকল্প এলাকা:** ভোলা;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৮৫৭৪.৪৮ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৪৮২৫৮.৫০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- নদীতীর সংরক্ষণ এবং বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদী ভাঙনরোধ এবং প্রকল্প এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ;
- নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর পানি পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি তথা নদী ভাঙনরোধ, স্বাভাবিক নাব্যতা সুরক্ষা এবং ইলিশের অভয়ারণ্য সৃষ্টি;
- প্রমত্তা তেঁতুলিয়ার ভয়াবহ ভাঙন হতে চরফ্যাশন উপজেলার অসংখ্য স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা-মসজিদ, অফিস-আদালত,ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাটসহ স্থাপনা সুরক্ষা যার বর্তমান মূল্য প্রায় ৩০৯৮২৫ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৩.২০০ কি.মি.; পুনঃরাকৃতিকরণসহ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ৩.০০০ কি.মি.
- ☛ তেঁতুলিয়া নদীতে ড্রেজিং-১১.১০০০ কি.মি.; পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো- ৭টি; সেচ অবকাঠামো নির্মাণ- ৬টি

উপকৃত এলাকা: ৩০.০০ বর্গ কি.মি.

উপকৃত জনগণ: ২.৭৫ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

তীর প্রতিরক্ষা, চরফ্যাশন, ভোলা

প্রকল্পের নাম: বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং- ৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
বাস্তবায়নকাল: অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২; **প্রকল্প এলাকা:** বাগেরহাট
প্রাক্কলিত ব্যয়: ২০১৫৪.৩৬ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ১৯৪৭৭.৯৫ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নিট ৩১,৩০০ হেক্টর ও গ্রস ৩৯,১৩০ হেক্টর জমির নিষ্কাশন সুবিধাগুলো উন্নত করে ফসলের সুরক্ষা প্রদান;
- প্রকল্প এলাকায় লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন;
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি; আয়ের উৎস সৃষ্টি; প্রকল্প এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ১.৭৫৮ কি.মি.; নদী ড্রেজিং/ পুন:খনন- ৬০.৪০০ কি.মি.
- খাল পুন:খনন- ১৬৮.০৩৭ কি.মি.; স্লুইস/ রেগুলেটর নির্মাণ/ মেরামত- ২৬টি

উপকৃত এলাকা: বাগেরহাট জেলার বাগেরহাট সদর, মোল্লাহাট, ফকিরহাট, চিতলমারী উপজেলা ও খুলনা জেলার রুপসা উপজেলার প্রায় ৩৯১৩০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ৫.০০ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

পোল্ডার ৩৬/১ এর আওতায় গোদারা ১২-ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ কাজ, বাগেরহাট

প্রকল্পের নাম: বাগেরহাট জেলায় ৮৩টি নদী/খাল পুন:খনন এবং মোংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নব্যতা বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
বাস্তবায়নকাল: ডিসেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২;
প্রকল্প এলাকা: বাগেরহাট;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৮৭৯৪.১৬ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ১৭৫১২.৮৩ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ইন্দো-বাংলাদেশ নৌরুট সচল রাখার স্বার্থে মোংলা ঘষিয়াখালী চ্যানেলের উচ্চহারে পলি পতন হ্রাস করা;
- মোংলা ঘষিয়াখালী চ্যানেলের পার্শ্ববর্তী পোল্ডার নং-৩৪/২ এর নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- সংযোজক চ্যানেলের পলি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মোংলা বন্দরে জলযান চলাচল সহজতর করা;
- প্রকল্প এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সাধন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- বনায়ন, জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্রের উন্নতির জন্য পরিবেশগত উন্নয়ন সাধন।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ নদী/খাল ড্রেজিং/পুন:খনন: ৭৯টি- ২৬৩.০১২ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: বাগেরহাট জেলার মোংলা, রামপাল ও বাগেরহাট সদর উপজেলা
উপকৃত জনগণ: ৪.৫ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

বগুড়া নদী পুন:খনন কাজ, বাগেরহাট

প্রকল্পের নাম: ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২১; **প্রকল্প এলাকা:** সাতক্ষীরা, খুলনা, পটুয়াখালী, বরগুনা;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬৬৩০৭.৯৫ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৬০৩৩৬.৯০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- এলাকাবাসীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পোল্ডারসমূহের টেকসই উন্নয়ন। প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক উন্নয়নে স্থানীয় এলাকাবাসীর সংগঠনগুলো চালিকা শক্তি হিসেবে গড়ে তোলা;
- পোল্ডার এলাকায় বন্যা ও লবণাক্ততা প্রতিরোধ এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
- উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে এলাকাবাসীর আয়, সক্ষমতা এবং জীবনমান উন্নয়ন সাধন। পোল্ডারে Value Chain বিশ্লেষণ করে Business Plan তৈরি করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ গেটসহ ড্রেনেজ রেগুলেটর/স্লুইস নির্মাণ- ৩১টি; গেটসহ ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ- ১৭টি; গেটসহ ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণ- ৮টি
- ☛ গেটসহ ইনলেট/আউটলেট পুনর্বাসন- ২৩৫টি; গেটসহ ড্রেনেজ/ফ্লাসিং রেগুলেটর/স্লুইস পুনর্বাসন- ১৮৬টি; নদীতীর সংরক্ষণ/কম খরচে নদীতীর সংরক্ষণ- ৮.০০ কি.মি.; বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/বাঁধ মেরামত (বিভিন্ন পোল্ডারে)- ৩৩০ কি.মি.; বিকল্প বাঁধ (বিভিন্ন পোল্ডারে)- ২০.৫৮ কি.মি.
- ☛ ইনটেরিয়র ডাইক পুনর্বাসন (বিভিন্ন পোল্ডারে)- ২১ কি.মি.; খাল পুনঃখনন- ৫৪৫ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ১১৯,১২৪ হেক্টর

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

গেটসহ ড্রেনেজ/ফ্লাসিং স্লুইস পুনর্বাসন/মেরামত

২০২০-২১ অর্থ-বছরে
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক
সমাপ্তকৃত প্রকল্প

সমাপ্তকৃত প্রকল্প সংখ্যা : ২৮ টি
সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের ব্যয় : ৪৭০১.৭৮ কোটি টাকা

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের অবস্থানঃ

ক্রমিক	অবস্থান	সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা	৬
২	পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, কুমিল্লা	৩
৩	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, চট্টগ্রাম	৩
৪	উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর	৩
৫	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, রাজশাহী	১
৬	পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, ফরিদপুর	২
৭	দক্ষিণাঞ্চল, বাপাউবো, বরিশাল	৪
৮	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, খুলনা	৫
৯	বৈদেশিক ঋণ সহায়তা প্রকল্প	১

প্রকল্পের নাম: টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর বাম তীরবর্তী গাছ-গাছকুমুল্লী বারপানিয়া এবং নাগরপুর উপজেলার ঘোনাপাড়াসহ বাবুপুর-লাউহাটি প্রকল্প এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১; **প্রকল্প এলাকা:** টাঙ্গাইল

প্রাক্কলিত ব্যয়: ১২৪৮৯.০৫ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ১০৩৬৩.৫১ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ধলেশ্বরী নদীর বাম তীরের ভাঙন হতে বাবুপুর-লাউহাটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ রক্ষা করা এবং টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলাধীন গাছ-কুমুল্লী, বারপাখিয়া এবং নাগরপুর উপজেলাধীন ঘোনাপাড়া এলাকা রক্ষা করা;
- ধলেশ্বরী নদীর বাম তীরের ভাঙনের কবল হতে রক্ষার মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দাগণের জীবন-জীবিকা ও দৈনন্দিন ক্ষুদ্র অর্থনীতিতে সৃষ্ট বিরূপ প্রভাব দূরীভূত করণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা;
- ২.৫৩০ কিলোমিটার প্রতিরক্ষা কাজ (৯৪.২৫ মিটার এন্ড টারমিনেশনসহ) বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার ৩৯৯৯০.০০ লক্ষ টাকার সহায়-সম্পদ ধলেশ্বরী নদীর ভাঙন হতে রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ২.৫৩ কি.মি.; নদী ড্রেজিং- ৭.৪৫ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৪,০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.১৬ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল

প্রকল্পের নাম: জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলাধীন যমুনা নদীর বামতীর সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূয়াপুর-তারাকান্দি সড়ক রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১; **প্রকল্প এলাকা:** জামালপুর;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ২০০৭৬.৭৪ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ২০০৭৬.৪৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ভূয়াপুর-তারাকান্দি বন্যা বাঁধ-কাম-রাস্তা রক্ষা করাসহ কাওয়ামারা, পিংনা ও নলিনীবাজার নামক স্থানে বাস্তবায়িত নদীতীর সংরক্ষণ কাজের সুরক্ষা;
- পিংনা বাজার, রাধানগর ও বাসুরিয়া এলাকায় ৩.২০ কি.মি. নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদী ভাঙনরোধ ও বন্যা প্রতিরোধে মাধ্যমে জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলার প্রায় ১২০০০ হেক্টর এলাকা রক্ষা করা;
- যমুনা নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর প্রবাহের পরিবহন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- নদী ভাঙ্গনরোধ করে প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ পরিবেশগত উন্নয়ন সাধন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ২.৭০ কি.মি.
- ☛ নদী ড্রেজিং- ৬.০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ১২০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.৮০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

সরিষাবাড়ি, জামালপুর

প্রকল্পের নাম: জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় অবস্থিত কুলকান্দি ও গুঠাইল হার্ডপয়েন্টের মধ্যবর্তী বেলগাছা এলাকাটি যমুনা নদীর ভাঙন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১; **প্রকল্প এলাকা:** জামালপুর; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ২৫৩৬০.০৩ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ২৩৬৫৩.০৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- কুলকান্দি হার্ডপয়েন্ট এবং গুঠাইল হার্ডপয়েন্টের মধ্যবর্তী ৫.৩৫ কি.মি. যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার প্রায় ১০০০০ হেক্টর এলাকা রক্ষা করা;
- "যমুনা নদীর বামতীর ভাঙন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানি বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হইতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ফুটানীবাজার-বাহাদুরাবাদ ঘাট সেগমেন্ট এবং হরিণধরা-হারগিলা সেগমেন্টের বাস্তবায়িত প্রতিরক্ষামূলক কাজের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ;
- ড্রেজিং এর মাধ্যমে যমুনা নদীর প্রবাহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- যমুনা নদীর সম্ভাব্য ভাঙন হতে ইসলামপুর উপজেলা শহর রক্ষা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ২.৫০ কি.মি.; নদী ড্রেজিং- ৯.৪০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ১০০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ১.০০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

বেলগাছা, ইসলামপুর, জামালপুর

প্রকল্পের নাম: নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলাধীন হাইজদা বাঁধের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১; **প্রকল্প এলাকা:** নেত্রকোণা; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪৬৯৯.৪১ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৩৯৬৪.৯৬ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কংশ ও ধনু নদীর আগাম বন্যার কবল হতে ইরি-বোরো ফসল ও মূল্যবান সম্পদ রক্ষা করা এবং অধিক ফসল উৎপাদন ত্বরান্বিত করা;
- প্রকল্প এলাকায় প্রতি বছর ৯০.০০ কোটি টাকার ফসল, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ রক্ষা সহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা;
- প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাঁধকে শক্তিশালী করা;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য সংস্থান বাড়ানো এবং প্রকল্প এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি কল্পে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা;
- কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা;
- যাতায়ত ব্যবস্থার উন্নয়নসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ০.৩০ কি.মি.; বাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণ- ৫.৩০ কি.মি.; সিসি ব্লক দ্বারা বাঁধের ঢাল শক্তিশালীকরণ- ৫.৩০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৮০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ১.৫৮ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা

প্রকল্পের নাম: কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলাধীন সাহেবেরচর গ্রাম ও তৎসংলগ্ন এলাকা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরের ভাঙন হতে রক্ষা প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১; **প্রকল্প এলাকা:** হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৮৬০.৭৫ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৪৮৬০.৭৫ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- সাহেবের চর গ্রাম ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর ভাঙন হতে রক্ষা করা;
- তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে নদের বাম তীরে অবস্থিত বিগত বন্যায় ভেঙ্গে পড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রটি পুনর্নির্মাণ এবং শিক্ষা কার্যক্রমের প্রসার;
- বিদ্যমান চর ভূমিতে যেখানে প্রায় ১৫০০ পরিবারের বসবাস, সেটিকে নিরাপদ বন্যামুক্ত এলাকা হিসেবে তৈরি করা;
- নদী ভাঙনের জন্য প্রকল্প এলাকায় পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতির সাথে আর্থ-সামাজিক ক্ষতি হ্রাস করা;
- স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য কৃষি নিশ্চিত করে দারিদ্র্য দূরীকরণ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং কর্মের সুযোগ তৈরি করা;
- নদীর গতি পথ পরিবর্তন প্রতিরোধ করা, সামাজিক নিরাপত্তাসহ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা; পরিবেশের বিরুপ প্রভাব হতে প্রকল্প এলাকার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ১.৭২ কি.মি.; ঘাটলা নির্মাণ- ১টি

উপকৃত এলাকা: ৩.৫০ কি.মি.
উপকৃত জনগণ: ১টি স্কুল কাম বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র, প্রায় ১৫০০ পরিবার
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ

প্রকল্পের নাম: টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১; **প্রকল্প এলাকা:** টাঙ্গাইল; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ২১৫৩৪.৫৩ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ১৬০৮৭.৯৮ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- যমুনা নদীর বাম তীরের ভাঙন হতে টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন কাউলিবাড়ী হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ-কাম রাস্তা, বসত-ভিটা, ফসলী জমি ও স্থাবর-অস্থাবর সহায়-সম্পদ রক্ষাকরণের মাধ্যমে দূর্যোগ প্রতিরোধকরণ;
- নলিন বাজার এলাকায় বাপাউবো'র বাস্তবায়িত প্রতিরক্ষা কাজের কার্যকারিতা ও কার্য সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভূঞাপুর-তারাকান্দি রোড-কাম-বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ রক্ষা করা;
- যমুনা নদীর বাম তীরের ভাঙনের কবল হতে রক্ষার মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দাগণের জীবন-জীবিকা ও দৈনন্দিন ক্ষুদ্র অর্থনীতিতে সৃষ্ট বিরুপ প্রভাব দূরীকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা;
- ৩.০০ কিলোমিটার প্রতিরক্ষা কাজ এবং ৩.৪০ কিলোমিটার যমুনা নদী ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার ৭৪৬৮৬.০০ লক্ষ টাকার সহায় সম্পদ নদী ভাঙন হতে রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৩.০০ কি.মি.; স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজ মেরামত- ০.৪০ কি.মি.; নদী ড্রেজিং- ৩.৪০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ১৫০০০.০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ১.৮৫ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল

প্রকল্পের নাম: লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাঙন হতে রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১; **প্রকল্প এলাকা:** লক্ষীপুর; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ২৪৫১৮.৯০ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ২৩৭৩২.৬৪ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রতি বছর ২৫০-৩০০ মি. নদী ভাঙনের কবল হতে এলাকা রক্ষাকরণ;
- নদী ভাঙনের ফলে পানি উন্নয়ন বোর্ডের পোল্ডার নং ৫৯/২ এবং ৫৯/২(সম্প্রসারণ) এর বাঁধ রক্ষাকরণ;
- লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলাধীন কৃষি জমি, বাজার, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, সড়ক নেটওয়ার্ক, বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি অবকাঠামো নদী ভাঙন হতে রক্ষাকরণ;
- রামগতি ও কমলনগর উপজেলাধীন প্রায় ১৫০০০ হেক্টর এলাকায় পরিবেশগত উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন;
- নদী ভাঙনরোধের মাধ্যমে বৎসরে অতিরিক্ত ৬৫১৬৯ মে.টন খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ ৬৬৬৫.৯০ কোটি টাকার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষাকরণ।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৬.০৭ কি.মি.; স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজ মেরামত- ০.৯১ কি.মি.
- অস্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ০.৪০ কি.মি.; অফিস ভবন কাম পরিদর্শন বাংলো নির্মাণ- ১টি

উপকৃত এলাকা: ৩০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ২.০১ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নদীতীর সংরক্ষণ কাজ, রামগতি, লক্ষীপুর

নদীতীর সংরক্ষণ কাজ, কমলনগর, লক্ষীপুর

প্রকল্পের নাম: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
বাস্তবায়ন কাল: অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১; **প্রকল্প এলাকা:** ব্রাহ্মণবাড়িয়া;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৯৮৫.৭ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ২৯৫২.৭ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- আকাশী-শাপলা ও দীঘা হাওরের বিশাল জলরাশির প্রচন্ড ঢেউয়ের আঘাত থেকে গ্রাম রক্ষা করা;
- হাওরের ফসল আহরণ/সংগ্রহে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- বাঁধ নির্মাণ- ৩.৪৮ কি.মি.
- বাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণ- ০.৬৩ কি.মি.
- বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৪৮ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৪৫০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ০.২০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

প্রকল্পের নাম: ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া ও ফেনী সদর উপজেলাধীন ফেনী নদীর ডান তীর ভাঙন হতে নাঙ্গলমোড়া ও জগৎজীবনপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১; **প্রকল্প এলাকা:** ফেনী;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৬৮১.৪ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৪৫১১.০১ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- নাঙ্গল মোড়া ও জগৎজীবনপুর এলাকাকে ফেনী নদীর ভাঙন হতে রক্ষা করা;
- নাঙ্গল মোড়া ও জগৎজীবনপুর এলাকাকে নিরাপদ বন্যামুক্ত এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা;
- ফেনী নদীর ভাঙন ও নদীর গতিপথ পরিবর্তনে নদী ড্রেজিং কাজ করা;
- নদী ভাঙনের জন্য প্রকল্প এলাকায় প্রায় ৩৮৭০৫.০০ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পদ রক্ষা করা;
- স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য কৃষি নিশ্চিত করে দারিদ্র্য দূরীকরণ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং কর্মের সুযোগ তৈরি করা;
- নদীর গতি পথ পরিবর্তন প্রতিরোধ করা;
- সামাজিক নিরাপত্তাসহ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা;
- পরিবেশের বিরূপ প্রভাব হতে প্রকল্প এলাকার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ২.৬৫ কি.মি.; নদী ড্রেজিং- ০.৯০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৩০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.৫০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নাঙ্গল মোড়া, ছাগলনাইয়া, ফেনী

প্রকল্পের নাম: চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন পুইছড়ি ইউনিয়নের পোল্ডার নং-৬৪/২এ (পুইছড়ি পার্ট) এর পুনর্বাসন ও নিষ্কাশন প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১; **প্রকল্প এলাকা:** চট্টগ্রাম; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১১২৮.৯৬ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৮৬৪.০৩ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকার প্রায় ১৬৬৭ হেক্টর অংশের নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা;
- কৃষি উৎপাদন ও অন্যান্য আয় বর্ধক কার্যক্রমে গতি সঞ্চালন;
- কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন করা;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জানমাল ও ফসল সংরক্ষণ করা;
- পরিবেশ রক্ষাকরণ ও পর্যটন সুবিধা সৃষ্টি করা;
- প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নতির মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে গতি অর্জন;
- সেচ সুবিধার জন্য ১৪.৫০ কি.মি. খাল পুন:খননের মাধ্যমে খালে মিঠা পানির প্রবাহ সঠিক রাখা;
- ১টি ২-ভেন্ট স্লুইস গেট নির্মাণের মাধ্যমে সেচ খালের পানির সঠিক ব্যবস্থাপনা;
- ৯.০০ কি.মি. বাঁধ পুনরাকৃতিকরণের মাধ্যমে ক্ষেতের ফসলকে অনাকাঙ্ক্ষিত বন্যার কবল হতে রক্ষাসহ বাঁধ বরাবর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৯.০০ কি.মি.; খাল পুন:খনন- ১৩.৪২ কি.মি.; স্লুইস গেট নির্মাণ- ১টি

উপকৃত এলাকা: পোল্ডার-৬৪/২এ এর অন্তর্গত ১৬৬৭ হেক্টর এলাকা

উপকৃত জনগণ: পুঁইছড়ি ইউনিয়নের জনগণ এ প্রকল্পের ফলে সরাসরি উপকৃত হয়েছেন

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

বাঁশখালী, চট্টগ্রাম

প্রকল্পের নাম: কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
বাস্তবায়নকাল: অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১;
প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৯৫৪৩.৯৫ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ১৪৪৮০.৭৩ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা নিরসন করা;
- বাঁকখালী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নৌ চলাচলের পথ সুগম করা হয়েছে এবং দূর্যোগপূর্ণ মূহুর্তে সাগরের জেলে নৌকা/ ট্রলার এর নিরাপদ অবস্থানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পোতাশ্রয় হিসেবে বাঁকখালী নদী ব্যবহার করা হয়;
- নদী ভাঙন হতে ঘর-বাড়ি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৪.৬৫ কি.মি.; বাঁধ পুন:নির্মাণ- ৩.০০কি.মি.; বাঁকখালী নদী ড্রেজিং- ২৬.০০ কি.মি.
- খাল পুন:খনন- ১.৫০ কি.মি.; পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ- ১টি

উপকৃত এলাকা: ১৯৪০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ৫.০০ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

বাঁকখালী, কক্সবাজার

প্রকল্পের নাম: কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১;
প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৬২২০.৮২ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৩২০৩১.৭১ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বঙ্গোপসাগরের উচ্চ জোয়ার, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস এবং উপকূলীয় জোয়ার-ভাটা ও ঢেউয়ের কারণে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত কক্সবাজার জেলার অর্ন্তগত পোল্ডার নং-৬৪/২বি, ৬৬/১, ৬৫, ৬৭/বি, ৬৯ (নর্থ/ইষ্ট), ৭০ এবং ৭১ সমূহের বেড়ী বাঁধ সমূহ পুনর্বাসন করা;
- ক্ষতিগ্রস্ত বেড়ী বাঁধসমূহকে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করে পোল্ডারসমূহের কাঙ্ক্ষিত সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;
- মাতামুহুরী নদীর তীর ভাঙনরোধ ও নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য (চর) ড্রেজিং করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ১.৪০ কি.মি.; বাঁধ পুনঃনির্মাণ/ পুনরাকৃতিকরণ- ৫৭.৯৭ কি.মি.; বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ১৩.৫৮ কি.মি.
- মাতামুহুরী নদী ড্রেজিং- ৩.০০ কি.মি.; খাল পুনঃখনন- ১.৫০ কি.মি.; পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনঃনির্মাণ- ২টি

উপকৃত এলাকা: ২০০০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ৭.০০ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

তীর প্রতিরক্ষা কাজ, কক্সবাজার

প্রকল্পের নাম: দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন গৌরীপুর নামক স্থানে খরা মৌসুমে সম্পূরক সেচ প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্ভবা নদীর উপর সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১; **প্রকল্প এলাকা:** দিনাজপুর; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৬২৯৬.৮ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৬২৪৭.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকার গ্রস ৪২০০ হেক্টর আবাদী জমির মধ্যে দিনাজপুর সদর উপজেলার প্রায় ৩৬০০ হেক্টর জমি চাষের আওতায় এনে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- প্রকল্প এলাকায় Ground Water এর উচ্চতা বৃদ্ধি করে সুপেয় পানি এবং গভীর নলকূপগুলোতে সেচের পানি প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা;
- পানির উচ্চতার তারতম্য হ্রাস করে আর্সেনিকের আবির্ভাব/প্রাদুর্ভাব প্রতিহত করা;
- ব্রীজ নির্মাণের মাধ্যমে বিরল উপজেলার সাথে দিনাজপুর সদরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন (দিনাজপুরের সাথে বিরল উপজেলার প্রায় ১৭ কিলোমিটার রাস্তার দৈর্ঘ্য হ্রাস পাবে);
- নদী ও শাখা খালে দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ বৃদ্ধি।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ০.৩০কি.মি.; ৪-ভেন্ট রেগুলেটর কাম উইয়্যার নির্মাণ- ১টি; কানেক্টিং রোড- ০.৫০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৩৬০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.৪০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

সংযোগ সড়ক, সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো, গৌরীপুর, দিনাজপুর

সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো (ভাটি), গৌরীপুর, দিনাজপুর

প্রকল্পের নাম: দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে আত্রাই নদীর অব্যাহত ভাঙন প্রতিরোধ ও নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
বাস্তবায়নকাল: অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১;
প্রকল্প এলাকা: দিনাজপুর;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৫৬৮.৮৪ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ৫২৭৬.৩৯ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার আত্রাই নদীর সর্বমোট ৫.১০০ কি.মি. নদীতীর সংরক্ষণ করে সরকারি বেসরকারি সম্পদের সুরক্ষা করা;
- খানসামা ফায়ার স্টেশন ও ফসলী জমি নদী ভাঙন হতে রক্ষা করা;
- আত্রাই নদীর ডানতীর ঘেষে বীরগঞ্জ-খানসামা সংযোগ স্থাপনকারী ১০ কি.মি. পাকা রাস্তা রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৫.১০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ১০২০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ০.১১ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নদীতীর সংরক্ষণ কাজ, পশ্চিম গোবিন্দপুর, খানসামা, দিনাজপুর

প্রকল্পের নাম: নাটোর জেলার সিংড়া পৌরসভা এলাকা আত্রাই ও নাগর নদীর ভাঙন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়ন কাল: অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১; **প্রকল্প এলাকা:** নাটোর; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪৮০৬.৫১ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৪১৩৬.৫৮ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- নাটোর জেলার সিংড়া পৌর এলাকাকে আত্রাই ও নাগর নদীর ভাঙন হতে রক্ষা করা;
- প্রায় ২৩৩০০.০০ লক্ষ টাকা সমতুল্য বাজার, হাসপাতাল, গোডাউন, মসজিদ, মন্দির, স্কুল, কলেজ, উপজেলা অফিস, পোষ্ট অফিস, দোকান, কবরস্থান, শশ্মানঘাট, সরকারি-বেসরকারি বহু স্থাপনা, ঘর-বাড়ি এবং অন্যান্য সম্পদ নদী ভাঙনের হাত হতে রক্ষা করা;
- কৃষি ও মৎস্য চাষের উন্নয়ন, সামাজিক ও প্রাকৃতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনসহ প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা;
- নদীর মূল প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তন রোধ করে এবং নদীর বাম তীর সুদৃঢ় করে তীরবর্তী ভূমিকে আত্রাই ও নাগর নদীর ভাঙন হতে রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ১.৭১ কি.মি.
- ☛ রিটেইনিং ওয়াল- ১.০০ কি.মি.
- ☛ নদী পুনঃখনন- ১৬.০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: সিংড়া পৌরসভা

উপকৃত জনগণ: ০.৬০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

আত্রাই নদীর বামতীর প্রতিরক্ষা কাজ, নাটোর

প্রকল্পের নাম: সুরেশ্বর খাল খনন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১;
প্রকল্প এলাকা: শরীয়তপুর জেলার সদর, নড়িয়া, ডামুড্যা, গোসাইরহাট, ভেদরগঞ্জ ও জাজিরা উপজেলা এবং মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলা;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫১৯৪.৪৩ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ৪২৮৮.৬১ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- শরীয়তপুর ও মাদারীপুরের প্রায় ৪৫,৭১৪ হেক্টর এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করা;
- শুকনো মৌসুমে ২৮,৬৭৪ হেক্টর চাষাবাদ জমিতে খালের পানি সেচ কাজে ব্যবহার করা;
- সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- মৎস্য সম্পদ রক্ষার্থে খালের উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ খাল পুনঃখনন- ২২৩.৮৪ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৪৫৭১৪ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ৬.৫০ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

সুকুরের মার খাল পুনঃখনন, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর

প্রকল্পের নাম: রাজৈর কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: আগষ্ট, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১; **প্রকল্প এলাকা:** মাদারীপুর সদর,রাজৈর/মাদারীপুর, কোটালীপাড়া/গোপালগঞ্জ;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯৯৯৪.৪৩ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৯১০৮.৭৯ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সচল রাখা;
- ভূ-পরিস্থ্য পানির মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান নিশ্চতকরণ;
- কৃষি পণ্য পরিবহন এবং নৌ-চলাচলের সুবিধা নিশ্চতকরণ;
- লবনাক্ত পানি প্রবেশ প্রতিরোধ করা;
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা;
- মৎস্য চাষে সহায়তা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- জমি অধিগ্রহণ- ২৮.২৫২ হেক্টর, বাঁধ নির্মাণ- ১৪.৩৪ কি.মি., নদী ড্রেজিং- ২.০০ কি.মি., খাল পুনঃখনন- ৪২.৫৩ কি.মি.
- রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি, বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ৪টি, পাইপ ইনলেট- ৩২ টি, পাইপ আউটলেট- ৪ টি, কজওয়ে- ১টি

উপকৃত এলাকা: ৯৬০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.৪০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

রাজৈর-কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকৃত রামনগর বোটপাস সহ রেগুলেটর, গোপালগঞ্জ

রাজৈর-কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় কজওয়ে, গোপালগঞ্জ

প্রকল্পের নাম: ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙন হতে পোল্ডার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১;

প্রকল্প এলাকা: ভোলা;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৫০৬৩.৯০ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ৫৩২৭০.৭৩ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- মেঘনা নদীর ডান তীরে ৮.৯ কি.মি. নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন;
- বিদ্যমান ৯.৩৫ কি.মি. বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আনুমানিক ১৭৪৬৪০.৭৩ লক্ষ টাকার সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি রক্ষা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৮.৯০ কি.মি.
- বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ/প্রতিরক্ষা- ৯.৩৫ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৬৫০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.২৯ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

স্থায়ী বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ, ভোলা

প্রকল্পের নাম: মেঘনা নদীর ভাঙন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে
বাস্তবায়নকাল: ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১;
প্রকল্প এলাকা: ভোলা;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৪৩৯০.৬২ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ৩৩১১৯.১৩ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ৩.৯৫ কি.মি. স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ এবং ৩.৫০ কি.মি. বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ/প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও ইলিশা ইউনিয়নের সরকারি-বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৩.৯৫ কি.মি.
- বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ/প্রতিরক্ষা- ৩.৫০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৭০০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ০.৩০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নদীতীর সংরক্ষণ কাজ, সদর উপজেলা, ভোলা

প্রকল্পের নাম: বরগুনা জেলার উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ কাজের জন্য খাল পুন:খনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: এপ্রিল, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১; **প্রকল্প এলাকা:** বরগুনা; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৬১১৭.৯২ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৫৯৭০.৬৪ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বরগুনা জেলার বামনা, পাথরঘাটা, বেতাগী, তালতলী ও বরগুনা সদর উপজেলায় বাপাউবোর পোল্ডারসমূহের অভ্যন্তরে আবাদী জমিতে সেচের পানি সংস্থান ও পোল্ডার অভ্যন্তরে জীব বৈচিত্র উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন;
- প্রকল্প এলাকায় শস্য নিবিড়তা ২৭% বৃদ্ধি (বর্তমান ২১৮.০০% হতে ২৪৫.০০%) এবং ১৩৫৯৬৩.০০ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য অতিরিক্ত উৎপাদিত হবে;
- পোল্ডার অভ্যন্তরে নৌচলাচল সুবিধার উন্নয়ন;
- খামার আয় বৃদ্ধি এবং কৃষি কাজে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি;
- স্বচ্ছ ও মিষ্টি পানির সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা;
- সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের ফলে বেশী ফসল উৎপাদন ও অন্যান্য আয়ের (মৎস্য, সবজি চাষে) মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- পোল্ডার অভ্যন্তরে খালসমূহে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নয়ন ও গৃহস্থালি প্রয়োজনে পানি সংস্থান;
- প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নয়ন ও জীব বৈচিত্রের বিশেষ করে জলজ প্রাণী কূলের Livelihood এর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- খাল পুনঃখনন- ৩৯৯.৫৪কি.মি.; স্লুইস মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন- ৪২টি

উপকৃত এলাকা: ১৩৬২০৩ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.৫৪ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

পোল্ডার ৪৩/১ এর ঘুঘুমারা খাল পুনঃখনন কাজ, বরগুনা

প্রকল্পের নাম: নদীতীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১; **প্রকল্প এলাকা:** তজুমদ্দিন, ভোলা; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৬০৯৩৮.০৯ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৬০২০২.০২ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ভোলা জেলার তজুমদ্দিন উপজেলাধীন সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা, স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা ও কৃষি জমি মেঘনা নদীর ভাঙন হতে রক্ষাসহ লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ, বিদ্যমান পোল্ডারসমূহের সুরক্ষা এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও কৃষিভিত্তিক কুটির শিল্প প্রসারের মাধ্যমে সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন।
  - নদী ভাঙ্গনরোধ;
  - লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ;
  - খাদ্য নিরাপত্তা;
  - টেকসই পদ্ধতিতে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সরাসরি ভাবে উন্নয়ন সাধন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৬.৫০০ কি.মি.,
- পুনঃরাকৃতিকরণসহ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ৬.৫০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৩০.০০ বর্গ কি.মি.

উপকৃত জনগণ: ২.৭০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নদীতীর সংরক্ষণ কাজ, তজুমুদ্দিন, ভোলা

প্রকল্পের নাম: বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলায় বাংলাদেশ সেনাকল্যাণ সংস্থার নিজ নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এলিফ্যান্ট ব্রান্ড সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ও তৎসংলগ্ন এলাকা পশুর নদীর বাম তীরের ভাঙন থেকে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১; **প্রকল্প এলাকা:** বাগেরহাট; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪৪৪.৫৬ লক্ষ টাকা (১ম সংশোধিত); **প্রকৃত ব্যয়:** ৪৪৪.৫৫ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বাংলাদেশ সেনাকল্যান সংস্থার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এলিফেন্ট ব্রান্ড সিমেন্ট ফ্যাক্টরী এবং তৎসংলগ্ন এলাকা নদী ভাঙন থেকে রক্ষা করা;
- ফ্যাক্টরী অফিস, আবাসিক এলাকাসহ অন্যান্য অবকাঠামো যেমন স্কুল, কলেজ, বাজার ও রাস্তা প্রভৃতি রক্ষা করা;
- নদীর নাব্যতা বজায় রাখা;
- ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক সুফলতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে অবদান রাখা;
- প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত দুঃস্থ পরিবারগুলোর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ০.১৯৫ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: বাগরেহাট জলোর মোংলা উপজেলাধীন বাংলাদেশ সেনাকল্যাণ সংস্থার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এলিফেন্ট ব্রান্ড সিমেন্ট ফ্যাক্টরী এবং তৎসংলগ্ন এলাকা।

উপকৃত জনগণ: ১.৫০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

এলিফেন্ট ব্রান্ড সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর জেটি সংলগ্ন কাজ, বাগেরহাট

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

প্রতিরক্ষা কাজ, বাগেরহাট

প্রকল্পের নাম: ভৈরব ও রূপসা নদীর ভাঙন হতে খুলনা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনাসমূহ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
বাস্তবায়নকাল: অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১;
প্রকল্প এলাকা: খুলনা;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৯৯৫.৫১ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ২৯২৬.৮৬ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ভৈরব নদীর ডান তীরে নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ নির্মাণ ও মেরামতের মাধ্যমে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অফিস, আবাসিক এলাকা, রুজভেল্ট জেটি নদী ভাঙন হতে রক্ষা;
- রূপসা নদীর ডান তীরে নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ নির্মাণের মাধ্যমে খুলনা বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, জেলা জজের বাসভবনসমূহ নদী ভাঙন হতে রক্ষা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ১.০৭৮ কি.মি.; স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজ মেরামত- ০.২১২ কি.মি.; ওয়াকওয়ে নির্মাণ- ০.৭৪৪ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অফিস, আবাসিক এলাকা, খুলনা বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং জেলা জজের বাসভবন সংলগ্ন নদীতীর
উপকৃত জনগণ: ২য় কলামে উল্লিখিত দপ্তরসমূহের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দসহ নদী তীরবর্তী বসবাসরত সাধারণ জনগণ।
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

রূপসা নদীর ডানতীর বরাবর নদীতীর সংরক্ষণ কাজ, খুলনা

প্রকল্পের নাম: সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-৩ এর নাংলা নামক স্থানে ইছামতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১;
প্রকল্প এলাকা: সাতক্ষীরা;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৭০০.৭৯ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ১৫৮৭.০৮ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকাটি সীমান্ত নদীর তীরবর্তী হওয়ায় নদীতীর ভাঙন হ্রাস করা, সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষা ও টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- জিওব্যাগ সরবরাহ, ফিলিং ও ডাম্পিং কাজ, ব্লক প্রস্তুতকরণ এবং সরবরাহ, ডাম্পিং ও প্লেসিং কাজ, মাটির কাজ
- স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ০.৬৬০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৩০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ০.৬০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

সাতলা বাগধা পোল্ডার-৩, সাতক্ষীরা

প্রকল্পের নাম: খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: অক্টোবর, ২০১৩ হতে জুন, ২০২১; **প্রকল্প এলাকা:** খুলনা, নড়াইল, বাগেরহাট;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩০০১৩.২৯ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ২৮৮৯৪.৮১ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- খুলনা এবং নড়াইল জেলার ভুতিয়ার বিল, পদ্ম বিল, বাসুখালী বিল, কোলা বিল, কেটলা বিল, সলিমপুর বিল, কালিয়া বিল এবং সংলগ্ন অন্যান্য বিলের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ;
- বসতবাড়িতে ব্যবহার ও সেচ (Supplementary Irrigation) সুবিধা প্রদানের জন্য চিত্রা ও আঠারোবাকি নদীতে মিঠা পানির জলাধার নির্মাণ করা;
- টিআরএম এর মাধ্যমে নদীর নাব্যতা বজায় রাখা এবং বিলের ভূমি উর্বর পলি দ্বারা উঁচুকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- সমুদ্রের লোনা পানি প্রবেশ থেকে প্রকল্প এলাকা রক্ষা করা;
- কৃষি উৎপাদন ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ত্বরান্বিতকরণ;
- বাজার ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষার্থে নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৪.০৩ কি.মি.; পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ- ১৩.৩৭ কি.মি.; বাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণ- ১.০০ কি.মি.
- নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন- ৭৮.৬৫ কি.মি.; খাল পুনঃখনন- ৫০.০০ কি.মি.; স্লুইস/রেগুলেটর নির্মাণ- ৭টি
- স্লুইস/রেগুলেটর মেরামত- ১০টি; বেইলি ব্রীজ নির্মাণ- ২টি; অস্থায়ী ক্লোজার নির্মাণ- ৩টি

উপকৃত এলাকা: ৩৪৬৭৪ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ১.৫৬ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

গাজীরহাটে নদীতীর সংরক্ষণ কাজ, খুলনা

প্রকল্পের নাম: যশোর জেলার মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলাধীন আপার ভদ্রা নদী, হরিহর নদী, বুড়িভদ্রা নদী ও পার্শ্ববর্তী খালগুলোর জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: মার্চ, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১; **প্রকল্প এলাকা:** যশোর; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৫৩৮০.৮৮ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৪৩৪৮.৯৬ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- আপারভদ্রা নদী, হরহির নদী, বুড়িভদ্রা নদী ও সংযুক্ত খালের নাব্যতা উন্নয়নের মাধ্যমে কেশবপুর ও মনিরামপুর উপজেলার জলাবদ্ধতা পরিস্থিতির উন্নয়ন;
- কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং র্কমসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- নৌ-চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- এছাড়া প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক নির্মিত অবকাঠামো, ডেইরী ফার্ম, মৎস্য খামার, বনায়ন ও সাধারণ জনগণের জানমাল রক্ষা পাবে;
- অবকাঠামো নির্মাণের সময় ভূমিহীন, দরিদ্র্য, অসহায় মানুষ, নারী ও পুরুষ উভয়রে জন্য আয় এবং কর্মসংস্থানরে সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- নদী পুনঃখনন- ৪২.৯৫ কি.মি.; খাল পুনঃখনন- ১৭.৪০ কি.মি.; স্লুইস গেট মেরামত- ১১টি
- পাইপ আউটলেট নির্মাণ- ৫টি; অস্থায়ী ক্লোজার নির্মাণ- ১টি; কালভার্ট- ২টি; ঘাটলা- ৩টি

উপকৃত এলাকা: মনিরামপুর ও কেশবপুর এলাকা

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

বরুলী খালের পোষ্ট-ওয়ার্ক এর স্থিরচিত্র, যশোর

প্রকল্পের নাম: ফ্লাড এন্ড রিভার ব্যাঙ্ক ইরোশন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (ট্রান্স-১) (২য় সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১; **প্রকল্প এলাকা:** মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৮৬৭৪৪.৪৪ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৮০০৯৮.৫৪ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- নদী ভাঙনপ্রবন এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উন্নয়ন;
- বন্যা এবং নদী তীর ভাঙন প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করার মাধ্যমে বন্যা এবং নদীতীর ভাঙনের ঝুঁকি সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা;
- বেশী ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে ঝুঁকি প্রতিরোধ ব্যবস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ১৭.৮০ কি.মি.
- ☛ স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজ মেরামত- ৪.৪০ কি.মি.
- ☛ বাঁধ নির্মাণ- ২১.৩০ কি.মি.
- ☛ রেগুলেটর নির্মাণ- ৪টি
- ☛ পরিদর্শন বাংলো নির্মাণ- ১টি

উপকৃত এলাকা: ১,২২,৪৬১ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ২০.০০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ কাজ, জাফরগঞ্জ, শিবলয়, মানিকগঞ্জের

২০১৯-২০ অর্থ-বছরে
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক
সমাপ্তকৃত প্রকল্প

সমাপ্তকৃত প্রকল্প সংখ্যা : ৭টি
সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের ব্যয় : ১১৫৫.৮৭ কোটি টাকা

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের অবস্থান:

ক্রমিক	অবস্থান	সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা	১
২	পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, কুমিল্লা	১
৩	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, রাজশাহী	২
৪	দক্ষিণাঞ্চল, বাপাউবো, বরিশাল	৩

প্রকল্পের নাম: জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় যমুনা নদীর বামতীর রক্ষাকল্পে হারগিলা নামক স্থানে ক্রসড্যাম নির্মাণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২০; **প্রকল্প এলাকা:** জামালপুর; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৩০৭০.০৭ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ২৪০৬.৩০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার হারগিলা বাজার সংলগ্ন যমুনা নদীর মৃতপ্রায় চ্যানেলের উপর ১২০০ মিটার দীর্ঘ ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে যমুনা নদীর ভাঙন হতে প্রায় ১২০০০ হেক্টর এলাকা রক্ষা করা;
- যমুনা নদীর বক্ষ হতে প্রায় ৮০০ হেক্টর জমি পুনরুদ্ধার করা;
- "যমুনা নদীর বাম তীরের ভাঙন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উলিয়া বাজারে বাস্তবায়িত তীর সংরক্ষণ কাজটি সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি হতে রক্ষা করা;
- দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ অস্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা- ১.২০০ কি.মি.; নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন- ৬.২০০ কি.মি.; ক্রসড্যাম- ১টি

উপকৃত এলাকা: ১২০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.৬০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

ক্রসড্যাম, হারগিলা, ইসলামপুর, জামালপুর

প্রকল্পের নাম: নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সুবর্ণচর উপজেলাধীন স্বর্ণদ্বীপ (জাহাজ্যার চর) এ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ মেঘনা নদীর ভাঙন হতে রক্ষাকল্পে জিও ব্যাগ দ্বারা নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০; **প্রকল্প এলাকা:** নোয়াখালী;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৮৮৬২.৩৬ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৭৮০১.৭৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- নদী ভাঙন থেকে সেনা ক্যাম্প ও ভূমি রক্ষা করা;
- প্রকল্প এলাকার ভিতর হাইড্রলিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা;
- প্রকল্প এলাকাটি সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ও কৃষি কাজের উপযোগী করা;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- নদী ভাঙন থেকে সামরিক ও বেসামরিক অবকাঠামো রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ অস্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা- ৬.০৪২ কি.মি.

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নদীতীর সংরক্ষণ, নোয়াখালী

প্রকল্পের নাম: নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও পানি নিষ্কাশন প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: সেপ্টেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০; **প্রকল্প এলাকা:** নওগাঁ;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪০৭০.০৮ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৩৮৬৯.৯০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- জবাইবিল খালের পানি ধারণ/নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা;
- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা;
- পুনর্ভবা নদীর বামতীরে বাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণ কাজের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (১৪-ভেন্ট); বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণ- ১০.০০ কি.মি.; খাল পুনঃখনন- ১৭.৫৫০ কি.মি.
- ☛ ইনলেট নির্মাণ- ১০টি; এ্যাপ্রোচ বাঁধের উভয় পাশে স্লোপ প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ৮০০ মি:

উপকৃত এলাকা: প্রস্তাবিত প্রকল্পটি নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলার অন্তর্গত। প্রকল্পটি সীমান্ত এরিয়ার নিকটবর্তী। প্রকল্পের গ্রস এরিয়া প্রায় ১৪,৫০০ হেক্টর এবং নেট এরিয়া প্রায় ১১,২০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলার জনগণ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প, সাপাহার ও পোরশা, নওগাঁ

প্রকল্পের নাম: যমুনা নদীর ভাঙন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন খুদবান্দি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০;
প্রকল্প এলাকা: সিরাজগঞ্জ;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৬৪৬০.০০ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ৪২৯৯৪.৩০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- যমুনা নদীর ভাঙন হতে ৫.৯৫৫ কি.মি. নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ ও ব্রহ্মপুত্র নদের ডানতীরে ৪০.০০ কি.মি. বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ মেরামত/নির্মাণসহ বন্যার কবল হতে ২,৭৮,৯৮৭ হেক্টর প্রকল্প এলাকা রক্ষা করা;
- ৪ টি স্পার পুনর্বাসনসহ নদীর ৪.০০ কি.মি. ড্রেজিং এর মাধ্যমে চর অপসারণ পূর্বক নদীর মূল স্রোতধারা পূর্ব পাড়ের দিকে প্রবাহিত করা;
- যমুনা নদীর ডানতীরের মারাত্মক ভাঙন হতে কাজীপুর উপজেলাধীন বাহুকা, শুভগাছা, খুদবান্দি ও সিংড়াবাড়ী এলাকার স্কুল, কলেজ, মসজিদ, বাজার, ইউনিয়ন কমপ্লেক্স, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা, কৃষি জমি, বাসস্থান, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি রক্ষা করা;
- নদীতীর ভাঙনের প্রাকৃতিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে টেকসই আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন করা;
- নদীতীর ভাঙন প্রবণ এলাকা হ্রাস করে আনুমানিক ২৪৭৭৯৭.০০ লক্ষ টাকা মূল্যমানের স্থায়ী সরকারি-বেসরকারি সম্পদ রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ সমূহ:

☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৫.৯৫৫ কি.মি.; বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ ৪০.০০০ কি.মি.; নদী ড্রেজিং- ৪.০০০ কি.মি. এবং স্পার পুনর্বাসন- ৪টি

উপকৃত এলাকা: ২৭৮৯৮৭ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ৫.৫০ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নদীতীর সংরক্ষণ, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ

প্রকল্পের নাম: বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলার ৭নং কাজীর চর ইউনিয়নস্থ বাহাদুরপুর গ্রাম, কয়লা খালের ভাঙন হতে রক্ষা প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০;

প্রকল্প এলাকা: উপজেলা-মুলাদী, জেলা-বরিশাল;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ১০৮০.৯০ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ১০০৩.৯৯ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকার ভাঙনরোধ করা এবং সরকারি-বেসরকারি সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- বাহাদুরপুর গ্রাম, বাজার, উক্ত এলাকায় অবস্থিত গ্রামীণ ব্যাংক, প্রাথমিক/উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, ভিটেমাটি, চাষাবাদযোগ্য জমি, সড়ক এবং অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি, কয়লা নদীর ভাঙন থেকে রক্ষা করা;
- সম্পত্তিসমূহের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৪৮০৯.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা- ৩.২০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ১৬০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.৭০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

প্রতিরক্ষা কাজ, মুলাদী, বরিশাল

প্রকল্পের নাম: মেঘনা নদীর ভাঙন থেকে ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০; **প্রকল্প এলাকা:** চরফ্যাশন, ভোলা;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৭৭৯৭.৫৮ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ২৬৩১০.৮৪ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- নদী ভাঙন রোধ করা;
- লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ করা;
- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- টেকসই পদ্ধতিতে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৩.০০০ কি.মি.; পুনঃরাকৃতিকরণসহ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ৩.০০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ১৮.০০ বর্গ কি.মি.
উপকৃত জনগণ: ১.৯০ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নদীতীর সংরক্ষণ কাজ, চরফ্যাশন, ভোলা

প্রকল্পের নাম: ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাঙন থেকে মনপুরা উপজেলার রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট পর্যন্ত এলাকা রক্ষা এবং তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙন থেকে চরফ্যাশন উপজেলার ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০; **প্রকল্প এলাকা:** মনপুরা ও চরফ্যাশন, ভোলা;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩১৩৫৪.৭৩ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ২৯৪৩৯.৬৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- নদী ভাঙন রোধ করা;
- লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ করা;
- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- টেকসই পদ্ধতিতে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা- ৪.৫৫০ কি.মি.; বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ৪.৫৫০ কি.মি.; নদী ড্রেজিং - ৬.৮০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ২৫.০০ বর্গ কি.মি.

উপকৃত জনগণ: ২.২০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নদীতীর সংরক্ষণ কাজ, মনপুরা, ভোলা

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক
সমাপ্তকৃত প্রকল্প

সমাপ্তকৃত প্রকল্প সংখ্যা : ১৯টি
সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের ব্যয় : ৩২৮৮.৩৪ কোটি টাকা

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের অবস্থান:

ক্রমিক	অবস্থান	সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা	৪
২	পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, কুমিল্লা	২
৩	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, চট্টগ্রাম	২
৪	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, সিলেট	১
৫	উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর	২
৬	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, রাজশাহী	৩
৭	পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, ফরিদপুর	৩
৮	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, খুলনা	১
৯	বৈদেশিক ঋণ সহায়তা প্রকল্প	১

প্রকল্পের নাম: পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৯; **প্রকল্প এলাকা:** ঢাকা মহানগরী; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ২৬০৮২.০০ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ২৬০৩৩.২৯ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- পানি সম্পদ বিষয়ক কাজে নিয়োজিত মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার;
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল সদর দপ্তর পানি ভবনে সংকুলান হওয়ায় আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় বৃদ্ধি পাবে ফলশ্রুতিতে দাপ্তরিক কাজে দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি;
- প্রতিবছর বেসরকারি ভাড়া বাড়িতে বাপাউবোর অফিস ভাড়া বাবদ প্রদেয় প্রায় ৫.৩০ কোটি টাকা সাশ্রয়;
- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ৫টি সংস্থা যেমন: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, যৌথ নদী কমিশন, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর একই অঙ্গনে অবস্থিত হওয়ায় সংস্থাসমূহের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধি, ফলশ্রুতিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বাপাউবোর দপ্তরসমূহ হতে ওয়াপদা ভবনে যাতায়াতে যে সময় এবং কর্মঘন্টা নষ্ট হতো, তা অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে;
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল দপ্তর পানি ভবনে স্থানান্তরিত হওয়ায় জ্বালানীর সাশ্রয় এবং ঢাকা শহরের যানজট সমস্যার আংশিক সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখছে;
- প্রতিটি সংস্থার কারিগরি, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের সমন্বয় সহজে সাধিত হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ দ্বিতল বেজমেন্টেসহ সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ১২ তলা অফিস ভবন নির্মাণ- ১টি (প্রতি ফ্লোর ৩৫,০০০ বর্গফুট)

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

৭২ গ্রীণ রোড, পান্থপথ, ঢাকা

প্রকল্পের নাম: ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় আওরঙ্গবাদ হতে ব্রাহা বাজার ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯; **প্রকল্প এলাকা:** ঢাকা;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ২১৭৬২.০৫ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ১৮৭৯৮.০৯ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন আওরঙ্গবাদ হতে ব্রাহা বাজার ঘাট পর্যন্ত কি.মি. ০.০০ হতে কিমি. ৩.৫০০ = ৩৫০০ মিটার ছাড়াও উজানে ১২৫.৬০ মিটার এবং ভাটিতে ৭৮.৫০ মিটার End Termination সহ তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পদ্মা নদীর ভাঙন হতে ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন আওরঙ্গবাদ থেকে ব্রাহা বাজার ঘাট পর্যন্ত এলাকা রক্ষাকরণ;
- ঢাকা দক্ষিণ-পশ্চিম প্রকল্পের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ কাম পাকা রাস্তা রক্ষা করা;
- প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা দোহার পাকা রাস্তাসহ অনেক মূল্যবান সম্পদ, বাজার-ঘাট, বসত-ভিটা, রাস্তা-ঘাট, ফসলী জমি, বন ও বৃক্ষরাজিসহ অনেক মূল্যবান স্থাপনা নদীর ভাঙন হতে রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা - ৩.৫০০ কি.মি.; নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন - ১.৬০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: দোহার
উপকৃত জনগণ: ১.০০ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র:

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

পদ্মা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প, দোহার, ঢাকা

প্রকল্পের নাম: নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯; **প্রকল্প এলাকা:** নরসিংদী; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৫০৮৫.২৩ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৩৭০১.২ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বাঁধ নির্মাণ করে ৩৯৫০ হেক্টর এলাকায় বর্ষাকালে পাহাড়িয়া নদীর পানি প্রবেশ রোধ করণ সম্ভব হবে;
- ১৬০০ হেক্টর এলাকার জলাবদ্ধতা রোধ এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে;
- সেচ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে অতিরিক্ত ৪০০ হেক্টর জমি চাষের আওতায় আনা সম্ভব হবে;
- পালপাড়া বাজার এলাকায় নদী ভাঙন রোধ করা সম্ভব হবে।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা- ১.৭৫৮ কি.মি.
- বাঁধ নির্মাণ- ৫.৯০০ কি.মি.
- খাল পুনঃখনন- ১১.৯৬০ কি.মি.
- স্লুইস/ রেগুলেটর নির্মাণ/ মেরামত- ৪টি
- পাইপ স্লুইস ও আউটলেট নির্মাণ- ৭টি
- জমি অধিগ্রহণ- ১ হেক্টর

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

৩-ভেন্ট রেগুলেটর, শিবপুর, নরসিংদী

নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ, শিবপুর, নরসিংদী

প্রকল্পের নাম: কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: এপ্রিল, ২০১১ হতে জুন, ২০১৯; **প্রকল্প এলাকা:** কিশোরগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪২৪৭৩.০৭ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৩৫৯৮৯.৮৯ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- শুষ্ক মৌসুমে কালনী-কুশিয়ারা নদীতে নৌ-চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে;
- ভূমিহীন ১,২৫০টি পরিবারের জন্য বন্যামুক্ত নতুন নিরাপদ গ্রাম গড়ে তোলা সম্ভব হবে;
- নদীর দীর্ঘমেয়াদী স্থিতি অবস্থার (Stability) উন্নয়ন করা সম্ভব হবে;
- প্রাক মৌসুমী বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং বর্ষা উত্তর নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষির ক্ষতি কমানো সম্ভব হবে;
- আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নসহ জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হবে;
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিরূপ প্রভাব রোধকরণ সম্ভব হবে;
- দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ সম্ভব হবে।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা- ৩.৫০০ কি.মি., বাঁধ নির্মাণ- ১৯.৬৫০ কি.মি.; নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন- ৪৪.১৯০ কি.মি.
- কম্পার্টমেন্টাল ডাইক- ১৮টি, ক্লোজার- ৩টি; অফিস বিল্ডিং- ২টি, ভিলেজ পাটফর্ম নির্মাণ- ৪টি
- লেভী নির্মাণ- ২৪.০০ কি.মি.; জমি অধিগ্রহণ- ১৬২.৪৩ হেক্টর

উপকৃত এলাকা: ১৬২.৪৪ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ভূমিহীন ১,২৫০ পরিবার
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প এর আওতায় নদীতীর রক্ষা কাজ

বালি সিমেন্ট ব্যাগ ব্যবহার করে অনুয়ারপুর গ্রামরে ভিলেজ প্যাটর্ফম এর স্থর চিত্র

প্রকল্পের নাম: সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে কুমিল্লা জেলার কার্জন খাল ও তৎসংলগ্ন শাখা খালসমূহ পুন:খনন প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯;
প্রকল্প এলাকা: কুমিল্লা;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫১৫.৯১ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ৮৫১.৬২ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- কার্জন খাল ও এর সংযোগ শাখা খালগুলো পুনঃখননের মাধ্যমে রেগুলেটরের উজানে সেচের পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- প্রকল্পের কার্জন খালসহ ২৪টি খাল পুনঃখননের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জলাবদ্ধতার নিরসন করা;
- মৎস্য চাষসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ খাল পুনঃখনন- ১১৫.৬৫০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ২৮০০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ২.০০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

লোনা কাদুটি খাল, ঝলম বাজার, কুমিল্লা

প্রকল্পের নাম: ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া ও ফুলগাজী উপজেলাধীন দক্ষিণ সতর নদীরকূল ও মনিপুর এলাকা মুহুরী নদীর বামতীর ভাঙন হতে রক্ষা প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০১৯;
প্রকল্প এলাকা: ফেনী;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৯৩৩.৭৫ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ১৪৮১.৮৯ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- দক্ষিণ সতর নদীর কূল ও মনিপুর এলাকাসমূহ মুহুরী নদীর বামতীর ভাঙন হতে রক্ষা করা;
- দক্ষিণ সতর নদীর কূল ও মনিপুর এলাকাসমূহ নিরাপদ ও বন্যামুক্ত করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা- ১.৪৫৬ কি.মি.
- ঘাট নির্মাণ- ৪টি

উপকৃত এলাকা: ৮৭.৩৬ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ০.২৫ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ, ফুলগাজী, ফেনী

প্রকল্পের নাম: হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (সিলেট জেলার অংশ)
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৯; **প্রকল্প এলাকা:** সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৮৭২৯.৬৩ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৪৪৪৩৮.২৮ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- হাওর এলাকার আগাম বন্যা হতে হাওরের বোরো ফসল রক্ষা করা;
- হাওর এলাকার প্রধান নদীসমূহের নাব্যতা ও নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- হাওরের অভ্যন্তরীণ খালসমূহের নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নদীগুলোর নাব্যতা বৃদ্ধি করা;

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ- ২৬.৮৫৩ কি.মি.; ডুবন্ত বাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণ- ১৬৭৩.৯৭১ কি.মি.; নদী ড্রেজিং- ১১৬.১২৫ কি.মি.,
- খাল পুনঃখনন- ১৪৬.১০০ কি.মি.; রেগুলেটর নির্মাণ- ১০টি; রেগুলেটর মেরামত- ১১১টি; ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ- ১৫টি,
- ড্রেনেজ আউটলেট- ১২টি; কজওয়ে- ১৩টি; জমি অধিগ্রহণ- ১.০৮ হেক্টর

উপকৃত এলাকা: ৬০০০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ৬.০০ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

বিরাখালী খাল, কানাইঘাট, সিলেট

প্রকল্পের নাম: চট্টগ্রাম জেলাধীন চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার সাংগু ও চাঁদখালী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ প্রকল্প

বাস্তবায়ন কাল: জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯;

প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫০৫৬.৪৯ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ১৩৮৫১.৪২ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- সাংগু, চাঁদখালী ও ডলু নদীর ভাঙন থেকে চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার বসতবাড়ি, কৃষি জমি ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা করা;
- কৃষি উন্নয়ন, সামাজিক ও প্রাকৃতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা ১০.৭৫০ কি.মি.

উপকৃত জনগণ: ৬.০০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ, দিয়ারকূল, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম

প্রকল্পের নাম: চট্টগ্রাম জেলায় বাপাউবো'র আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলের পোল্ডার নং- ৬১/১ (সীতাকুন্ড), ৬১/২ (মিরেশ্বরাই) এবং ৭২ (সন্দ্বীপ) এর বিভিন্ন অবকাঠামোসমূহের ভাঙন প্রতিরোধ, নিষ্কাশন এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পুনর্বাসন প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯; **প্রকল্প এলাকা:** চট্টগ্রাম; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৯৫৩৯.৭৮ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৭৯০৯.১৮ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ভূমিক্ষয়, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস থেকে এলাকাসমূহ স্থায়ীভাবে রক্ষা করা;
- শ্রমিকদের কর্ম সুযোগ বৃদ্ধি করা;
- কর্ম সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন করা;
- কৃষি উৎপাদন ও অন্যান্য আয় বর্ধক কার্যক্রমে গতি সঞ্চালন করা;
- নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- বাঁধ পুনর্বাসন/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ- ৪৭.৪৫০ কি.মি.; বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ/ প্রতিরক্ষা- ২.১৫০ কি.মি.
- খাল পুনঃখনন- ৫৪.৭৪০ কি.মি.; রেগুলেটর নির্মাণ- ৪টি; রেগুলেটর মেরামত- ২০টি

উপকৃত এলাকা: পোল্ডার-৬১/১, ৬১/২ এবং ৭২ এর অন্তর্গত ৪২৬৬০ হেক্টর এলাকা

উপকৃত জনগণ: প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রকল্পের পোল্ডার-৬১/১ (সীতাকুন্ড), ৬১/২ (মীরসরাই) এবং ৭২ (সন্দ্বীপ) এর উপকারভোগী ও অভ্যন্তরে বসবাসরত সকল জনগণ।

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

পোল্ডার ৬১/২ (মিরসরাই অংশ), চট্টগ্রাম

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

পোল্ডার ৬১/২ (মিরসরাই অংশ), চট্টগ্রাম

প্রকল্পের নাম: রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া ও রংপুর সদর উপজেলায় তিস্তা নদীর ডান তীর ভাঙন হতে রক্ষা প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: এপ্রিল, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯; **প্রকল্প এলাকা:** রংপুর;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৬৮৮৩.৮ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ১৫৮৯৭.৩৫ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- তিস্তা নদীর তীরবর্তী ভাঙন প্রতিরোধে টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- বন্যা প্রকোপমুক্ত এলাকা সৃষ্টির মাধ্যমে খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- প্রকল্প এলাকার সন্নিকটে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়ন সাধন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা- ৫.৬৯৬ কি.মি.
- স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজ মেরামত- ৩.৬৭৮ কি.মি.
- নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন- ৪.০০০ কি.মি.
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণ- ৩৫.০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: কচুয়া বাজার, মন্দিরেরপাড়, নোহালী, সাপমারী, চরসাপমারী, সাঙ্গেরপাড়, বাগডোহরা, বৈরাতী-বাগডোহরা, ব্যাংকপাড়া, হাজীপাড়া, পাইকান, সাউদপাড়া, চিলাখাল, গান্নার পাড়, শংকরদহ, ধামুর , ছালাপাক, বিজয় বাঁধ;

উপকৃত জনগণ: ২.৫০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

বড়াইবাড়ী, গঙ্গাচড়া, রংপুর

পশ্চিম কচুয়া, গঙ্গাচড়া, রংপুর

প্রকল্পের নাম: লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলাধীন সাবেক ১১৯নং বাঁশকাটা ছিটমহল এর ঘোষপাড়া, দয়ালটারী ও বোস্টারী এলাকায় ধরলা নদীর বাম ও ডান তীর বরাবর নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯; **প্রকল্প এলাকা:** লালমনিরহাট;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৪৭২.লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ২৩৬৭.৭১ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- সাবেক ১১৯নং বাঁশকাটা ছিটমহলের ২.০৫০ কি.মি. এলাকা ধরলা নদীর মারাত্মক ভাঙন হতে রক্ষা করা;
- ৪.০০ কি.মি. দৈর্ঘ্যে নদী খনন করে খননকৃত মাটি/বালি/পলি দ্বারা নীচু ভূমি ও মাটির রাস্তা উচু করার মাধ্যমে বর্ষা মৌসুমে প্রকল্প এলাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি (বাড়ি-ঘর, কৃষি জমি, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য স্থাপনা প্রায় ৮২৮০.০০ লক্ষ টাকার সম্পদ) বন্যার কবল হতে রক্ষা করা;
- কাঁচা-পাকা রাস্তা নদী ভাঙন হতে রক্ষা করে যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্বহাল করার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নসহ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা- ২.০৫০ কি.মি.
- নদী পুনঃখনন- ৪.০০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৬৯৪০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.৬০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

ধরলা নদীর বাম ও ডান তীর বরাবর নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প কাজ, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট

প্রকল্পের নাম: পদ্মা নদীর ভাঙন হতে রাজশাহী মহানগরস্থ সোনাকান্দি হতে বুলনপুর পর্যন্ত এলাকা রক্ষা প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯;
প্রকল্প এলাকা: রাজশাহী;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৮৬৯০.৮৯ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ২৩৯৬০.৪৯ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ২০.০০ কি.মি. রাস্তা, ২০ কি.মি. বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, ১৫টি ওয়াটার কন্টোল স্ট্রাকচার, ১টি বিওপি, রাজশাাহী সিটি করোপারেশনের বিভিন্ন স্থাপনা, দোকান, হাট-বাজার, মসজিদ-মাদ্রাসা, আম বাগান, ব্রিজ-কালভার্ট, সরকারি-আধাসরকারি অফিস, কৃষি জমি, বাড়ি-ঘর ইত্যাদি পদ্মা নদীর ভাঙন হতে রক্ষার মাধ্যমে প্রায় ১২৬৫০০.০০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রক্ষা করা;
- নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের ফলে পদ্মা নদীর মূল স্রোতধারা পরিবর্তন রোধ করা সম্ভব হয়েছে। ফলে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন ও পবা উপজেলায় নদী ভাঙন রোধ করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা- ৪.৯০৫ কি.মি.
- নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন- ২.৭০৪ কি.মি.
- গ্রোয়েন/ স্পার শক্তিশালীকরণ- ৩টি

উপকৃত এলাকা: ৮০০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ৫.০০ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

পদ্মা নদীর ভাঙন হতে সোনাকান্দি হতে বুলনপুর পর্যন্ত এলাকা রক্ষা প্রকল্প কাজ, রাজশাহী

প্রকল্পের নাম: বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯; **প্রকল্প এলাকা:** বগুড়া;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৩৩৩৭.৯৩ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৩১৭২৮.৪৬ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী, তালুকদারপাড়া, চন্দনবাইশা, রহদহ এবং পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ এলাকার ফসলী জমি, ঘর বাড়ি, স্কুল- কলেজ, মসজিদ- মাদ্রাসা, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা রক্ষাসহ বিআরই বাঁধ রক্ষা করা;
- বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন ভাঙন প্রবণ এলাকার প্রায় ৮০০০ হেক্টর এলাকা যমুনা নদীর ভয়াবহ বন্যার হাত হতে রক্ষা করা;
- এলাকার সামগ্রিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা- ৫.৯০০ কি.মি.
- ☛ জমি অধিগ্রহণ- ৩১.৭০ হেক্টর

উপকৃত এলাকা: ৮০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.৪৫ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজ, সারিয়াকান্দি, বগুড়া

প্রকল্পের নাম: পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (বাপাউবো অংশ)
বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৯; **প্রকল্প এলাকা:** পাবনা; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪৩৯২৬.৮৪ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৩৪৭৯২.৪৫ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বাদাই নদী ও শাখা খালসমূহ পুনঃখনন করে প্রকল্প এলাকায় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;
- তালিমনগর পাম্প স্টেশন ব্যবহার করে বন্যাকালীন ও বন্যা পরবর্তীতে সময়ে প্রকল্প এলাকার ৪৭০০০ হেঃ জমির জলাবদ্ধতা নিরসন করা;
- শুষ্ক মৌসুমে যমুনা নদীর পানি তালিমনগর পাম্প স্টেশনের মাধ্যমে ব্যবহার করে ১৭০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা;
- পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ করে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ প্রবর্তন এবং শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি;
- মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিল পুনঃখনন করে মাছের অভয়াশ্রম তৈরী করা;
- বিল এলাকায় পাকা রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে শস্য পরিবহন ও বাজারজাত করণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন- ৪০.৮৩০ কি.মি.; খাল পুনঃখনন- ৩৮.০৬০ কি.মি.; স্লুইস/ রেগুলেটর নির্মাণ/ মেরামত- ১১টি
- অন্যান্য পানি অবকাঠামো নির্মাণ/ মেরামত- ৫টি; পাম্প হাউজ- ১টি (৮টি পাম্প); ব্রীজ - ২টি; চেক স্ট্রাকচার- ৬টি; জমি অধিগ্রহণ- ৭২.৯৭ হেক্টর

উপকৃত এলাকা: ৬৪০০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ২.৭৭ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

তালিমনগর পাম্প হাউজ, সুজানগর, পাবনা

প্রকল্পের নাম: আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙন হতে হাজী শরিয়তউল্লাহ সেতু সংলগ্ন ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-খুলনা জাতীয় মহাসড়ক রক্ষা প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯;

প্রকল্প এলাকা: শিবচর, মাদারীপুর;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬২৭৩.৪৮ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ৬১৭০.১৫ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- পদ্মা সেতুর এপ্রোচ রোডে অবস্থিত হাজী শরীয়তউল্লাহ সেতু নদী ভাঙন থেকে রক্ষা করা;
- ঢাকা-মাওয়া-খুলনা জাতীয় মহাসড়কটি নদী ভাঙনের হাত থেকে রক্ষাপূর্বক দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ২১টি জেলার সাথে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা;
- নদী ভাঙনের হাত থেকে জনসাধারণের জান-মালের সুরক্ষা নিশ্চিত করা;
- এলাকার জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা- ১.৭৩০ কি.মি.; নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন- ০.৭২০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ১৩০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.০৫ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

হাজী শরীয়তউল্লাহ সেতু সংলগ্ন ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-খুলনা জাতীয় মহাসড়ক রক্ষা প্রকল্পের ডান তীরের গাইড বাঁধ, শিবচর, মাদারীপুর

প্রকল্পের নাম: গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প

বাস্তবায়ন কাল: সেপ্টেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৯; **প্রকল্প এলাকা:** কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ২২৩৬৮.৭৫ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ২১৭৮৬.১৫ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করার জন্য ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

- অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ত্বরান্বিত করা, যেমন- মৎস্য, কুটির শিল্প, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি;
- পানি সম্পদ সুবিধা ব্যবহার করে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা;
- কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা;
- ডাইকের উপর রাস্তার মাধ্যমে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা;
- পরিবেশগত ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ সমূহ:

- ☛ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ০.৯০০ কি.মি.; সেচ খাল পুনঃখনন- ৬০.৫২০ কি.মি.; রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি
- ☛ সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন- ২০১৭টি; সেচ কাঠামো পুনঃনির্মাণ- ৯০টি; বাউন্ডারি ওয়াল- ১.১৫ কি.মি.,
- ☛ সেচ খালের ডাইক পুনঃরাকৃতিকরণ- ৬৬০.৬৪ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ১১৬০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ৫.০০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

ডি-৩কে নিষ্কাশন খাল, ঝিনাইদহ

প্রকল্পের নাম: নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন প্রকল্প

বাস্তবায়ন কাল: জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯; **প্রকল্প এলাকা:** মাগুরা;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪১০৪.২৩ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ২৪৫০.৯৩ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- নদীকে জলাধার হিসেবে ব্যবহার করা;
- সারা বছরব্যাপী বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে ৩০০০.০০ হেক্টর এলাকাব্যাপী সেচ সুবিধা প্রদান;
- নদীর তলদেশ পলিধারা ভরাট হয়ে যাওয়ায় জলাবদ্ধতা এবং বন্যা সমস্যা থেকে উত্তরণ;
- নৌ চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি করা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা;
- পানি প্রবাহের ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদীর নাব্যতা বজায় রাখা;
- প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ সুরক্ষা ও কৃষি পণ্যের ঝুঁকি হ্রাস করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ সমূহ:

☛ নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন- ১১.০০০ কি.মি.; ঘাটলা- ৮টি; রেগুলেটর মেরামত- ১টি

উপকৃত এলাকা: ৩০০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ২.০০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন কাজ, মাগুরা

প্রকল্পের নাম: খুলনা জেলার জলাবদ্ধতা নিরসনে ভদ্রা ও সালতা নদী পুনঃখনন প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯;
প্রকল্প এলাকা: খুলনা;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪২৯৮.৪৭ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ৪১৪১.৮ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতিসহ জলাবদ্ধতা দূর করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন- ৩০.৬৩৮ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৩৯৩৪৬ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ৩.০৬ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

ভদ্রা নদী (ডুমুরিয়া হতে দিঘলিয়া অংশ), খুলনা

প্রকল্পের নাম: চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (বাপাউবো অংশ)
বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮; **প্রকল্প এলাকা:** নোয়াখালী জেলার হাতিয়া, কোম্পানীগঞ্জ, সুবর্ণচর উপজেলা এবং চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলা;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩১৩৪৬.৩৮ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৫২৭৮.১২ লক্ষ টাকা ও পিএ: ২৬,০৬৮.২৬ লক্ষ টাক); **প্রকৃত ব্যয়:** ২৮৯৫১.৯ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- নতুনভাবে জেগে উঠা উপকূলীয় চর অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণ, উন্নত ও অধিকতর নিরাপদ জীবনমান নিশ্চিতকরণ, জলবায়ু পরিবর্তন সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ এবং দরিদ্র্য জনগণের ভূমির উপর আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা বিধান করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য;
- এছাড়া প্রকল্পটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রস্তাবিত কর্মসূচিসমূহ টেকসইকরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি; উপকূলীয় চর উন্নয়ন বিষয়ক উপাত্ত সংগ্রহ, জ্ঞান আহরণ ও ব্যাপ্তি ঘটানো (disseminate) এবং টেকসই পদ্ধতিতে উপকূলীয় চর এলাকার জনগণের সরাসরি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা;
  - ক) সিডিএসপি-৪ এ প্রস্তাবিত কর্মসূচিসমূহ টেকসইকরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;
  - খ) উপকূলীয় চর উন্নয়ন বিষয়ক উপাত্ত ও জ্ঞান সংগ্রহ করা ও ব্যাপ্তি ঘটানো (disseminate);
  - গ) টেকসই পদ্ধতিতে উপকূলীয় চর এলাকার দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সরাসরি উন্নয়ন সাধন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ বাঁধ নির্মাণ- ৭৭.৪৭ কি.মি.; খাল পুনঃখনন/ খনন- ১৫৭.৫০ কি.মি.; ড্রেনেজ স্লুইস নির্মাণ- ৬টি; ভবন নির্মাণ (WMG)- ২৪টি; ক্লোজার- ৬টি

উপকৃত এলাকা: ৩০৭৭৩ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে খাস জমি বিতরণ ১৩৫১৬ হেক্টর, বসতি স্থাপন ২১৫০০ পরিবার (১.৫৫ লক্ষ)
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

নির্মাধীন রেগুলেটর

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নির্মিত রেগুলেটর

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক
সমাপ্তকৃত প্রকল্প

সমাপ্তকৃত প্রকল্প সংখ্যা : ১৬টি
সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের ব্যয় : ১৮২০.১৯ কোটি টাকা

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের অবস্থান:

ক্রমিক	অবস্থান	সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা	৩
২	পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, কুমিল্লা	১
৩	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, চট্টগ্রাম	১
৪	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, সিলেট	১
৫	উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর	২
৬	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, রাজশাহী	৩
৭	পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, ফরিদপুর	৩
৮	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, খুলনা	১
৯	বৈদেশিক ঋণ সহায়তা প্রকল্প	১

প্রকল্পের নাম: জামালপুর জেলার সদর উপজেলাধীন জামালপুর শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত তীর সংরক্ষণ কাজের ডাম্পিং জোন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮; **প্রকল্প এলাকা:** জামালপুর; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ২২১৬.৯৬ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ২১৮০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- জামালপুর শহর সংরক্ষণ প্রকল্পে বাস্তবায়িত সংরক্ষণমূলক কাজের ডাম্পিং জোন শক্তিশালী করার মাধ্যমে জামালপুর জেলা শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীতীর সংরক্ষণ করে নদীর ভাঙনরোধ করা;
- জামালপুর জেলা প্রশাসকের দপ্তর, জিলা স্কুল, সরকারি ডরমেটরি, সেটেলমেন্ট অফিস, পৌর ভবন, ইত্যাদিসহ অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা/সম্পদ নদী ভাঙন হতে রক্ষা করা;
- জামালপুর সদর ও ইসলামপুর উপজেলার মধ্যে সংযোগকারী রাস্তা নদী ভাঙন হতে রক্ষাসহ এলাকাটি বন্যার কবল হতে রক্ষা করা;
- পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহকে মূল স্রোতধারায় ফিরিয়ে আনা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ কাজ মেরামত- ০.৬৫০ কি.মি.
- ☛ নদী ড্রেজিং/ পুনঃখনন- ২.৪০০ কি.মি.; অস্থায়ী ক্রসড্যাম- ০.৫ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ১৬০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.৪৫ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজ, জামালপুর

প্রকল্পের নাম: নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলাধীন মোহনগঞ্জ পৌর এলাকায় শিয়ালজানি খালের উভয় তীরে ২০০০ মিটার দৈর্ঘ্যে সিসি ব্লক দ্বারা আর্মার্ডকরণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮; **প্রকল্প এলাকা:** নেত্রকোনা; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১৭১২.৯৩ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ১৬১০.০১ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- মোহনগঞ্জ পৌর এলাকা রক্ষা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা বৃদ্ধি করা;
- শিয়ালজানি খালের উভয় তীর এবং সংলগ্ন এলাকার উন্নয়ন ও সুরক্ষা;
- শিয়ালজানি খালের উভয় তীরের সরকারি খাস জমি পুনরুদ্ধার করা;
- মোহনগঞ্জ পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা হ্রাস করা;
- দারিদ্র্য হ্রাস এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা;
- খালের উভয় তীরে ওয়াকওয়ে নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধিসহ সৌন্দর্যবর্ধন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ২.০০০ কি.মি.; স্লুইস/ রেগুলেটর নির্মাণ/ মেরামত- ১টি

উপকৃত এলাকা: প্রায় ২ একর খাস জমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে

উপকৃত জনগণ: ১.৪৪ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা

প্রকল্পের নাম: ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন পশ্চিম নারিশা বাজার এবং মেঘুলা বাজার সংলগ্ন পদ্মা নদীর বামতীরে অস্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজ প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮; **প্রকল্প এলাকা:** ঢাকা;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৯৩৪.৭৮ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ১৭২৯.২২ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় পশ্চিম নারিশা বাজার ও মেঘুলা বাজার সংলগ্ন এলাকাকে পদ্মা নদীর ভাঙন হতে রক্ষাকরণ;
- প্রকল্প এলাকার বিপুল সংখ্যক বাড়ি ঘর, শিক্ষা প্রাতিষ্ঠান, বাজার, মসজিদ, কাঁচা-পাকা রাস্তা, ফসলী জমি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ-কাম রাস্তা নদী ভাঙনের হাত হতে রক্ষাকরণ;
- ঢাকা দক্ষিণ-পশ্চিম প্রকল্পের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ-কাম রাস্তা ভাঙন থেকে রক্ষার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকাকে বন্যা মুক্ত রাখা;
- প্রকল্পের অভ্যন্তরে মৎস ও পশু সম্পদ বৃদ্ধিপূর্বক আমিষের অভাব দূরীকরণসহ মৎসজীবীদের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি;
- প্রকল্প এলাকায় কর্ম সংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ সমূহ:

- অস্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা- ২.৩৭৫ কি.মি.; নদী ড্রেজিং/ পুনঃখনন- ১.৮২১ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: দোহার
উপকৃত জনগণ: ১.০০ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

প্রতিরক্ষামূলক কাজ প্রকল্প কাজ, দোহার, ঢাকা

প্রকল্পের নাম: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাস্থ নবীনগর উপজেলার মানিকনগরে তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮;
প্রকল্প এলাকা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৬৪৯.৩৮ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ৩৩৩২.৮৬ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- নদী ভাঙনের হাত হতে মূল্যবান ফসলী জমি, গ্রাম, স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা,বাজার, লঞ্চ ঘাট, পাঁকা/ আধাপাঁকা রাস্তা, মূল্যবান গাছপালা, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা রক্ষা করা। বন্যার প্রভাব হতে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি এবং মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা। সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা;

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ১.২৭৫ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৩২০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ০.১৬ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

মেঘনা নদীর বামতীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

প্রকল্পের নাম: বান্দরবান জেলায় আলীকদম সেনানিবাস এলাকায় মাতামুহুরী নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮;
প্রকল্প এলাকা: বান্দরবান;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৮৯০ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ১৭৮৫.৭৭ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ১২০ হেক্টর জমিসহ ক্যান্টনমেন্ট এলাকা রক্ষা করা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ০.৭০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ১২০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: আলীকদম ক্যান্টনমেন্ট এলাকা এবং স্থানীয় জনসাধারণ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

মাতামুহুরী নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প কাজ, বান্দরবান

প্রকল্পের নাম: মনু নদী সেচ প্রকল্পের আওতাধীন কাশিমপুর পাম্প হাউস পুনর্বাসন

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮; **প্রকল্প এলাকা:** রাজনগর, মৌলভীবাজার;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৮৪১৬ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৮২৯৫.৬৩ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- আগাম বন্যা হতে বোরো ফসল রক্ষা করা;
- বর্ষা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী হাওর এলাকার অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;
- ফসল ও জানমাল রক্ষার্থে বন্যার প্রভাব প্রশমিত করা;
- ফসল ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ অন্যান্য আয় বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রমসমূহকে ত্বরান্বিত করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ পাম্প প্রতিস্থাপন- ৮টি;
- ☛ কন্ট্রোল রুম স্থাপন- ১টি;
- ☛ SCADA প্যানেল বোর্ড স্থাপন- ১সেট;
- ☛ পাম্প হাউস পুনর্বাসন- ১টি;

উপকৃত এলাকা: ২২৬৭২ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ২.০০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কন্ট্রোল রুম ও সাব-স্টেশন, মৌলভীবাজার

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কন্ট্রোল রুমে স্থাপিত নতুন প্যানেলবোর্ড, মৌলভীবাজার

প্রকল্পের নাম: তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১)
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৮;
প্রকল্প এলাকা: রংপুর;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪১৩৩২.৫৭ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ৩৬০১৮.৪৬ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ২০,০০০ হেক্টর আবাদী জমিতে গ্র্যাভিটি পদ্ধতিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে প্রকল্প এলাকার শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে প্রকল্পের পুর্ণাঙ্গ সুবিধাদি অর্জন করতঃ জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখা;
- গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নয়ন।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- খাল পুনঃখনন- ৪২.৩৮০ কি.মি.; অন্যান্য পানি কাঠামো নির্মাণ/ মেরামত- ৫৯টি; ইলেক্ট্রিক ট্রান্সমিশন লাইন- ৩৮ কি.মি.
- ব্রীজ- ১৯ টি; কালভার্ট- ২৬ টি; টার্ণআউট - ৪০টি
- ইন্সপেকশন রোড- ৪৬.৩০ কি.মি.

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

প্রকল্পের নাম: পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন সাবেক নাজিরগঞ্জ ও দইখাতা ছিটমহল এলাকায় করতোয়া নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯; **প্রকল্প এলাকা:** পঞ্চগড়; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ২৪৩৫.৭৪ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ২৩২১.৯৫ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্পটি করতোয়া নদীর সাবেক নাজিরগঞ্জ এবং দইখাতা ছিটমহল এলাকা, যা পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায় অবস্থিত। এই ছিটমহল এলাকাটি পঞ্চগড় জেলার ৩৬টি ছিটমহলের একটি এলাকা। ছিটমহল এলাকাটিতে ১৭২৩টি পরিবারের বসবাস। করতোয়া নদীটি ভারতের জলপাইগুড়ি জেলা হয়ে পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে পঞ্চগড় সদর উপজেলা, বোদা, দেবীগঞ্জ উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলায় আত্রাই নদীতে মিলিত হয়েছে। বর্ষাকালে এই নদী দিয়ে প্রচুর পানি প্রবাহের ফলে সাবেক নাজিরগঞ্জ ও দইখাতা ছিটমহল এলাকায় ভাঙন হয়। গত ১১-০৫-২০১৫ খ্রি: তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়কে ছিটমহলবাসীর জরুরীভিত্তিতে জীবন মান উন্নয়নকল্পে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ১.৬৫০ কি.মি.; নদী ড্রেজিং/ পুনঃখনন- ৫.০০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় প্রায় ২২০ হেক্টর জমি ভাঙনের কবল হতে রক্ষা পেয়েছে।

উপকৃত জনগণ: প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় উক্ত প্রকল্পের নদী তীরবর্তী এলাকাসমূহ করতোয়া নদীর ভাঙন হতে রক্ষা পেয়েছে। সেই সাথে প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। উপরক্ত প্রকল্প এলাকা কৃষি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। প্রকল্প এলাকাটি দেশের খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নাজিরগঞ্জ ও দইখাতা ছিটমহল এলাকায় করতোয়া নদীর ড্রেজিং কাজ, বোদা, পঞ্চগড়

প্রকল্পের নাম: পদ্মা নদীর ভাঙন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: সেপ্টেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৮;
প্রকল্প এলাকা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৮০১১.৮০ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ২৬৬৩১.৬৫ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ৬২২০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন, ফলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার শাহজাহানপুর, আলাতুলী, দেবীনগর ও তৎসংলগ্ন এলাকার মূল্যবান স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ (সরকারি/বেসরকারি) রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৭৩০০০.০০ লক্ষ টাকা;
- জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৭.১২০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ১২০০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ০.৬৩ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প কাজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

প্রকল্পের নাম: পদ্মা নদীর ভাঙন হতে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ ও সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭; **প্রকল্প এলাকা:** রাজশাহী;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৮৬৭৮.৬৬ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ৮০১৪.১৩ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, সারদা এবং তৎসংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা পদ্মা নদীর ভাঙন হতে রক্ষা করা;
- রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, ৭.০০ কি.মি. রাস্তা, ৭ কি.মি. বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, দোকান, হাট-বাজার, মসজিদ-মাদ্রাসা, আম বাগান, ব্রিজ-কালভার্ট, বাড়ি-ঘরসহ বিভিন্ন সরকারি স্থাপনা পদ্মা নদীর ভাঙন হতে রক্ষার মাধ্যমে প্রায় ৩২৩৭০.০০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রক্ষা করা;
- নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের ফলে পদ্মা নদীর মূল গতিপথ পরিবর্তন রোধ করা। চারঘাট উপজেলার সারদা ও ইউসুফপুর এলাকায় নদী ভাঙনের ফলে মূল ভূমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া রোধ করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ১.৮০০ কি.মি.; স্থায়ী তীর সংরক্ষণ কাজ মেরামত- ১.২০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ২০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ২.০০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

ক্যাডেট কলেজ ও তৎসংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প, রাজশাহী

প্রকল্পের নাম: আত্রাই নদীর ভাঙন হতে নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার ৩টি এলাকার তীর সংরক্ষণ এবং মান্দা উপজেলার পলাশবাড়ী খাল পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল: মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮;

প্রকল্প এলাকা: নওগাঁ;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ২১৪৩.৩৪ লক্ষ টাকা;

ডিপিপি ব্যয়: ২৪০৯.৩৬ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- আত্রাই নদীর ডানতীর ও বামতীরের বাঁধকে নদীর ভাঙন হতে রক্ষা করা;
- পত্নীতলা উপজেলার মাহমুদপুর বন বিভাগ, মহাশ্মশান, পলিপাড়া, নজিপুর পৌরসভা এলাকাসমূহকে নদী ভাঙন হতে রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ১.৩০০ কি.মি.; খাল পুনঃখনন- ১২.০১০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার আত্রাই নদীর ডানতীরের নজিপুর পৌরসভার বন বিভাগের রেঞ্জ অফিস মামুদপুর, আত্রাই নদীর বামতীরের মহাশ্মান ও পলিপাড়া এলাকা এবং মান্দা উপজেলার পলাশবাড়ী

উপকৃত জনগণ: পত্নীতলা উপজেলার নজিপুর এবং মান্দা উপজেলার পলাশবাড়ী এলাকার জনগণ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

আত্রাই নদীর ভাঙন ৩টি এলাকায় তীর সংরক্ষণ, পত্নীতল, নওগাঁ

প্রকল্পের নাম: ফরিদপুর জেলাধীন আলফাডাঙ্গা উপজেলাস্থ দিগনগর/পবনবেগ এলাকায় মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৮; **প্রকল্প এলাকা:** ফরিদপুর;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ২১৪৬.৩৪ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ১৪১০.৪৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদীর ভাঙনরোধ এবং বন্যার হাত থেকে স্থানীয় জনগণকে রক্ষা করা;
- বিদ্যালয় এবং হাট-বাজার, রাস্তা ও ব্রীজ, ফসলী ও বাসযোগ্য জমি, বসবাসের বাড়ি-ঘর, ধর্মীয় উপসানালয়, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা ইত্যাদি নদী ভাঙন থেকে রক্ষা করা;
- প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা;
- নদী ড্রেজিং দ্বারা নদীর প্রবাহ/নাব্যতা স্বাভাবিক রাখা এবং নদীর তীরের ভাঙনরোধ করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ০.৫৬৫ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৯০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.০৫ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

আলফাডাঙ্গা উপজেলায় দিগনগর/পবনবেগ এলাকায় মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ

প্রকল্পের নাম: কুষ্টিয়া জেলাস্থ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: মে, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮; **প্রকল্প এলাকা:** কুষ্টিয়া;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৮০৬৮.২ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ১৪৬৯৬.৫৯ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- কুষ্টিয়া জেলাস্থ কুমারখালী উপজেলাধীন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ী ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় পদ্মা নদীর ডান তীরের ভাঙন কবলিত ৩.৭২০ কি.মি. প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থায়ী ভাবে রক্ষা করা;
- এলাকার বাড়িঘর, রাস্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি- বেসরকারি স্থাপনাসমূহ, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মসজিদ, আবাদী জমি, ফল বাগান, স্থানীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, পুকুর ইত্যাদি নদী ভাঙনের কবল থেকে স্থায়ী ভাবে রক্ষা করা;
- কৃষি, মৎস্য ও শিল্প উৎপাদন ইত্যাদি ত্বরানিত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৩.৭২০ কি.মি.
- ☛ নদী ড্রেজিং/ পুনঃখনন- ০.৫০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৫০০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ১.৫০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন কাজ, কুষ্টিয়া

প্রকল্পের নাম: বাংলাদেশ নৌবাহিনী, খুলনা (বানৌজা) তিতুমীর সংলগ্ন ভৈরব নদীর ডান তীরে ০.৪৩০ কি.মি. হতে ০.৮৯৫ কি.মি. পর্যন্ত ৪৬৫ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮;

প্রকল্প এলাকা: খুলনা;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৭১৬.১ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ১৫৭৭.২৪ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বাংলাদেশ নৌবাহিনী, খুলনা (বানৌজা) তিতুমীরসহ তৎসংলগ্ন এলাকা ভৈরব নদীর ভাঙন থেকে রক্ষা করা;
- নদীর ভাঙন হতে ১২১৬০.০০ লক্ষ টাকার সরকারি ও বেসরকারি মূল্যবান স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি রক্ষা করা;
- এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা- ০.৪৬৫ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ১২৩৫ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ২.৩৫ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

বি এন এস তিতুমীর সংলগ্ন নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ, খুলনা

প্রকল্পের নাম: ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP) (বাপাউবো অংশ)

বাস্তবায়নকাল: আগস্ট, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৮; **প্রকল্প এলাকা:** বরিশাল, পটুয়াখালী, (কলাপাড়া, দশমিনা, রাঙ্গাবালি এবং গলাচিপার পোল্ডারসমূহ- ৪৪/পি, ৪৬, ৪৭/১, ৪৭/৪, ৪৭/৫, ৫৪/ এ, ৫৫/১, ৫৫/২সি, ৫৫/২বি,৫০/৫১, ৫২/৫৩বি, ৫৫/৪, ৫৫/২ডি, ৫৫/৩, ৫২/৫৩এ); বরগুনা, বরগুনা সদর, (বামনা, আমতলি, পাথরঘাটা, তালতলি এবং বেতাগীর পোল্ডারসমূহ- ৩৯/২এ, ৩৯/১ডি, ৩৯/১এ, ৪০/১, ৪১/৬বি, ৪১/৭বি, ৪১/৪, ৪৩/১, ৪১/৫,৪৫, ৪২, ৪৪ বি); পিরোজপুর, (মঠবাড়ীয়া, ভান্ডারিয়ার পোল্ডারসমূহ -৩৯/১বি, ৩৯/১সি);

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭৫০৫০.০০ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৬৮১২২.৪২ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ঘূর্ণিঝড় সিডর এবং আইলাতে ক্ষতিগ্রস্ত পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২৯ টি পোল্ডার এর পুর্নবাসন;
- উপকূলীয় ৩টি জেলার ১২টি উপজেলার ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুনর্বাসন করতঃ জনজীবন পূর্বাস্থায় ফিরিয়ে আনা এবং উপ-প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত সুবিধাদি নিশ্চিতকরা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা- ১৮.৪০৫ কি.মি.
- ☛ বাঁধ নির্মাণ- ৫১৩.০৪০ কি.মি.; স্লুইস/ রেগুলেটর নির্মাণ/ মেরামত- ৩৫৮টি

উপকৃত এলাকা: ৬০০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ৪.৮০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

৩৯/২ রেগুলেটরের গাইডবাঁধ, বরগুনা

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক
সমাপ্তকৃত প্রকল্প

সমাপ্তকৃত প্রকল্প সংখ্যা : ২১ টি
সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের ব্যয় : ৫৭০৫.২৫ কোটি টাকা

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের অবস্থানঃ

ক্রমিক	অবস্থান	সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা	১
২	পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, কুমিল্লা	২
৩	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, চট্টগ্রাম	২
৪	উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর	৩
৫	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, রাজশাহী	৩
৬	পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, ফরিদপুর	৫
৭	দক্ষিণাঞ্চল, বাপাউবো, বরিশাল	৩
৮	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, খুলনা	১
৯	বৈদেশিক ঋণ সহায়তা প্রকল্প	১

প্রকল্পের নাম: যমুনা নদীর ভাঙন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদূরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১৭; **প্রকল্প এলাকা:** জামালপুর;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৮৯৪৯.৪ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৪৫৫৯২.৯৫ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- যমুনা নদীর ভাঙন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ী উপজেলার প্রায় ১১৭৬০ হেক্টর এলাকার কৃষি, আবাসিক ও বানিজ্যিক জমি যমুনা নদীর ভাঙন হতে রক্ষা করা;
- আনুমানিক ৩০৭০ কোটি টাকার সম্পদ নদী ভাঙন হতে ঝুঁকিমুক্ত করা এবং প্রকল্প এলাকায় সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ১৬.৫৫০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৪৬০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ১.০০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

তীর সংরক্ষণ প্রকল্প কাজ, জামালপুর

প্রকল্পের নাম: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন, ২০১৭; **প্রকল্প এলাকা:** ব্রাহ্মণবাড়িয়া;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৯৭৪.১৮ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৪৪৯৪.৮৭ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- লংগন, বেমালিয়া ও বলভদ্র নদী পুনঃখনন এর মাধ্যমে এসব নদীর Catchment এলাকার বন্যার প্রকোপ হ্রাস, নদীর নাব্যতা পুনরুদ্ধার, শুষ্ক মৌসুমে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি করা, খননকৃত মাটি দ্বারা নদীর দুই পাড় বাঁধাই করা ও বনায়ন সৃষ্টি করা;
- ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর ও হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলার প্রায় ১৬৩০০ হেক্টর এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নৌ যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা;
- প্রায় ৯৬৮৫ হেক্টর এলাকা সেচ সুবিধার আওতায় আনা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ নদী ড্রেজিং/ পুনঃখনন- ৪৬.৫০৬ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৯৬৮৫ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ১.১০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

বেমালিয়া নদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

প্রকল্পের নাম: চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালীখাল এবং এর বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭;

প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭১৭৮.৬১ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ৫৬৬৪.৬৯ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বন্যা প্রতিরোধ ও নদী ভাঙনরোধের মাধ্যমে কৃষি জমি, জনবসতি, সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা ও বোয়ালখালী সেচ প্রকল্প রক্ষা করা;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও নদী ভাঙন কবলিত মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা;
- অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্যতা বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৫.৪৮৫ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ১১০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ১.৫০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

প্রতিরক্ষা কাজ, উকিল পাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকল্পের নাম: চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন মালিয়ারা-বাকখাইন-ভান্ডারগাঁও সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প

বাস্তবায়ন কাল: অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭; **প্রকল্প এলাকা:** চট্টগ্রাম; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ২৪৭৭.৭৩ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ২২৭০.৫৯ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বর্ষা মৌসূমে জোয়ারের পানি প্রবেশ বন্ধকরণ;
- জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও রোধকল্পে পর্যাপ্ত নিষ্কাশন সুবিধা প্রদান করা;
- জোয়ারের পানি আটকে রেখে শুষ্ক মৌসূমে কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা;
- খামারী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা;
- প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নতির মাধ্যমে জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করা;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও অন্যান্য আয় বর্ধক কার্যক্রমে গতি সঞ্চালন করা;
- জানমাল ও ফসল হানি হ্রাসে বন্যার মাত্রা কমানো।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- বাঁধ নির্মাণ: ৩.৮৮৫ কি.মি.; অন্যান্য পানি কাঠামো নির্মাণ/ মেরামত: ১৪টি

উপকৃত এলাকা: ৫০০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ২.৫০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

মালিয়ারা, পটিয়া, চট্টগ্রাম

প্রকল্পের নাম: কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনারহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাঙন হতে ভূরুঙ্গামারী মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হতে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭; **প্রকল্প এলাকা:** কুড়িগ্রাম; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৫৪৮০.২৭ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৫১৬৮.১১ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ১.১০ কিঃমিঃ নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সোনাহাট ব্রীজ, ভূরুঙ্গামারী-মাদারগঞ্জ সড়ক পথ এবং প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত সকল সরকারি এবং বেসরকারি স্থাপনা (যার আনুমানিক মূল্য ১০০৭৪.০০ লক্ষ টাকা) দুধকুমার নদীর ডান তীরের ভাঙন হতে রক্ষা করা;
- ১.৮০ কিঃমিঃ তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ এবং ৩০০০মিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ (Resection) কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বজরা এলাকায় অবস্থিত সকল সরকারি এবং বেসরকারি স্থাপনা (যার আনুমানিক মূল্য ৮৫৪২.০০ লক্ষ টাকা) তিস্তা নদীর বামতীরের ভাঙন হতে রক্ষা করা;
- তিস্তা (১০০০মিঃ) ও দুধকুমার (১১৫০মিঃ) নদী খনন/ Shoal অপসারণ করে নদীর পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বন্যা সমস্যা, নদীতীর ভাঙন, নদীর তীরবর্তী এলাকায় বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য আনায়ন করা;
- জলবায়ু পরিবর্তন জনিত, মানবসৃষ্ট অথবা প্রাকৃতিক কারণে নদীর গতি প্রকৃতির পরিবর্তন হ্রাস করার মাধ্যমে নদীর সামগ্রিক Morphological Change হ্রাস করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ২.২৮৫ কি.মি.; স্থায়ী তীর সংরক্ষণ কাজ মেরামত- ০.২৩২ কি.মি.; বাঁধ পুনর্বাসন/ মেরামত/ পূনরাকৃতিকরণ- ৩.০০০ কি.মি.
- নদী ড্রেজিং/ পুনঃখনন- ১.০০০ কি.মি.; গ্রোয়েন- ১ টি; স্পার- ১ টি; টাই বাঁধ- ০.৬ কি.মি.

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

তীর সংরক্ষণ, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম

প্রকল্পের নাম: কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীর ভাঙন রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২)

বাস্তবায়নকাল: মার্চ, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭; **প্রকল্প এলাকা:** কুড়িগ্রাম;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৫৬৯১.৭৯ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ২৪৪৬৩.১২ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ব্রহ্মপুত্র নদের ভয়াবহ ভাঙন হতে কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার অনন্তপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকা এবং চিলমারী উপজেলার কাচকোল এবং রমনাঘাট (ব্যাংমারাঘাট) ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা করা;
- আনুমানিক ১৫১০.২০ কোটি টাকার সম্পদ নদী ভাঙনের ঝুঁকিমুক্ত করা এবং প্রকল্প এলাকায় সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫০ কি.মি.
- অস্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা- ২.০০০ কি.মি.
- ক্রস বার- ১টি

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নদীতীর সংরক্ষণ, চিলমারী, কুড়িগ্রাম

প্রকল্পের নাম: সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর ও কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
বাস্তবায়নকাল: অক্টোবর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৭; **প্রকল্প এলাকা:** সিরাজগঞ্জ;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪২০৮১.৭৩ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৩৯৯১২.৩২ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- যমুনা নদীর ভাঙন হতে ৯.২৫০ কি.মি. ব্রহ্মপুত্র নদের ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ রক্ষাসহ বন্যার কবল হতে ২,৪৯,৭৯২ হেক্টর প্রকল্প এলাকা রক্ষা করা;
- যমুনা নদীর ডানতীরে মারাত্মক ভাঙন হতে কাজীপুর উপজেলাধীন মাইজবাড়ী, মেঘাই এবং সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বাহুকা, সিমলা নামক এলাকার স্কুল, কলেজ, মসজিদ, বাজার, ইউনিয়ন কমপ্লেক্স, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সরকারি, বেসরকারি স্থাপনা, কৃষি জমি, বাসস্থান, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি রক্ষা করা;
- নদী ভাঙনের প্রাকৃতিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে টেকসই আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা;
- নদীতীর ও ভাঙন প্রবণ এলাকা হ্রাস করে আনুমানিক ২২৭১৭৫.০০ লক্ষ টাকা মূল্যমানের স্থায়ী সরকারি ও বেসরকারি সম্পদ রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ সমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৯.২৫০ কি.মি.
- নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন: ২.৫০০ কি.মি.; ক্রসবার- ৩টি

উপকৃত এলাকা: ২৪৯৭৯২ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ৫.৫০ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ প্রকল্প কাজ, সিরাজগঞ্জ

প্রকল্পের নাম: পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীরের ভাঙন এবং বেড়া উপজেলাধীন নাগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙন রোধ

বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন, ২০১৭; **প্রকল্প এলাকা:** পাবনা; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ২১৯০৬.৬৩ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ১৮৫৯৮.৪৩ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার সিন্দুরপুর, পক্ষিরমোড়, মাঝপাড়া, মালিফা, মালফিয়া, গোয়ারিয়া বাজার, নয়াগ্রাম, কামারহাট, গোপালপুর ও নাজিরগঞ্জ এলাকার পদ্মা নদীর বামতীর এবং বেড়া উপজেলার নগরবাড়ীঘাট, রঘুনাথপুর, প্রতাপপুর, মুন্সীগঞ্জ, খানপুরা, দরিশরীফপুর ও কাজীরহাট এলাকার যমুনা নদীর ডানতীরের ভাঙনরোধে নদীর তীরসমূহে স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজ করে পদ্মা-যমুনা নদীর অববাহিকার জনমানুষের জানমাল রক্ষা করা;
- পদ্মা ও যমুনা নদীর ভাঙন হতে বিদ্যমান বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, কাজীর হাটের পূর্ব-পশ্চিম আন্তঃসংযোগ ট্রান্সমিশন লাইন, কৃষি জমি ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পত্তি রক্ষা করা;
- নদীতীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে পরিবেশগত উন্নয়ন সাধন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৯.৮৩৫ কি.মি.

উপকৃত জনগণ: ১.৩৪ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নগরবাড়ী যমুনা নদীর ডানতীর রক্ষা, পাবনা

কাজিরহাটে যমুনা নদীর ডানতীর রক্ষা, পাবনা

প্রকল্পের নাম: পদ্মা নদীর ভাঙন হতে পাবনা জেলাস্থ ঈশ্বরদী উপজেলার কমরপুর হতে সারা ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭;

প্রকল্প এলাকা: পাবনা;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ২২৬০৪.৯১ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ১৯৭৬৫.৫ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকার জনজীবন, ঘরবাড়ি, হাসপাতাল, ভূমি অফিস, কাঁচা-পাকা রাস্তা, আরামবাড়ীয়ার বিশাল বাজার, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ঈশ্বরদী বিমান বন্দর, মসজিদ, ফসলী জমি, বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ পদ্মা নদীর আকস্মিক ভাঙনের কবল হতে রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৭.৫৮৫ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ২০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.৭০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

তীর সংরক্ষণ প্রকল্প কাজ, ঈশ্বরদী, পাবনা

প্রকল্পের নাম: তারাইল-পাঁচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

বাস্তবায়নকাল: মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৭; **প্রকল্প এলাকা:** গোপালগঞ্জ সদর (আংশিক), টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩২২০১.২ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৩০৫৯৯.৭৬ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকায় সম্পূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা;
- উন্নত নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও সেচ সুবিধার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- প্রকল্পের অভ্যন্তরে লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ করা;
- প্রকল্প এলাকায় নদী ভাঙনরোধ করা;
- যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ ও পরিবহন ব্যয় হ্রাস করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৬.৬৩৫ কি.মি.; বাঁধ নির্মাণ- ১৫.২৪৫ কি.মি.; বাঁধ পুনর্বাসন/মেরামত/পুনঃরাকৃতিকরণ- ৮৫.০৬০ কি.মি.
- বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ/প্রতিরক্ষা- ১.১৮০ কি.মি.; খাল পুনঃখনন- ১৬৯.৪৬২ কি.মি.; স্লুইস/রেগুলেটর নির্মাণ/মেরামত- ৪২টি
- অন্যান্য পানি অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত- ৯২টি; বোটপাস- ৯টি; ইন্সপেকশন ডাইক- ৪.৩৫ কি.মি.; র‌্যাম্প- ১০০টি; অ্যাপ্রোচ রোড- ৪৪টি, কালভার্ট- ২টি

উপকৃত এলাকা: ২১৩০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ৪.২৬ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

ডি-৩কে নিষ্কাশন খাল, গোপালগঞ্জ

প্রকল্পের নাম: পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭; **প্রকল্প এলাকা:** গোপালগঞ্জ; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১৩৪১০.৮২ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ১০৪১১.১৩ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ করা;
- লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ করা;
- সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- বন্যা মৌসুমে পানির গভীরতা হ্রাসের মাধ্যমে আমন উৎপাদন নিশ্চিত করা;
- কুমার নদ, বলুগ্রাম তেতুলিয়া খাল, তালতলা হাতিয়াড়া খালসহ অন্যান্য খাল পুনঃখননের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধা প্রদান করা;
- এমবিআর চ্যানেলের ভাঙন প্রবণ এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়ন করে জনগণের বসতবাড়ি, কৃষি জমিসহ সরকারি বেসরকারি সম্পদ রক্ষা করা;
- প্রকল্প এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ ও বর্ষা মৌসুমে বন্যার পানি প্রবেশ রোধের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বোরো ধান উৎপাদন নিশ্চিত করা;
- পোল্ডারের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করে সারা বৎসর বিভিন্ন ধরণের কৃষি ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা;
- মৎস্য সম্পদ রক্ষার্থে চান্দার বিলের ন্যায় অন্যান্য বিলের উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৩.০৫০ কি.মি., বাঁধ নির্মাণ- ১৬.০৫০ কি.মি., নদীড্রেজিং/ পুনঃখনন- ২৮.০০০ কি.মি.
- খাল পুনঃখনন- ২১০.৩৪০ কি.মি., স্লুইস/ রেগুলেটর নির্মাণ/ মেরামত- ৬টি, ইন্সপেকশন রোড- ৬.৫৫ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৬২২০৭ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ১০.০০ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

তালতলা-হাতিয়ারা কাজ, গোপালগঞ্জ

প্রকল্পের নাম: ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭; **প্রকল্প এলাকা:** মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলা;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭৩৮২.৮৪ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৬৩৬৮.১ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- সমন্বিত নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নৌ চলাচল নিশ্চিত করা, প্রকল্প এলাকায় ভৈরব নদীর ক্যাচমেন্ট এলাকার ৩১৫০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা;
- ভৈরব নদীর ২৯.০০ কি.মি. অংশে নদী পুনঃখনন করে নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং ওয়াটার রিজার্ভার তৈরি করা;
- বন্যার প্রবণতা কমিয়ে ফসলের ক্ষতিরোধ করা এবং মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা;
- সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- খামারের আয় বৃদ্ধি করা এবং পানি সম্পদের উন্নতি সাধন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- প্রকল্প এলাকার দারিদ্র্য সীমা হ্রাস করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ নদী ড্রেজিং/ পুনঃখনন- ২৯.০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৩১৫০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ৩.১১ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

ভৈরব নদী পুনঃখনন, মেহেরপুর

প্রকল্পের নাম: কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন ফিলিপনগর, আবেদের ঘাট ও ইসলামপুর এলাকায় পদ্মা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: মে, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭;

প্রকল্প এলাকা: কুষ্টিয়া;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৮৬৮০.৭৬ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ৮৪৫০.৫১ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- পদ্মা নদীর ভাঙন হতে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর, আবেদের ঘাট ও ইসলামপুর এলাকা রক্ষা করা;
- নদী ভাঙনের হুমকি হতে বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক বিদ্যুৎ লাইন রক্ষা করা;
- সরকারি ও বেসরকারি অবকাঠামো এবং স্থাপনাসমূহ রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ২.১৫০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ২০৪০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ১২.০০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নদীতীর সংরক্ষণ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া

প্রকল্পের নাম: গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, ফেজ-২
বাস্তবায়নকাল: নভেম্বর, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৭;
প্রকল্প এলাকা: কুষ্টিয়া;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬৫৪৯৬.৩১ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ৬৪৩১৮.৪৫ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- গড়াই নদীর প্রবাহ অব্যাহত রেখে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল বিশেষতঃ খুলনা এলাকা, উপকূলীয় এলাকা এবং সুন্দরবন এলাকায় পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ১.৫৭৭ কি.মি.; অস্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা- ৩.১১০ কি.মি.; নদী ড্রেজিং/ পুনঃখনন- ৩০.০০০ কি.মি.
- রক্ষণাবেক্ষন ড্রেজিং- ২০১১-১২: ২০.৬১ কি.মি., ২০১২-১৩: ১১.৯৬ কি.মি., ২০১৩-১৪: ১১.৯০ কি.মি., ২০১৪-১৫: ৮.৬৪ কি.মি., ২০১৫-১৬: ৮.৯১ কি.মি., ২০১৬-১৭: ২০.৭০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৬০০০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ২৮.০০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

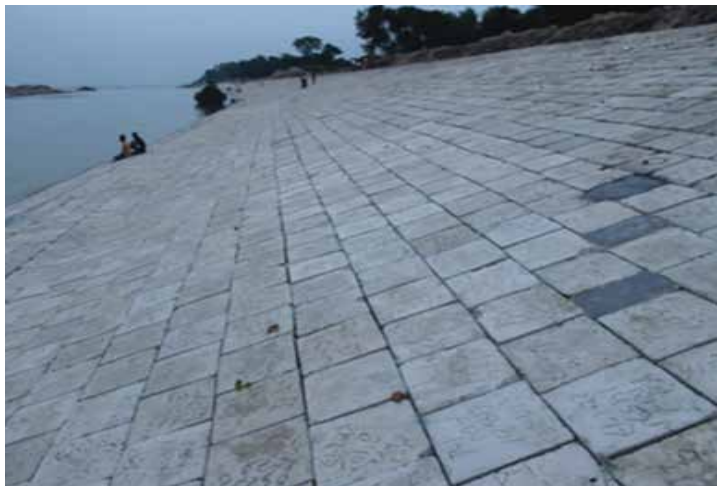

গড়াই নদী পুনরুদ্ধার, ফেজ-২, কুষ্টিয়া

প্রকল্পের নাম: ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ অংশে নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭; **প্রকল্প এলাকা:** লালমোহন, ভোলা;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩৪২২.৫১ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ১২৯১৯.৬৮ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাভুক্ত সরকারি বেসরকারি অফিস, বাড়িঘর, স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা, রাস্তাঘাট, ফসলী জমি প্রভৃতি মেঘনা নদীর ভাঙন থেকে রক্ষা করে। উপজেলার প্রায় ১১৬২৫.৫২ লক্ষ টাকার মূল্যবান সম্পদ রক্ষা করা প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।
- পোল্ডারভুক্ত এলাকায় লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং সামাজিক -সংস্কৃতিক ও কৃষিভিত্তিক কুটির শিল্প রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০০ কি.মি.; পুনঃরাকৃতিকরণসহ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ৪.০০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ১৫.০০ বর্গ কি.মি.
উপকৃত জনগণ: ১.৫০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প কাজ, লালমোহন, ভোলা

প্রকল্পের নাম: চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৭;
প্রকল্প এলাকা: বরিশাল;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৬৮০৪.৫৯ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ১৬৫৩৩.৯৫ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ভোলা জেলার চরফ্যাশন এবং মনপুরা উপজেলাভুক্ত সরকারি বেসরকারি অফিস, বাড়ি ঘর, স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা, রাস্তা ঘাট, ফসলী জমি প্রভৃতি মেঘনা নদীর ভাঙন থেকে রক্ষা করা। চরফ্যাশন উপজেলার প্রায় ৭৩৬৬০.০০ লক্ষ এবং মনপুরা উপজেলার প্রায় ১২৫৪০.০০ লক্ষ টাকার মূল্যবান সম্পদ রক্ষা করা প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।
- পোল্ডারভুক্ত এলাকায় লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং সামাজিক -সংস্কৃতিক ও কৃষিভিত্তিক কুটির শিল্প রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কি.মি.; পুনঃরাকৃতিকরণসহ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ১.০০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ২৭.০০ বর্গ কি.মি.
উপকৃত জনগণ: ১.৮০ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

ভদ্রা নদী, ডুমুরিয়া হতে দিঘলিয়া অংশ, বরিশাল

প্রকল্পের নাম: মেঘনা-নদীর ভাঙন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২)
বাস্তবায়নকাল: মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৭;
প্রকল্প এলাকা: ভোলা;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ২১৬৮৭.০৯ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ১৮৪০২.৩৭ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- মেঘনা-নদীর ভাঙন হতে শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড, সরকারি অফিস, ঘর বাড়ি, বোরহান উদ্দিন উপজেলা, মসজিদ, স্কুল, বরফ কল, মার্কেট, ইউপি কমপ্লেক্স এবং সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা ইত্যাদি রক্ষা করা, যার আনুমানিক মূল্য ৯১৮৫০.০০ লক্ষ টাকা;

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ: ৭.৪৫৪ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৪০০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ০.২৫ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নদীতীর সংরক্ষণ কাজ, বোরহান উদ্দিন, ভোলা

প্রকল্পের নাম: কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৭; **প্রকল্প এলাকা:** খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলা;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৮৬১১.৫ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ২৬৬০১.৪৫ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (গ্রস-১০২০০০ হেক্টর, নীট-৭৫০০০ হেক্টর);
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ;
- সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং মৎস্য উন্নয়ন;
- TRM পরিচালনার মাধ্যমে টেকশই নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- বাঁধ নির্মাণ- ৩২.৫০০ কি.মি.; খাল পুনঃখনন- ১০৮.৫০০ কি.মি.; স্লুইস/ রেগুলেটর নির্মাণ/ মেরামত- ১০টি
- অন্যান্য পানি কাঠামো নির্মাণ/ মেরামত- ১৪টি; বেইলি ব্রীজ- ১টি; অস্থায়ী ক্লোজার- ৩টি

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

কপোতাক্ষ নদ, খুলনা

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক
সমাপ্তকৃত প্রকল্প

সমাপ্তকৃত প্রকল্প সংখ্যা : ৯টি
সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের ব্যয় : ১০১৯.৫১ কোটি টাকা

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের অবস্থান:

ক্রমিক	অবস্থান	সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা
১	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, সিলেট	১
২	উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর	১
৩	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, রাজশাহী	৪
৪	দক্ষিণাঞ্চল, বাপাউবো, বরিশাল	১
৫	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, খুলনা	২

প্রকল্পের নাম: আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০০১ হতে জুন, ২০১৬;
প্রকল্প এলাকা: সিলেট;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৪৪৫৮.৪৬ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ১৩৯১০.৬১ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো ৫৩৮২০ হেক্টর এলাকা বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনসহ ৫৬০০ হেক্টর এলাকা পাম্পের মাধ্যমে ও ৫০০০ হেক্টর এলাকা ক্ষুদ্রায়তন সেচ পাম্পের মাধ্যমে সর্বমোট ১০৬০০ হেক্টর এলাকা সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- বাঁধ নির্মাণ- ১৪৩.০৭০ কি.মি.; খাল পুনঃখনন- ৮৮.০০০ কি.মি.; স্লুইস/ রেগুলেটর নির্মাণ/ মেরামত- ১৬টি
- অন্যান্য পানি কাঠামো নির্মাণ/ মেরামত- ২০টি; পাম্প হাউজ- ১ টি (পাম্প-৪টি)

উপকৃত এলাকা: ৬৪,৪২০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ৫.৪৪ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

রহিমপুর পাম্প হাউজ, সিলেট

প্রকল্পের নাম: গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙন হতে রক্ষা এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: অক্টোবর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৬;

প্রকল্প এলাকা: গাইবান্ধা;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৮৬৯১.৮ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ১৬৭৬৯.১৩ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙন হতে রক্ষা করা;
- প্রকল্প এলাকায় সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৬.৮৬৩ কি.মি.
- বাঁধ পুনর্বাসন/ মেরামত/ পুনঃরাকৃতিকরণ- ২.০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ২৫০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.৭৫ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজ, হলদিয়া, গাইবান্ধা

প্রকল্পের নাম: বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া, দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬; **প্রকল্প এলাকা:** বগুড়া;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ১১৭৭০ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ১১১৩৬.৫৯ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- যমুনা নদীর ভাঙন হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও ধুনট উপজেলার অন্তরপাড়া, দরিয়াপাড়া এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষা করা;
- যমুনা নদীর ভাঙন হতে ব্রহ্মপুত্র ডানতীর বাঁধ রক্ষা করাসহ বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষি জমি ও মূল্যবান স্থাপনা রক্ষা করা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নপূর্বক ৪৩৭২০ লক্ষ টাকার বিপুল পরিমান সরকারি বেসরকারি অস্থাবর সম্পদ রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৩.২৩৫ কি.মি.
- ☛ বাঁধ পুনর্বাসন/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ- ২.৫১৫ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৫০০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ০.৩৫ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ প্রকল্প কাজ, বগুড়া

প্রকল্পের নাম: বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬; **প্রকল্প এলাকা:** বগুড়া;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৩৪৭৪.০৮ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ২২৫১১.১১ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙন থেকে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও ধুনট উপজেলার কামালপুর, বড়ইতলী, পুকুরিয়া ও তৎসংলগ্ন এলাকা এবং ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের অংশ বিশেষ রক্ষা করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য;
- নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আনুমানিক ৮১,২৮৫.০০ লক্ষ টাকা মূল্যমানের সম্পদ নদী ভাঙন থেকে রক্ষা করা;
- নদী ভাঙন জনিত পরিবেশের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হ্রাস করা, কৃষি ও মৎস্য চাষের উন্নয়ন ঘটানো, দারিদ্র্য বিমোচন করা, কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৬.০০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৮২০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.৪০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প কাজ, বগুড়া

প্রকল্পের নাম: নাটোর জেলার সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুর বার্ণাই নদীর উভয় তীর সংরক্ষণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৬; **প্রকল্প এলাকা:** নাটোর; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১৯৬০.৭৮ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ১৫৬৯.২৫ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বারনাই নদীর উভয় তীরের ভাঙন প্রতিরোধের মাধ্যমে নাটোর জেলার নাটোর সদর ও সিংড়া উপজেলার ভাঙন কবলিত এলাকা রক্ষা করা প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য;
- নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আনুমানিক ৯৪৭৬.০০ লক্ষ টাকা মূল্যমানের সম্পদ নদী ভাঙন থেকে রক্ষা করা;
- প্রকল্প এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় নদী ভাঙন হতে তা রক্ষা করা;
- প্রকল্প এলাকায় অতি প্রাচীন বাজার, নদীতীর সংলগ্ন কবরস্থান ও শশ্মানঘাট রয়েছে। প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুভূতির কথা বিবেচনা করে ভাঙন রোধ করা;
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নদী ভাঙন জনিত পরিবেশের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হ্রাস করা, কৃষি ও মৎস্য চাষের উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন করা, কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা;
- প্রকল্প এলাকায় স্কুল, কলেজ, ইউপি অফিসসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বেসরকারি স্থাপনা নদী ভাঙন হতে রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ২.৫৭৫ কি.মি.

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নদীতীর সংরক্ষণ, নাটোর

প্রকল্পের নাম: নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬;
প্রকল্প এলাকা: নওগাঁ;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৮০০৮ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ৭৭৪২.৫৭ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- নওগাঁ শহরকে বন্যার কবল হতে রক্ষা করা;
- নওগাঁ শহরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা;
- নদী ভাঙন কবলিত স্থানগুলো রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৭.৭৬৩ কি.মি., অন্যান্য পানি অবকাঠামো নির্মাণ/ মেরামত- ৯০টি, ফ্লাড ওয়াল- ৬.৯৪৮ কি.মি., ঘাট- ২০টি

উপকৃত এলাকা: সদর উপজেলা
উপকৃত জনগণ: ৪.০৫ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

শহর রক্ষা প্রকল্প, নওগাঁ

প্রকল্পের নাম: ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

বাস্তবায়নকাল: নভেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬;

প্রকল্প এলাকা: ভোলা;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ১০৬২৭.৭৫ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ১০৫৯০.৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ৩.৫০০ কি.মি. স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙন হতে ভোলা জেলার শিবপুর ও ধনিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত ঘর বাড়ি, মসজিদ, স্কুল, দোকানপাট, ফসলী জমি ইত্যাদি রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০০ কি.মি.
- বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ/ প্রতিরক্ষা- ৩.৫০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৭০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.৬০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নদীতীর সংরক্ষণ কাজ, ভোলা

বাঁধের ঢাল সংরক্ষণসহ বাঁধ নির্মাণ কাজ, ভোলা

প্রকল্পের নাম: বাগেরহাট জেলার পোল্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬; **প্রকল্প এলাকা:** বাগেরহাট; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৬১৮৯.৯৪ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৬১৮৯.৯৪ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ২৯৩০৪ হেঃ এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;
- লবণ পানি প্রবেশ রোধ করা;
- ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে চাষাবাদ করা;
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ খাল পুনঃখনন- ১১০.৩৩০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: বাগেরহাট জেলার বাগেরহাট সদর, ফকিরহাট, মোংলা ও রামপাল এবং খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলা

উপকৃত জনগণ: ৪.৫০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

উরুবুনিয়া (বগুড়া), বাগেরহাট

প্রকল্পের নাম: যশোহর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৬;
প্রকল্প এলাকা: যশোর;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ১১৫৮৬.৫৮ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ৬৮৬৮.১৮ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসন করা;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা;
- সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং মৎস্য উন্নয়ন;
- টিআরএম পরিচালনার মাধ্যমে টেকশই নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ১.০০০ কি.মি., বাঁধ নির্মাণ- ৩৩.৫০০ কি.মি., নদী ড্রেজিং/ পুনঃখনন- ৬৯.৬৫০ কি.মি.
- ☛ খাল পুনঃখনন- ৩.৫০০ কি.মি., স্লুইস/ রেগুলেটর নির্মাণ/ মেরামত- ১৩টি, অস্থায়ী ক্রসড্যাম- ২ টি
- ☛ রেলওয়ে ব্রীজ- ১ টি, ব্রীজ- ১ টি, কালভার্ট- ৩টি, রোড-১১.৫ কি.মি.

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

হরি-টেকা-মুক্তেশ্বরী নদী, যশোর

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক
সমাপ্তকৃত প্রকল্প

সমাপ্তকৃত প্রকল্প সংখ্যা : ১২ টি
সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের ব্যয় : ১৫৬৮.২০ কোটি টাকা

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের অবস্থানঃ

ক্রমিক	অবস্থান	সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা	২
২	পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, কুমিল্লা	৫
৩	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, সিলেট	১
৪	উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর	১
৫	পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, ফরিদপুর	১
৬	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, খুলনা	১
৭	বৈদেশিক ঋণ সহায়তা প্রকল্প	১

প্রকল্পের নাম: মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপ্লেক্স এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙন হতে রক্ষা প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫;
প্রকল্প এলাকা: মুন্সিগঞ্জ;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৪৪৭ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ১৯৫৭.৮৮ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকার ভাঙনরোধ করা;
- প্রকল্প এলাকার সরকারি-বেসরকারি সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দাগণের জীবন-জীবিকা ও দৈনন্দিন ক্ষুদ্র অর্থনীতিতে সৃষ্ট বিরূপ প্রভাব দূরীভূতকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ০.৭৯৩ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ০.৩৯৬৫ বর্গ কি.মি.
উপকৃত জনগণ: ০.১২ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

তীর সংরক্ষণ, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ

প্রকল্পের নাম: গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ

বাস্তবায়ন কাল: নভেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫;

প্রকল্প এলাকা: ঢাকা;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৮৮৯০.৭৩ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ৮৮০৭.৫ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- উত্তরা, মিরপুর, পল্লবী এবং ক্যান্টনমেন্ট এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ;
- বন্যা বা পানির কারণে সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য ঢাকা শহরের উত্তর-পশ্চিমাংশের ৫৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- বর্ণিত প্রকল্প এলাকার সামাজিক এবং পরিবেশগত উন্নয়ন;
- বর্ণিত প্রকল্প এলাকার আন্তঃযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ পাম্প স্টেশন- ১ টি

উপকৃত এলাকা: ৫৮ বর্গকিলোমিটার

উপকৃত জনগণ: ২০.০০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন, ঢাকা

প্রকল্পের নাম: ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বামতীর সংরক্ষণ

বাস্তবায়নকাল: অক্টোবর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫; **প্রকল্প এলাকা:** ফেনী; **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৬৬২০.৯৩ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৬৫৭০.৯১ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে ফেনী নদীর তীরের ভাঙন রোধ করা;
- ফেনী নদীর ভাঙন হতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বর্তমান স্থাপনাসমূহ যেমন বাঁধ, রেগুলেটর, গ্রোয়েনসমূহ, বসতবাড়ি, মাদ্রাসা, মূল্যবান সম্পদসমূহ, ঘুর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, রাস্তা প্রভৃতি রক্ষা করা; যার আনুমানিক মূল্য ৩৪৬০০.০০ লক্ষ টাকা;
- করেরহাট ইউনিয়নের পশ্চিম জোয়ার গ্রাম রক্ষার্থে ফেনী নদীর বামতীরের ভাঙন রোধ করা;
- এলাকাটিতে বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য আনয়ন করা;
- এলাকাটির সামগ্রিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ২.০৫০ কি.মি.; খাল পুনঃখনন- ৩.০০০ কি.মি.; স্লুইস/ রেগুলেটর নির্মাণ/ মেরামত- ১টি
- ☛ ক্লোজার- ০.৪১ কি.মি., গাইডবাঁধ- ১.৩ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৩০১৫ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ১.০০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

পাইলট চ্যানেল খনন (থাকখোয়াজের লামছি, সোনাগাজী সদর উপজেলা), ফেনী

প্রকল্পের নাম: গোমতী নদীর উভয় তীরের বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫;
প্রকল্প এলাকা: কুমিল্লা;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬৭৮০.৫২ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ৬১৫৯.৯৮ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- গোমতী নদী পুনঃখননের মাধ্যমে নদীর গভীরতা এবং নাব্যতা বৃদ্ধি করা;
- গোমতী নদীর উভয় তীরের বাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণ কাজ করার মাধ্যমে বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ০.৮২০ কি.মি.; বাঁধের পুনঃরাকৃতিকরণ কাজ/ মেরামত- ১০১.৮২৫ কি.মি.; নদী ড্রেজিং/ পুনঃখনন- ১৫.৬২০ কি.মি.
- লুপকাট- ১ টি; র‍্যাম্প- ২০ টি; ডিচ ফিলিং- ৩৪টি

উপকৃত এলাকা: ১ লক্ষ ২ হাজার হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ১০.০০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

বাঁধের পুনরাকৃতিকরণ কাজ, গোবিন্দপুর, পীরযাত্রাপুর ইউনিয়ন, কুমিল্লা

প্রকল্পের নাম: মেঘনা নদীর ভাঙন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা (হাইমচর) এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলার বাম তীর রক্ষা প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: ডিসেম্বর, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৫;
প্রকল্প এলাকা: চাঁদপুর;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৮৩৮৮.৭৪ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ১৬৮৫৮.১২ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- হাইমচর উপজেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও জনপদ মেঘনা নদীর ভাঙন হতে রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ১৬.৭৩০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ২৮৫০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ৫.৭০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

মেঘনা নদী, কাটাখালী, হাইমচর, চাঁদপুর

প্রকল্পের নাম: চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ
বাস্তবায়নকাল: এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১৫;
প্রকল্প এলাকা: চাঁদপুর;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৭০৯৫.৪৮ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ১৬৬০১ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- চাঁদপুর সদর উপজেলার পুরান বাজার এলাকার অংশ বিশেষসহ ভাটির ইব্রাহীমপুর-সাখুয়া এলাকা মেঘনা নদীর ভাঙন হতে রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৫.৬৭৬ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ১১৪০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ৩.৫০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

মেঘনা নদী, ইব্রাহিমপুর, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।

প্রকল্পের নাম: নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলা বাজার এলাকায় পোল্ডার ৭৩/১ (এ+বি) রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: নভেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৫; **প্রকল্প এলাকা:** নোয়াখালী;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬০৫৯.২২ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ৫৫৪৯.২৬ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকায় লবাণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ;
- প্রকল্প এলাকায় কৃষি-মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে জনগণের জান-মাল রক্ষা করা;
- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এলাকার দারিদ্র্য হার হ্রাস করা এবং জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা;

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ হাতিয়া উপজেলার পোল্ডার ৭৩/১(এ+বি) এর ২.১০০ কি.মি. স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজ
- ☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ২.১০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ১৩৮০০.৬০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ৩.০০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প, হাতিয়া, নোয়াখালী

প্রকল্পের নাম: সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫;
প্রকল্প এলাকা: সিলেট;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৭২৮ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ৪৪৮৪.২৫ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- আগাম বর্ষা মৌসুমে আকস্মিক বন্যা ও মৌসুমী বন্যা হতে প্রকল্প এলাকার প্রায় ৪০,০০০ হেক্টর জমির ফসল রক্ষা করা এবং শুষ্ক মৌসুমে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রায় ১০,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা এই প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ১.৪০০ কি.মি.; বাঁধ নির্মাণ- ১৫.০০০ কি.মি.
- বাঁধ পুনর্বাসন/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ- ১৭.০০০ কি.মি.; খাল পুনঃখনন - ৫০.০০০ কি.মি.
- অন্যান্য পানি কাঠামো নির্মাণ/ মেরামত- ৩৩টি; ওয়াটার রিটেইনিং স্ট্রাকচার- ৪ টি

উপকৃত এলাকা: ৪০০০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ৩.৯০ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নদীতীর প্রতিরক্ষা, সিলেট

প্রকল্পের নাম: করতোয়া নদীর ডানতীর সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: আগস্ট, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫;

প্রকল্প এলাকা: দিনাজপুর;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৫৫৪.৯১ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ১৯৫৩.৮৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বন্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ফসলহানী রোধ করা, এলাকার জানমাল রক্ষা করা এবং জলাবদ্ধতা নিরসন করা;
- সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা;
- এলাকার অধিবাসীদের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- বাঁধ নির্মাণ- ২৫.২১৫ কি.মি.; নদী ড্রেজিং/ পুনঃখনন- ২৪.০০০ কি.মি.
- স্লুইস/ রেগুলেটর নির্মাণ/ মেরামত - ৫টি; অন্যান্য পানি কাঠামো নির্মাণ/ মেরামত - ১১টি

উপকৃত এলাকা: ৯৮০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.৪৭ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

করতোয়া ডানতীর বাঁধ নির্মাণ কাজ, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর

চাউলি ডোবা ২ ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ কাজ, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর

প্রকল্পের নাম: চন্দনা বারাশিয়া নদী খনন প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৫;
প্রকল্প এলাকা: ফরিদপুর;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৯৪৬.৩৭ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ৫১৩৩.৮৬ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নাব্যতা ব্যবস্থার উন্নয়ন, বন্যার প্রকোপ কমানো, শস্য/ সম্পদ হানি রোধ করা এবং মানুষের ভোগান্তি হ্রাস করা। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে খামার/ভূমির উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। প্রকল্প এলাকায় দারিদ্র্যের হার হ্রাস করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ নদী ড্রেজিং/ পুনঃখনন- ১১৩.০৫০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ১৬০০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ০.৩০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

বোয়ালমারী উপজেলার মুজুরদিয়া নামক এলাকা, ফরিদপুর

প্রকল্পের নাম: উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৫; **প্রকল্প এলাকা:** খুলনা সদর, ডুমুরিয়া, দিঘলীয়া, দাকোপ, বটিয়াঘাটা, পাইকগাছা কয়রা, রূপসা;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৭৭৫৪.৬১ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৩৫৮৯৯.৯৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- সাইক্লোন আইলা/২০০৯ইং এর ক্ষতিগ্রস্ত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বাপাউবো'র ৪৩টি পোল্ডার এর আওতায় অবকাঠামো পুনর্বাসন/ মেরামতকরণ;
- পোল্ডার/ উপ-প্রকল্পসমূহ হতে কাঙ্খিত সুবিধাভোগের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহ সচলকরণ;
- সাইক্লোন আইলা মধ্যমেয়াদী পুনর্বাসন কর্মসূচি।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৪.৪৯২ কি.মি.; স্থায়ী তীর সংরক্ষণ কাজ মেরামত- ০.৩৮৭ কি.মি.
- বাঁধ নির্মাণ - ৪০.২৪৩ কি.মি.; বাঁধ পুনর্বাসন/ মেরামত/ পুনঃরাকৃতিকরণ- ৪৩৫.২২৫ কি.মি.
- বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ/ প্রতিরক্ষা- ২৪.৮৯০ কি.মি.; স্লুইস/ রেগুলেটর নির্মাণ/ মেরামত - ১১৭টি
- অন্যান্য পানি অবকাঠামো নির্মাণ/ মেরামত - ৫টি; ক্লোজার- ২০টি

উপকৃত এলাকা: কালাবগী, সুতারখালী, বানিশান্তা, লাউডোব, আচাভূয়া, গড়খালী, খনা, ঝালবুনিয়া, গড়ইখালী, ভেকটমারী, বড়ইতলা, দেলুটি
উপকৃত জনগণ: খুলনা সদর, ডুমুরিয়া, দিঘলীয়া, দাকোপ, বটিয়াঘাটা, পাইকগাছা কয়রা, রূপসা এলাকাসমূহের সাধারণ জনগণ।

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

পোল্ডার নং-২৩, খুলনা

২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক
সমাপ্তকৃত প্রকল্প

সমাপ্তকৃত প্রকল্প সংখ্যা : ৬ টি
সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের ব্যয় : ২৭২.৮৩ কোটি টাকা

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের অবস্থান:

ক্রমিক	অবস্থান	সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা
১	উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর	১
২	পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, ফরিদপুর	৩
৩	বৈদেশিক ঋণ সহায়তা প্রকল্প	২

প্রকল্পের নাম: ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: ডিসেম্বর, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪; **প্রকল্প এলাকা:** ফরিদপুর;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৭৬৫৪.২১ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ১৬১৪৭.১৮ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদীর ভাঙনরোধ এবং বন্যার কবল হতে স্থানীয় জনগণকে রক্ষা করা;
- বিদ্যালয় এবং হাট-বাজার, রাস্তা ও ব্রীজ, ফসলী ও বাসযোগ্য জমি, বসবাসের বাড়ি-ঘর, ধর্মীয় উপসানালয়, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা ইত্যাদি নদী ভাঙন থেকে রক্ষা করা;
- প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা;
- নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর প্রবাহ/নাব্যতা স্বাভাবিক রাখা এবং নদীর তীরের ভাঙনরোধ করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৫.৫০০ কি.মি.; স্লুইস/ রেগুলেটর নির্মাণ/ মেরামত- ১টি; অন্যান্য পানি কাঠামো নির্মাণ/ মেরামত- ৬টি; বক্স কালভার্ট- ১০ টি

উপকৃত এলাকা: ১০০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.২০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

ফরিদপুর শহরস্থ গোলডাঙ্গী নামক এলাকা, ফরিদপুর

প্রকল্পের নাম: পদ্মা নদীর ভাঙন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশিপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প, নড়াইল জেলার নবগঙ্গা নদীর ভাঙন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙন প্রতিরোধ প্রকল্প

রাজবাড়ী জেলার অংশ: "পদ্মা নদীর ভাঙন হতে রাজবাড়ী জেলার বক্সিপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১)

বাস্তবায়নকাল: ফেব্রুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪; **প্রকল্প এলাকা:** রাজবাড়ী;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯৮৩৫.০৫ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ৫৪৭৯.৪৯ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বক্সিপুর-সেনগ্রাম এলাকা: পদ্মা নদীর ভাঙন হতে রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার বক্সিপুর-সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর এফসিডি প্রকল্প (এরিয়া-১) এর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এর অতি ঝুঁকিপূর্ণ অংশ, সরকারি-বেসরকারি অবকাঠামো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বসতবাড়ি ইত্যাদি রক্ষা কল্পে পদ্মা নদীর ডান তীরে ২.৫০ কি.মি. দৈর্ঘ্যে নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ২.৫০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ১৮০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.২৮ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১) প্রকল্প, রাজবাড়ী

প্রকল্পের নাম: গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলরুট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪;

প্রকল্প এলাকা: গোপালগঞ্জ;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৫১৮.৮৩ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ৩৫১৩.৬২ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকায় আগাম বন্যায় নদী ভাঙন প্রতিরোধ করা;
- ফুকরা, কলিগ্রাম এবং মানিকদহ অংশে ভাঙন প্রবণ এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়ন করে জনগণের বসতবাড়ি, কৃষি জমিসহ সরকারি-বেসরকারি সম্পদ রক্ষা করা;
- প্রকল্প এলাকায় অবকাঠামো রক্ষার মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- নদী ভাঙন হতে ফসলী জমি রক্ষার মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন এ অবদান রাখা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ - ৩.৪৫০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৩০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.২৫ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প কাজ, গোপালগঞ্জ

২০১২-১৩ অর্থ-বছরে
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক
সমাপ্তকৃত প্রকল্প

সমাপ্তকৃত প্রকল্প সংখ্যা : ৫ টি
সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের ব্যয় : ৭৪৫.৯৩ কোটি টাকা

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের অবস্থান:

ক্রমিক	অবস্থান	সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা	১
২	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, চট্টগ্রাম	১
৩	উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর	১
৪	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, খুলনা	১
৫	বৈদেশিক ঋণ সহায়তা প্রকল্প	১

প্রকল্পের নাম: ভৈরব বন্দর সংরক্ষণ প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩;
প্রকল্প এলাকা: ভৈরব, কিশোরগঞ্জ;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৩৯২.২১ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ২২৩২.৩৩ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- মেঘনা নদীর ভাঙন হতে ভৈরব বাজার এবং ভৈরব নৌঘাট রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ১.৮৭৬ কি.মি.
- ☛ রোড- ২.২৮ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ১.৮৭৬ কি.মি.
উপকৃত জনগণ: ০.০১ লক্ষ (দোকান)

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

ভৈরব বন্দর রক্ষা কাজ, কিশোরগঞ্জ

প্রকল্পের নাম: মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১৩;
প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬২২.৪৮ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ৬২১৭.৫৪ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প বাস্তবায়ন করে প্রায় ১৩৭১১ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা আওতাভুক্ত আনা হয়েছে;
- ২০৩৪৪ হেক্টর এলাকা সম্পূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ সম্প্রসারণ ও নিষ্কাশন সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- বাঁধ নির্মাণ- ০.৪২০ কি.মি.; বাঁধ পুনর্বাসন/ মেরামত/ পুনঃরাকৃতিকরণ- ৯.৯৭৩ কি.মি.
- খাল পুনঃখনন- ২৯.৫৮০ কি.মি.; স্লুইস/ রেগুলেটর নির্মাণ/ মেরামত- ৭টি

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

বাগগুজরা রাবার ড্যাম, চট্টগ্রাম

পালাকাটা রাবার ড্যাম, চট্টগ্রাম

প্রকল্পের নাম: খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: ফেব্রুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩; **প্রকল্প এলাকা:** খুলনা;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৮৮১.৮৯ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ১৮৮১.৬৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ভুতিয়ার বিল, পদ্ম বিল, বাসুখালী বিল, কোলা বিল, কেটলা বিল, সলিমপুর বিল প্রভৃতি বিলের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;
- চিত্রা-আঠারোবাঁকি নদী ও নিষ্কাশন খালসমূহ পুনরুদ্ধার করা;
- প্রকল্প এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং গৃহস্থালি ও সম্পূরক সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য চিত্রা ও আঠারোবাঁকি নদীতে মিঠা পানির আধাঁর তৈরি করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ বাঁধ পুনর্বাসন/ মেরামত/ পুনঃরাকৃতিকরণ- ৫.০০০ কি.মি.; নদী ড্রেজিং/ পুনঃখনন - ২.০০০ কি.মি.
- ☛ খাল পুনঃখনন - ২০.৯৮০ কি.মি.; স্লুইস/ রেগুলেটর নির্মাণ/ মেরামত - ১৪ টি

উপকৃত এলাকা: ১০০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.৩০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

অভ্যন্তরীণ নিষ্কাশন খালসমূহের পলি ভরাট জনিত সমস্যার স্থিরচিত্র, খুলনা

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

হাতিসুরা খালের ১.৭৩০ কি.মি. পুন:খনন কাজ, খুলনা

২০১১-১২ অর্থ-বছরে
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক
সমাপ্তকৃত প্রকল্প

সমাপ্তকৃত প্রকল্প সংখ্যা : ১১ টি
সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের ব্যয় : ৫৮৩.৫৬ কোটি টাকা

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের অবস্থান:

ক্রমিক	অবস্থান	সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা	১
২	পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, কুমিল্লা	১
৩	উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর	২
৪	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, রাজশাহী	৩
৫	পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, ফরিদপুর	২
৬	দক্ষিণাঞ্চল, বাপাউবো, বরিশাল	২

প্রকল্পের নাম: খালিয়াজুরী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশণ প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০১২;
প্রকল্প এলাকা: খালিয়াজুরী, নেত্রকোণা;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪১৬০.৭৮ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ৩৯০৮.৯৩ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- হাওরের বোরো ফসল আগাম বন্যার হাত হতে রক্ষার্থে বাঁধ নির্মাণ করা;
- প্রকল্প এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সেচ সুবিধা বৃদ্ধি করা;
- জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- বাঁধ নির্মাণ- ১২৪.৬৪০ কি.মি.; খাল পুনঃখনন- ৩০.০০০ কি.মি.; স্লুইস/ রেগুলেটর নির্মাণ/ মেরামত- ১৮টি
- অন্যান্য পানি কাঠামো নির্মাণ/ মেরামত- ৩৩টি; অফিস বিল্ডিং- ১টি; ক্লোজার- ১১টি; কজওয়ে- ৫টি

উপকৃত এলাকা: ১৮০০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ১.২০ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

খালিয়াজুরী, নেত্রকোণা

প্রকল্পের নাম: মুহুরী-কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১২; **প্রকল্প এলাকা:** ফেনী;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩৯২৯.৩৯ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ১৩৭৪৯.৪৮ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বাঁধ ও প্রয়োজনীয় পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় সুপরিসরভাবে বন্যামুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা;
- এলাকায় নিষ্কাশন খাল/নালা খনন/পুনঃখননের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং বর্ষাকলীন অতিরিক্ত পানি নির্গমনের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরা;
- নদীর তীর ক্ষয় ও ভাঙন, ঢেউয়ের আঘাত ও ঝড়ো হাওয়ার কবল হতে বন্যা নিরোধক বাঁধ রক্ষা করা;
- প্রয়োজনীয় পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ, সেচ খাল/নালার উন্নয়ন এবং সেচ ইনলেট স্থাপনের মাধ্যমে এলাকায় সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নত করতঃ কৃষি পণ্যের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৬.৩০০ কি.মি.; বাঁধ নির্মাণ- ১২২.৭৮০ কি.মি.; খাল পুনঃখনন- ৬৬.৫৯০ কি.মি.
- ☛ স্লুইস/ রেগুলেটর নির্মাণ/ মেরামত- ৬টি; অন্যান্য পানি কাঠামো নির্মাণ/ মেরামত- ১৪৬ টি; রাবার ড্যাম- ১টি

উপকৃত এলাকা: ১৫৬০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ৯.২০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

তীর সংরক্ষণমূলক কাজ (ফুলগাজী উপজেলা), ফেনী

বাঁধ নির্মাণ (ফুলগাজী উপজেলা), ফেনী

প্রকল্পের নাম: দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২;

প্রকল্প এলাকা: দিনাজপুর;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ২১২১.০১ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ১৮২১.৫৯ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা-পুনর্ভবা নদীর মধ্যবর্তী বন্যা প্রবণ ফারাক্কাবাদ, বিজুরা, ধামাইর, আজিমপুর, মালঝাড়, চকচকা ইত্যাদি স্থানের পূর্ণাঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ড্রেনেজ এবং সীমিত সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এলাকাবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা, পুনর্ভবা নদীর ডান তীরের ভাঙন হতে বিরল উপজেলার কামদেবপুর এবং বনগাঁও এর বিশাল এলাকা রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ১.৪০৫ কি.মি.; বাঁধ নির্মাণ- ৩২.৫১৫ কি.মি.
- স্লুইস/ রেগুলেটর নির্মাণ/ মেরামত- ১৬টি; অন্যান্য পানি কাঠামো নির্মাণ/ মেরামত- ৭টি

উপকৃত এলাকা: ৩৪০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.৩৩ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

ঢেপা ডানতীর বাঁধ নির্মাণ কাজ, বিরল, দিনাজপুর

নদীতীর সংরক্ষণ কাজ, মালঝাড় চকচকা, বিরল, দিনাজপুর

প্রকল্পের নাম: ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: আগস্ট, ২০১০ হতে জুন, ২০১২;
প্রকল্প এলাকা: দিনাজপুর;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ২২৮৫.৬৩ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ১৫৫১.২৫ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- নীট ২,২০৩ হেক্টর এলাকায় সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনের মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান করে ধানের বর্তমান উৎপাদন ১৪,৩৮৬ মে.টন থেকে ২২,০৬৬ মে. টনে উন্নতী করা;
- শুষ্ক মৌসুমে নৌ চলাচলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা এবং প্রকল্প এলাকায় সামাজিক অবকাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সচল রাখা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ২.০৭৫ কি.মি.; বাঁধ নির্মাণ- ১৭.৬৬৫ কি.মি.; নদী ড্রেজিং/ পুনঃখনন- ৭.৫৫০ কি.মি.
- স্লুইস/ রেগুলেটর নির্মাণ/ মেরামত- ৫ টি; অন্যান্য পানি কাঠামো নির্মাণ/ মেরামত- ৯টি

উপকৃত এলাকা: ২৮০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ০.২৭ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নদীতীর সংরক্ষণ কাজ, ইটুয়া, কাহারোল, দিনাজপুর

মহিষ খাওয়া ডারা ১ ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ কাজ, কাহারোল, দিনাজপুর

প্রকল্পের নাম: পদ্মা নদীর ভাঙন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২;

প্রকল্প এলাকা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫৩২৪.১৮ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ১৩১৭৮.৫৪ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পদ্মার বাম তীর ভাঙন ও পদ্মা-পাগলা নদী একীভূত হওয়া রোধ করা;
- নদীর ভাঙন ও বন্যার কবল হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা সহ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শহর এবং রাজশাহী-নবাবগঞ্জ-সোনামসজিদ মহাসড়ক ভাঙন এবং জেলার বিশাল এলাকা পৌনঃপুণিক বন্যার কবল হতে রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ১১.৬৭০ কি.মি.; বাঁধ নির্মাণ- ১.০৬৫ কি.মি.; স্পার- ৩টি

উপকৃত এলাকা: ২২০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ১.১৫ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

পদ্মা নদীর ভাঙন রক্ষা প্রকল্প কাজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

প্রকল্পের নাম: সিরাজগঞ্জ হার্ডপয়েন্ট মেরামত ও পুনর্বাসন প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১২;
প্রকল্প এলাকা: সিরাজগঞ্জ;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭১৪৫.১২ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ৬৪৫৩.৭৭ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- সিরাজগঞ্জ শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার প্রায় ৭৮০০ একর ভূমি যমুনা নদীর প্রবল ভাঙন ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে রক্ষা করা;
- সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট নির্মাণের ফলে শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় সুউচ্চ ভবন, বহুতল মার্কেট ও অসংখ্যা শিল্প কারখানা গড়ে উঠছে, ফলে শহরের মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নসহ জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আরো নিশ্চিত হবে।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ সমূহ:

- ☛ স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ কাজ মেরামত- ১.৯৪৬ কি.মি.
- ☛ বাঁধ পুনর্বাসন/মেরামত/পুনঃরাকৃতিকরণ-৩.০০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৭৫৬৯০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ৫.০০ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

হার্ডপয়েন্ট, সিরাজগঞ্জ

প্রকল্পের নাম: মধুমতি নদীর ভাঙন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২; **প্রকল্প এলাকা:** গোপালগঞ্জ;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৭৪৫.৯৭ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ৩৫৭০.৮১ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকা নদী সমূহের ভাঙন রোধ করা;
- বন্যা মৌসুমে প্রকল্প এলাকা প্লাবন হতে রক্ষা করা;
- মধুমতি নদীর কালনা ফেরীঘাট এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের বসতবাড়ি, কৃষিজমি, ফেরিঘাটসহ সরকারি-বেসরকারি সম্পদ রক্ষা করা;
- কালনা ফেরীঘাট এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এলাকার সাধারণ মানুষের আবাসস্থল, ফসলী জমি, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান রক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, কৃষি ও শিল্প পণ্য পরিবহণ সহজিকরণসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ: ৩.৫১৩ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ১০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.০২ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

নদীতীর সংরক্ষণ কাজ, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

বাঁধের ঢাল সংরক্ষণসহ বাঁধ নির্মাণ কাজ, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ

প্রকল্পের নাম: পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২;
প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৬৬৩ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ২৫৬০.৪ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- পটুয়াখালী শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দ্বারা নদীর পানি অনুপ্রবেশ রোধ করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- বাঁধ নির্মাণ- ৩.২৩৭ কি.মি.; বাঁধ পুনর্বাসন/ মেরামত/ পুনঃরাকৃতিকরণ- ০.২৬০ কি.মি.
- খাল পুন:খনন- ৫.০০০ কি.মি.; স্লুইস/ রেগুলেটর নির্মাণ/ মেরামত- ৬টি
- অন্যান্য পানি কাঠামো নির্মাণ/ মেরামত- ৪২টি
- ফ্লাড ওয়াল- ০.২৫ কি.মি.; ফেরিঘাট- ৪টি; কালভার্ট- ৯টি

উপকৃত এলাকা: ৯.০৬ বর্গ কি.মি.
উপকৃত জনগণ: ১.৮০ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্পে বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ (লোহালিয়া খেয়া ঘাট সংলগ্ন স্থান)

২০১০-১১ অর্থ-বছরে
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক
সমাপ্তকৃত প্রকল্প

সমাপ্তকৃত প্রকল্প সংখ্যা : ১৩ টি
সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের ব্যয় : ১৩৫২.৬০ কোটি টাকা

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের অবস্থান:

ক্রমিক	অবস্থান	সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা	২
২	উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর	২
৩	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, রাজশাহী	৩
৪	বৈদেশিক ঋণ সহায়তা প্রকল্প	৬

প্রকল্পের নাম: ঢাকা জেলায় ট্যানারী শিল্প এলাকায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১১;
প্রকল্প এলাকা: ঢাকা;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ২০১৪.৫ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ১৫৭৭.৪৮ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ট্যানারী শিল্প এলাকায় বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা ও বন্যার ক্ষয় থেকে ট্যানারী শিল্প এলাকাকে রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ০.৮৩০ কি.মি.
- বাঁধ নির্মাণ- ৩.১৪০ কি.মি.,
- বাঁধ পুনর্বাসন/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ- ১.৬৫০ কি.মি.
- অন্যান্য পানি কাঠামো নির্মাণ/ মেরামত- ৬টি

উপকৃত এলাকা: ৫০৪৫২১৬ বর্গ মিটার
উপকৃত জনগণ: ০.৮০ লক্ষ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

প্রকল্পের নাম: পাবনা জেলার কাজীর হাট হতে সাতবাড়ীয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১১;

প্রকল্প এলাকা: পাবনা;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৪২২.৯৭ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ৩৩৪৭.৫ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকার জন জীবন, ঘরবাড়ি, ভূমি অফিস, কাঁচা-পাকা রাস্তা, কাজীর হাট বিশাল বাজার, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, ফসলী জমি, কলকারখানা, বাস স্টেশনসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ আকস্মিক বন্যা ও পদ্মা নদীর ভাঙনের কবল হতে রক্ষা করা;

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৩.৭৫০ কি.মি.; বাঁধ নির্মাণ- ১৫.২০০ কি.মি.
- বাঁধ পুনর্বাসন/ মেরামত/ পুনঃরাকৃতিকরণ- ৬.১০০ কি.মি.; নদী ড্রেজিং/ পুনঃখনন- ৫.৭৫০ কি.মি.
- স্লুইস/ রেগুলেটর নির্মাণ/ মেরামত- ৩টি; অন্যান্য পানি কাঠামো নির্মাণ/ মেরামত- ১২টি

উপকৃত এলাকা: ৭০০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ১.৪৫ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

কাজিরহাট সাতবাড়িয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পাবনা

যমুনা নদীর ডানতীর রক্ষা বাঁধ, পাবনা

প্রকল্পের নাম: সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় যমুনা নদীর ভাঙন হতে শৈলাবাড়ী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০০৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১০; **প্রকল্প এলাকা:** সিরাজগঞ্জ;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৪৯৬৬.২০ লক্ষ টাকা; **প্রকৃত ব্যয়:** ২০৫৭৬.৪০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- যমুনা নদীর ভাঙন হতে ৭.৬৯০ কি.মি. প্রতিরক্ষামূলক কাজসহ ৭.৪৬ কি.মি. বিকল্প বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে ১,৮৫,৮৪০ হেক্টর প্রকল্প এলাকা রক্ষা করা;
- যমুনা নদীর ডানতীরে মারাত্মক ভাঙন হতে সিরাজগঞ্জ পৌরসভার রানীগ্রাম এবং সদর উপজেলাধীন শৈলাবাড়ী, খোকশাবাড়ী, দিয়ার পাঁচিল, ভাটপিয়ারী নামক এলাকার স্কুল, কলেজ, মসজিদ, বাজার, ইউনিয়ন কমপ্লেক্স, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা, কৃষি জমি, বাসস্থান, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি রক্ষা করা;
- নদী ভাঙনের প্রাকৃতিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা;
- নদীতীর ভাঙন প্রবণ এলাকা হ্রাস করে আনুমানিক ৩১৭৮৯৩.০০ লক্ষ টাকা মূল্যমানের স্থায়ী সরকারি ও বেসরকারি সম্পদ রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ সমূহ:

☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ৭.৬৯০ কি.মি.; বাঁধ নির্মাণ- ৭.৪৬ কি.মি.; ক্রসবার- ৪টি;

উপকৃত এলাকা: ১৮৫৮৪০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ৪.৫০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

যমুনা নদীর ভাঙন হতে শৈলাবাড়ী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প কাজ, সিরাজগঞ্জ

প্রকল্পের নাম: চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) (বাপাউবো অংশ)
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০০৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১০; **প্রকল্প এলাকা:** নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও নোয়াখালী সদর এবং লক্ষীপুর জেলার রামগতি উপজেলা;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯০২১.৮১ লক্ষ টাকা (জিওবি :৮২১.৯৯ লক্ষ টাকা, পিএ: ৮১৯৯.৮২ লক্ষ টাকা); **প্রকৃত ব্যয়:** ৮৬৬৮.৬৬ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

নতুনভাবে জেগে উঠা উপকূলীয় চর অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র্য মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণ, উন্নত ও অধিকতর নিরাপদ জীবনমান নিশ্চিতকরণ, জলবায়ু পরিবর্তন সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ এবং দরিদ্র্য জনগণের ভূমির উপর আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা বিধান করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহ হলো:-

- সিডিএসপি-৩ এ প্রস্তাবিত কর্মসূচিসমূহ টেকসইকরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;
- উপকূলীয় চর উন্নয়ন বিষয়ক উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ করা ও ব্যাপ্তি ঘটানো (disseminate);
- টেকসই পদ্ধতিতে উপকূলীয় চর এলাকার দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সরাসরি উন্নতি সাধন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- বাঁধ নির্মাণ -১৮.৮৭০ কি.মি., নদী ড্রেজিং/ পুনঃখনন - ১০.০০০ কি.মি., খাল পুনঃখনন- ৫৩.১৩০ কি.মি.,
- রেগুলেটর নির্মাণ- ৩টি, ক্লোজার নির্মাণ- ২টি

উপকৃত এলাকা: ৭০,০০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বিতরণের পরিমাণ: ৪৩৭৯ হেক্টর বসতি স্থাপন: ৮,৩২৩ পরিবার (০.৪০ লক্ষ)
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নির্মিত রেগুলেটর, নোয়াখালী

২০০৯-১০ অর্থ-বছরে
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক
সমাপ্তকৃত প্রকল্প

সমাপ্তকৃত প্রকল্প সংখ্যা : ১৪ টি
সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের ব্যয় : ৪২০.৮২ কোটি টাকা

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের অবস্থান:

ক্রমিক	অবস্থান	সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা	১
২	পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, কুমিল্লা	৩
৩	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, চট্টগ্রাম	২
৪	উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর	২
৫	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, রাজশাহী	১
৬	দক্ষিণাঞ্চল, বাপাউবো, বরিশাল	৩
৭	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, খুলনা	২

প্রকল্পের নাম: মুন্সিগঞ্জ জেলার টংগীবাড়ী উপজেলাধীন পাঁচগাঁও হাসাইল-বানারী ও দিঘীরপাড় ইউনিয়ন পদ্মা নদীর ভাঙন হতে রক্ষা প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১০;

প্রকল্প এলাকা: মুন্সিগঞ্জ;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৮০৩২.৫ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ৭৭৯৬.২৪ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকার ভাঙন রোধ করা;
- প্রকল্প এলাকার সরকারি-বেসরকারি সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দাগণের জীবন-জীবিকার উন্নয়ন ও দৈনন্দিন ক্ষুদ্র অর্থনীতিতে সৃষ্ট বিরূপ প্রভাব দূরীভূতকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ২.৫৫৮ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ১.২৭৯ বর্গ কি.মি.

উপকৃত জনগণ: ০.১৫ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

তীর সংরক্ষণ কাজ, টংগীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ

প্রকল্পের নাম: চাঁদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-৩)
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১০;
প্রকল্প এলাকা: চাঁদপুর;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৪৬৮ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ২৪০০.৯ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- চাঁদপুর জেলা শহর, পুরান বাজার ও নতুন বাজার এলাকা মেঘনা নদীর ভাঙন হতে রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ১.৪৮০কি.মি.;
- ☛ পুকুর ভরাট- ২টি;

উপকৃত এলাকা: ৫০ বর্গ কি.মি.
উপকৃত জনগণ: ১৫.০০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

মেঘনা নদী, নতুন বাজার মোল হেড, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর

প্রকল্পের নাম: মেঘনা নদীর ভাঙন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প রক্ষা প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১০;
প্রকল্প এলাকা: চাঁদপুর;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৪৮০.৪২ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ৪২৯৬.০৮ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- হাইমচর উপজেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও জনপদ মেঘনা নদীর ভাঙন হতে রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- স্থায়ী তীর সংরক্ষণ - ২.৭০০ কি.মি.

উপকৃত এলাকা: ৫,৭০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ২.৫০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

মেঘনা নদী, কাটাখালী, হাইমচর, চাঁদপুর

প্রকল্পের নাম: মহামায়া ছড়া সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১০;
প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ২০১১ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ১৭১৬.২ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ১১.০০ বর্গ কিঃমিঃ পাহাড়ী এলাকায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে জলাধার সৃষ্টির মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে অনাবাদি জমিতে সেচ প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য;
- জলাধার হতে নিয়ন্ত্রিত পানি প্রবাহের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলাবদ্ধতা নিরসন করা;
- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে এলাকার আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা;
- পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটানো।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ০.২০০ কি.মি.; খাল পুনঃখনন- ৩৯.৫০০ কি.মি.; রাবার ড্যাম - ১টি; রেগুলেটর- ২টি

উপকৃত এলাকা: ৪৮০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: মিরসরাই উপজেলার মহামায়া খালের নিকটবর্তী এলাকার জনগণ।
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

মহামায়া ছড়া সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শুভ উদ্বোধন

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

জলাধারের পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো

প্রকল্পের নাম: গাইবান্ধা জেলার বাগুড়িয়া, সৈয়দপুর, কঞ্চিপাড়া ও বালাসীঘাট রক্ষা প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১০;
প্রকল্প এলাকা: গাইবান্ধা;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫০০০ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ৪৫১৯.৩৮ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- গাইবান্ধা জেলার বাগুড়িয়া, কঞ্চিপাড়া ও বালাসীঘাট এলাকায় ১৭৮২ মিটার দীর্ঘ সংরক্ষণমূলক কাজ করতঃ যমুনা নদীর ভাঙন হতে এলাকাসমীহ রক্ষা করা;
- প্রকল্প এলাকায় সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ১.৭৮২ কি.মি.;

উপকৃত এলাকা: ১২০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ০.৩০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

বাগুড়িয়া এলাকায় বাস্তবায়িত স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজ, গাইবান্ধা

বালাসীঘাট এলাকায় বাস্তবায়িত স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজ, গাইবান্ধা

প্রকল্পের নাম: ভোলা জেলা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (ফেজ-২)
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১০;
প্রকল্প এলাকা: ভোলা;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৪৫৩.০৫ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ২২৮০.৮৪ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ১.৩০০ কিঃমিঃ স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙন হতে ভোলা জেলার ধনিয়া ইউনিয়নে বিদ্যমান ঘর বাড়ি, মসজিদ, স্কুল, দোকানপাট, ফসলী জমি ইত্যাদি রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ - ১.৩ কি.মি.;

উপকৃত এলাকা: ৬০০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ০.২৭ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নদীতীর সংরক্ষণ কাজ, ভোলা

প্রকল্পের নাম: মেঘনা-তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙন হতে দৌলতখাঁন শহর রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)
বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১০;
প্রকল্প এলাকা: বরিশাল;
প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫৭৪ লক্ষ টাকা;
প্রকৃত ব্যয়: ১৪৪২.৪২ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ১.৩৩৭ কি.মি. স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে মেঘনা-তেতুলিয়া নদীর ভাঙন হতে দৌলতখাঁন শহর, সরকারি অফিস, ঘর বাড়ি, মসজিদ, স্কুল, ফসলী জমি ইত্যাদি রক্ষা করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

- ☛ স্থায়ী তীর সংরক্ষণ- ১.৩৩৭ কি.মি.;
- ☛ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ/ প্রতিরক্ষা- ১.০ কি.মি.;

উপকৃত এলাকা: ৩০০০ হেক্টর
উপকৃত জনগণ: ০.১৫ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

নদীতীর সংরক্ষণ কাজ, বরিশাল

প্রকল্পের নাম: বাকাই-গৌরনদী-আগৈলঝড়া-চৌদ্দমাদারবিল প্রকল্পের অসমাপ্ত বাঁধ ও খাল খনন কাজ সমাপ্তকরণ

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১০;

প্রকল্প এলাকা: বরিশাল;

প্রাক্কলিত ব্যায়: ৭৭১.০০ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যায়: ৭২৮.১৫ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ সুবিধা প্রদান। লবণাক্ততা বোধ এবং মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন। প্রকল্প এলাকার জান-মাল ও সহায় সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা। আর্থ সামাজিক ও অন্যান্য টেকসই উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ সমূহ:

- ☛ বাঁধ নির্মাণ- ৫.০০০ কি.মি.; খাল পুনঃখনন- ৪২.০০০ কি.মি.;
- ☛ স্লুইস/রেগুলেটর নির্মাণ/মেরামত- ৫টি; অন্যান্য পানি কাঠামো নির্মাণ/মেরামত-৮টি;
- ☛ ক্লোজার- ১টি;

উপকৃত এলাকা: ১৬২৪৮.০০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ১.০৫ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

বাঁধ নির্মাণ, বরিশাল

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

টরকি খাল, বরিশাল

প্রকল্পের নাম: সাতক্ষীরা জেলাধীন উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের পোল্ডার নং ১ ও ২ এর জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১০;

প্রকল্প এলাকা: সাতক্ষীরা;

প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫৫০.০০ লক্ষ টাকা;

প্রকৃত ব্যয়: ১৫২৩.৬৩ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকাটি সীমান্ত নদীর তীরবর্তী হওয়ায় নদীতীর ভাঙন হ্রাস করা, জলাবদ্ধতা নিরসন করা, সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষা ও টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটনো।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ:

মাটির কাজ, অস্থায়ী ঢাল সংরক্ষণ কাজ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজ

- ☛ বাঁধ পুনর্বাসন/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ- ৩২.৫০৫ কি.মি.;
- ☛ খাল পুনঃখনন- ৪১.২৩২ কি.মি.;
- ☛ স্লুইস/ রেগুলেটর নির্মাণ/ মেরামত- ৯টি;

উপকৃত এলাকা: ৪৫০ হেক্টর

উপকৃত জনগণ: ০.৯০ লক্ষ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের চিত্র

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প, সাতক্ষীরা

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
(WARPO)

ভূমিকা

আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশের প্রকৃতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি নদ-নদীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বর্ষা মৌসুমে পর্যায়ক্রমিক বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, নদী ভাঙন ও শুকনো মৌসুমে পানির দুষ্প্রাপ্যতা, নদনদী ভরাট, খরা, লবণাক্ততা, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া ও ভূপরিস্থ পানির মানের ক্রমাবনতির কারণে বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনা আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির বহুমাত্রিক চাহিদাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর্সেনিক দূষণ এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। বাংলাদেশের ভূখন্ডের বাইরে থেকে আগত নদনদীর প্রবাহের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় পানি ব্যবহারকারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো সামগ্রিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতেই সরকার পানি সম্পদের উন্নয়ন ও এর সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৯২ সালে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) সৃষ্টি করে। দেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো পানি সম্পদের সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নে একমাত্র সংবিধিবদ্ধ সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি সংস্থা। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৩ হতে ১৯৯১ সালে জাতীয় পানি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত মাস্টার প্ল্যান অরগানাইজেশন বা এমপিও এর উত্তরসূরী। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান (ফ্যাপ) কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য স্থাপিত ফ্ল্যাড প্ল্যান কোঅর্ডিনেশন অরগানাইজেশন বা এফপিসিও কে ১৯৯৬ সালে ওয়ারপো'র সাথে একিভূত করা হয়। ২০০৫ সালে উপকূলীয় অঞ্চল নীতি এবং ২০০৬ সালে উপকূলীয় কৌশলের দ্বারা ওয়ারপোকে উপকূলীয় এলাকার সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর মাধ্যমে ওয়ারপোকে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর ভিশন ও মিশন

ভিশন বা রূপকল্প

বাংলাদেশের পানি সম্পদের সমন্বিত ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

মিশন বা অভিলক্ষ্য

পানি সম্পদ খাতে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও পর্যায়ক্রমিক হালনাগাদকরণ, জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার রক্ষণাবেক্ষণ, ক্লিয়ারিং হাউজ হিসাবে ভূমিকা পালন এবং বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ বাস্তবায়নে সমন্বয়ক হিসাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশের টেকসই ও সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক গত ২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের সারসংক্ষেপ

প্রকল্পের নামঃ "সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ কার্যকরকরণ" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প
বাজেটঃ ৩৭১.০৭ লক্ষ টাকা (জিওবি = ৩৫.১২ লক্ষ টাকা, এসডিসি = ৩৩৫.৯৫ লক্ষ টাকা)
ব্যয়ঃ ৩৫০.১২ লক্ষ টাকা
বাস্তবায়নকালঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ থেকে জুন, ২০১৮
প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমঃ বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ প্রস্তুত এবং গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রকল্পের নামঃ "পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তিপত্র অনলাইন প্রক্রিয়াকরণ" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প।
ব্যয়ঃ ৪৯৬.৩৮ লক্ষ টাকা
বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারী ২০১৯ থেকে জুন ২০২১
প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমঃ পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তিপত্র গ্রহণের নিমিত্ত ৩ টি অনলাইন টুলস তৈরি করা হয়েছে।

প্রকল্পের নামঃ "নীতি ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণ" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প।
ব্যয়ঃ ৪৮৯.৯৩ লক্ষ টাকা
বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারী ২০১৯ থেকে জুন ২০২১
প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমঃ চারটি খাতের (শিল্প, গৃহস্থালী, পরিবেশ, কৃষি) পানির ছায়ামূল্যের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রকল্পের নামঃ "সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ কার্যকরকরণ" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প
বাজেটঃ ১৫৩৩.৭৬ লক্ষ টাকা (জিওবি = ১০২৩.৭৬ লক্ষ টাকা এসডিসি = ৫১০.০০ লক্ষ টাকা)
ব্যয়ঃ ১৪২৩.২৬ লক্ষ টাকা (জিওবি = ৯৮৮.২৬ লক্ষ টাকা এসডিসি = ৪৩৫.০০ লক্ষ টাকা)
বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারী ২০২০ থেকে জুন ২০২৩
প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমঃ মনিটরিং ওয়েল ৫০ টি, নদীর ক্রস সেকশন ২০০০ টি, পাম্পিং টেস্ট ৩০ টি, ডিসচার্জ পরিমাপ ১২ টি লোকেশনে, পানি সংকটাপন্ন এলাকা চিহ্নিতকরণ, নিরাপদ আহরণ সীমা নির্ধারণ, ওয়ারপোকে অধিদপ্তর করার লক্ষ্যে খসড়া আইন প্রস্তুত করা হয়েছে।

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট
(RRI)

পরিচিতি

নদী মাতৃক আমাদের এই বাংলাদেশ। এটি একটি বৃহৎ পলল বদ্বীপ। অসংখ্য বিনুনি শাখা - প্রশাখাসহ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও মেঘনা -এ ৩টি প্রধান ও সুবৃহৎ আন্তর্জাতিক নদী বাহিত পলিতে গঠিত এ দেশ। উত্তরের বন্যা, দক্ষিণের জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় এ অঞ্চলের জনজীবনকে করে বিপর্যস্ত। নদী ভাঙন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এমতাবস্থায়, ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা- নিরীক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তৎকালীন সরকার ১৯৪৮ সালে ঢাকার তেজকুনী পাড়া মৌজায় (বর্তমান গ্রীণ রোড) প্রায় ১২ একর জমির উপর হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে একটি গবেষণাগার সেচ পরিদপ্তরের অধীনে স্থাপন করে। ক্রমবর্ধমান পানি সম্পদ উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের নানা রকম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও হাইড্রলিক সমস্যার ব্যাপক গবেষণার আধুনিক সুবিধাদি হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে সম্পাদন করা সম্ভব না হওয়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উক্ত ল্যাবরেটরিকে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এ রূপান্তর করে এবং ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর অধীনে ন্যস্ত করে। নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর স্বতন্ত্র অফিস স্থাপনের জন্য ফরিদপুর শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে ঢাকা-বরিশাল সড়কের পাশে হারুকান্দি নামক এলাকায় ৮৬ একর জমি অধিগ্রহণ করে ১৯৭৯ সালে ফরিদপুরে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে ঢাকার গ্রীণ রোডে অবস্থিত নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট ফরিদপুরে স্থানান্তর করা হয় এবং ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাপাউবোর অধীনে কাজ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নদী গবেষণা ইনস্টিটউট এর বহুমুখী গবেষণা কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে ৫৩ নম্বর আইন বলে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটকে একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ হতে আলাদা করে ১৯৯১ সালে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করে।

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ:

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ	বাস্তবায়ন কাল	মন্তব্য
১.	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প (ফেজ-১)।	টাকার পরিমান (কোটিতে)	জুলাই, ২০০৬- জুন, ২০১২	
২.	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প (ফেজ-২)।	৮.৫৮	জানুয়ারি, ২০১৮- জুন, ২০২১	
৩.	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার নদীর তীর ভাঙ্গন রোধ, ভূমি পুনরুদ্ধার ও নাব্যতা বৃদ্ধি শীর্ষক পাইলট প্রকল্প।	৫৩.৬৬৮১	অক্টোবর, ২০১৭- জুন, ২০২১	
৪.	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে জামালপুর জেলার এবং শেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে নদী তীর সংরক্ষণ পাইলট প্রকল্প।	২৩.৮৪৪৭	জানুয়ারি, ২০১৭- ৩০ জুন, ২০১৯	
৫.	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে জামালপুর জেলার পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ ও দশানী নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর সদর, মেলান্দহ ও ইসলামপুর উপজেলা রক্ষা পাইলট প্রকল্প।	১৬.২৭৯৭	জানুয়ারি, ২০১৭- ৩০ জুন, ২০১৯	
৬	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে "কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ফুলারচরের আশপাশের এলাকাতে নদী তীর ভাঙ্গন রোধ ও ভূমি উদ্ধার পাইলট প্রকল্প"।	১৪.৩৪০৫	জুলাই, ২০১৭- ডিসেম্বর, ২০১৯	

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ
(JRCB)

ভূমিকা

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের মধ্যে যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে দু'দেশের বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে অভিন্ন নদীর ব্যাপক জরিপ কার্যক্রম পরিচালন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য স্থায়ীভিত্তিতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়।

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৮তম বৈঠক

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৮তম বৈঠক ২৫ আগস্ট ২০২২ ভারতের নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে বাংলাদেশ দলের নেতৃত্ব দেন মাননীয় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ ফারুক, এমপি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় পানি সম্পদ উপমন্ত্রী জনাব এ কে এম এনামুল হক শামীম, এমপি এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব কবির বিন আনোয়ার। বৈঠকে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দেন ভারতের জলশক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। উক্ত বৈঠকে কুশিয়ারা নদীর অভিন্ন এলাকা হতে বাংলাদেশ ও ভারত কর্তৃক পানি উত্তোলনের বিষয়ে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর, তিস্তা ও ফেনীসহ অন্যান্য ৬টি নদীর (মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার) পানি বণ্টন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অভিন্ন নদীর অববাহিকা ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ-ভারত সহযোগিতা সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের পূর্বে ২৩ আগস্ট ২০২২ ভারত-বাংলাদেশ পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠক নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। সচিব পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশ দলের নেতৃত্ব দেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব কবির বিন আনোয়ার এবং ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দেন ভারতের জলশক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব শ্রী পংকজ কুমার।

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৮তম বৈঠক, ২৫ আগস্ট ২০২২, নয়া দিল্লী, ভারত।

কুশিয়ারা নদীর পানি উত্তোলনে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের জলশক্তি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কুশিয়ারা নদীর অভিন্ন অংশ হতে উভয় দেশ কর্তৃক ১৫৩ কিউসেক পানি উত্তোলনের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) গত ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়। ভারত ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের উপস্থিতিতে ভারতের নয়া দিল্লীতে এ সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারকটির মেয়াদ ১৫ বছর এবং পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে উহা নবায়নযোগ্য।

সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত 'আপার সুরমা-কুশিয়ারা' প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, কানাইঘাট, সিলেট সদর ও জকিগঞ্জ উপজেলায় শুকনো মৌসুমে প্রায় ১০,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হবে।

কুশিয়ারা নদীর সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২২, নয়া দিল্লী, ভারত।

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি বাস্তবায়ন:

১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ফলপ্রসূ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার মাত্র ৬ মাসের মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের মধ্যে ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর শুকনো মৌসুমের (০১ জানুয়ারি-৩১ মে) প্রবাহ বণ্টনের লক্ষ্যে ত্রিশ বছর মেয়াদি একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ১৯৯৭ হতে প্রতিবছর শুকনো মৌসুমে ০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়কালে ফারাক্কায় গঙ্গার পানি দু'দেশ বণ্টন করছে।

১১ মে, ২০২৩ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত গঙ্গা নদীর পানি বন্টন
সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটির ৮১ তম বৈঠক।

বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে সহযোগিতা:

১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের দুটি প্রলয়ংকরী বন্যার পর দু'দেশের শীর্ষ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-নেপাল যৌথ স্টাডি টিম বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রণয়নপূর্বক নিজ নিজ সরকারের নিকট পেশ করে যা দু'দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। উক্ত রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়। দু'দেশের মধ্যে পানি সম্পদের আহরণ এবং বন্যা ও বন্যার ক্ষয়ক্ষতির প্রকোপ প্রশমনে যৌথ অনুসন্ধান, গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে উভয় দেশ কর্তৃক বিভিন্ন বিভাগসমূহ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ কারিগরি সমীক্ষা দল (JTST) গঠিত হয়েছে। উপরোক্ত সমীক্ষা পরিচালনার নিমিত্ত নেপালের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

২৮ জুলাই, ২০২২ নেপালের কাঠমুন্ডুতে
Bangladesh-Nepal Joint Expert Committee (JEC)-এর বৈঠক।

নেপালে অনুষ্ঠিত নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠক:

২৭-৩০ জুলাই, ২০২২ নেপালের কাঠমুন্ডুতে Bangladesh-Nepal Joint Expert Committee (JEC) এর ৬ষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে পানি সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, বন্যা ও বন্যার ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিরূপণ এবং তা মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে উপায় উদ্ভাবনের জন্য JTST-এর আওতায় যৌথ গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনাসহ অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ কারিগরি সমীক্ষা দলের ১ম বৈঠক:

গত ২৯ মে, ২০২৩ তারিখে ঢাকায় "Nepal Bangladesh Joint Technical Study Team (JTST) on Harnessing of Water Resources and Mitigating Floods and Flood Damages" ১ম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা শেষে পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, সেচ ব্যবস্থাপনা এবং উত্তম চর্চাসমূহ বিনিময়, জলবায়ু পরিবর্তন, পানি সম্পদের আহরণ এবং বন্যা ও বন্যার ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির ৭ম বৈঠক

গত ৩০ মে, ২০২৩ তারিখে "Nepal Bangladesh Joint Expert Committee (JEC) এর ৭ম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে হাইড্রো-মেটিওরোলজিক্যাল (Hydro-Meteorological) তথ্য-উপাত্ত (Data and Information) বিনিময়ে উভয় দেশের মধ্যে Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষর হয়।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিষয়ে সহযোগিতা:

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা বিদ্যমান আছে। সমঝোতা অনুযায়ী উভয় পক্ষ পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত নীতিমালা এবং প্রবিধান, গবেষণা এবং উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা করতে সম্মত হয়।

উল্লিখিত সমঝোতার আলোকে বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে চীনা কর্তৃপক্ষ জুন ২০০৬ সাল থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের উজানে চীনের তিনটি স্টেশন যথাঃ Nuxia, Nugesha, Yangcun এর বর্ষা মৌসুমের (০১ জুন থেকে ১৫ অক্টোবর) বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রকে সরবরাহ করে আসছে।

Nepal-Bangladesh Joint Technical Study Team (JTST) এর ১ম বৈঠক, ২৯ মে ২০২৩, ঢাকা।

নেপাল-বাংলাদেশ (JEC) এর ৭ম বৈঠক ৩০ মে ২০২৩, ঢাকা

নেপাল-বাংলাদেশ সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর, ৩০ মে ২০২৩, ঢাকা।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর
(DBHWD)

ভূমিকা

বাংলাদেশ, একটি নদীমাতৃক দেশ। এ দেশে জালের মত ছড়িয়ে রয়েছে নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর, বাঁওড়সহ অসংখ্য জলাভূমি। তাই, কৃষিভিত্তিক এ দেশের অর্থনীতি, জীবনজীবিকা ও সংস্কৃতির অনেকটাই জলাভূমি নির্ভর। প্রকৃতিগত কারণে প্রায়শঃই এ দেশে বন্যা, পাহাড়ী ঢল ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মত পানিসৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের আবির্ভাব হয় এবং এ সকল মোকাবেলা করেই এ অঞ্চলের মানুষকে টিকে থাকতে হয়। দেশের উত্তর-পূর্বাংশে সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলায় প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট করাই আকৃতির নিম্নভূমি নিয়ে হাওরাঞ্চল গঠিত, যা প্রকৃতি সৃষ্ট এক সম্ভাবনাময় জলসম্পদ। এ অঞ্চলের মানুষের জীবন সংগ্রাম দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেক কঠিন ও ভিন্নতর। অনুন্নত যোগাযোগ, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, কর্মসংস্থানের অপর্যাপ্ত সুযোগের কারণে বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও হাওর এলাকা এখনও অনুন্নত। অথচ দেশের উন্নয়নের জন্য হাওর অঞ্চলসহ দেশের সকল অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। জলসম্পদে সমৃদ্ধ হাওর অঞ্চলের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ঐ এলাকার জন মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবন মানের উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ''হাওর উন্নয়ন বোর্ড'' গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন। ১৯৭৭ সালে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হলেও ১৯৮২ সালে তার বিলুপ্তি ঘটানো হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে ১১ সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে ''বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড'' প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং পরবর্তীতে ২৪ জুলাই, ২০১৬ তারিখে ''বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর'' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর হতে এ অধিদপ্তর দেশের হাওর ও জলাভূমির প্রাকৃতিক ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ও হাওর অঞ্চলে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে আসছে।

সমাপ্ত প্রকল্প

২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরে নিম্নবর্ণিত ৫টি সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছেঃ-

১। "**Classification of Wetlands of Bangladesh**"-শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলায় অবস্থিত সকল জলাভূমির শ্রেণীবিন্যাস, জলাভূমির মাটির প্রকৃতি সনাক্তকরণ, জলজ Fauna ও Flora চিহ্নিত করে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

২। ''**Model Validation on Hydro-Morphological Process of the River System in the Subsiding Sylhet Haor Basin**"-শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের নদীর গতি প্রকৃতির একটি Conceptual মডেল যাচাই করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৭ পর্যন্ত।

৩। ''**Impact Assessment of Structural Intervention in Haor Ecosystem and Innovation for Solution**''-শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের হাওর অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক যে সব অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে, পরিবেশের ওপর প্রভাব নিরূপন এবং সম্ভাব্য সমাধানের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ছিল জানুয়ারী ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত।

৪। ''**Study for Investigation of Groundwater and Surface Water Irrigation in Habiganj, Maulvibazar, Sylhet, Sunamganj, Netrokona and Kishorganj Districts**''-শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। প্রকল্পের মাধ্যমে হাওর এলাকার উল্লিখিত ৬টি জেলার ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির বর্তমান অবস্থা নিরূপণ এবং গাণিতিক মডেল প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকল্পের ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশকৃত এলাকায় প্রাকৃতিক পানির যথাযথ ব্যবহার সম্ভব হবে। এ সমীক্ষা প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ছিল ডিসেম্বর ২০১৫-জুন ২০১৯ পর্যন্ত ।

৫। ''**Study of Interaction Between Haor and River Ecosystem Including Development of Wetland Inventory and Wetland Management Framework**''-শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। প্রকল্পের মাধ্যমে ২৫ শতক আয়তন পর্যন্ত পুকুরসহ দেশের সকল জলাভূমির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা ও মানচিত্র প্রস্তুত, টাংগুয়ার হাওর সংলগ্ন ১২০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় লাইডার সার্ভে করা এবং জীববৈচিত্র্য, মৎস্য, কৃষি, বন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বিবেচনায় জলাভূমির ব্যবস্থাপনার রূপরেখা তৈরী করা হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ছিল জুলাই ২০১৫-জুন ২০২০ পর্যন্ত।

৬। **"৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন"** প্রকল্পটির মূল বাস্তবায়নকারী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং এর সমীক্ষা অংশ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় চলমান "৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)"- শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন "Comprehensive Feasibility Study for Sustainable Restoration and Protection of Wetlands (Haor, Baor, Beel and connected rivers etc) in Different Hydrological Regions of Bangladesh"-শীর্ষক কাজটি বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ডেলিগেটেড ওয়ার্ক হিসেবে বাস্তবায়িত হয়েছে। জুলাই ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত এ সমীক্ষার আওতায় দেশের ৮১টি বিশেষ নদী (যার উৎপত্তি কোন জলাভূমি থেকে) পূর্ণাঙ্গভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে এসব নদী খনন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সেচ কাজ সম্প্রসারণ ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে এসব এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড